মা

নাটক

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

উপন্যাস হইতে

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

নাটকাকারে বিরচিত

নাট্য নিকেতনে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—শনিবার, ১লা পৌষ ১৩৪৫

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দুই টাকা

তৃতীয় সংস্করণ

নিবেদন

বৎসর অতীত হইতে চলিল, আমি এখনও রোগশয্যায়—প্রবাসে! এই বিদেশে বসিয়া শুনিয়াছি শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর "মা" উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাহা "নাট্য নিকেতনে" অভিনীত হইতেছে, তাহা নাকি রসজ্ঞ দর্শকসমাজের খুবই ভাল লাগিয়াছে। এমন কি অনেকেই বলিতেছেন যে এমন নাটক—এমন অভিনয় বহুদিন দেখি নাই। এইরূপ প্রশংসাবাদ শুনিয়া প্রথমেই মনে পড়িল—বাণীর বরপুত্রী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীকে; সার্থক তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী উপন্যাসগুলির সৌন্দর্য্যসম্ভার বাঙ্গালার নাট্যমঞ্চকে এমনি করিয়া অলঙ্কৃত করিল, যাহার তুলনা নাট্যশালার ইতিহাস হইতে খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। বাস্তবিকই উপর্য্যুপরি তিন চারিখানি নাটক একই লেখকের প্রায় এমন সমারোহের সহিত জমিতে দেখা যায় না। মুখবন্ধের প্রথমেই এইজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই সাফল্যের মূল কারণ তিনি।

নাট্য নিকেতনের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ পরম কল্যাণভাজন শ্রীমান প্রবোধচন্দ্র গুহ শুনিলাম এই নাটকের সাফল্যের জন্য অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি বরাবরই আমার নাটক পাইলে এইরূপই করিয়া থাকেন। তাঁহাকে নূতন করিয়া কি বলিব, আশীর্ব্বাদ করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া বাঙ্গালার নাট্যমঞ্চের উন্নতিসাধন করুন।

পরিশেষে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সাহায্য না করিলে, এই নাটক কতদিনে যে রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিত—বলিতে

পারি না। তাঁহার আগ্রহ, ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টার ফলেই—দারুণ ব্যাধির যন্ত্রণার মধ্যেও আমি "মা" উপন্যাসখানিকে নাটকাকারে রূপান্তরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। এই নাটকের মহলা আমি দেখিতে পাই নাই। তাঁহারই উপর ভার দিয়াছিলাম। অভিনয়ের সৌকর্য্যার্থে যাহা ছাঁটকাট ও কমান বাড়ানোর দরকার হয়—তিনি করিয়া লইবেন। আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে সেই কার্য্য অতি যোগ্যতার সহিত তিনি করিয়াছেন। তিনি আমার সতীর্থ—তাঁকে ধন্যবাদ আর কি দিব! শ্রীশ্রীপ্রভু তাঁহার মঙ্গল করুন।

আর আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ নাট্য নিকেতনের অভিনেতা, অভিনেত্রীগণকে—যাঁহারা এই নাটকের প্রতিবাক্যে রস সঞ্চার করিয়া ইহাকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমি তাঁহাদের এই অপূর্ব্ব অভিনয় দেখিতে পাইলাম না—জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁহারা দীর্ঘজীবি হইয়া এইরূপে বাঙ্গালার নাট্যশালাকে সমৃদ্ধ করুন।

১৪ই পৌষ, ১৩৪০ সাল
আসানসোল

নিবেদক—
অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

মৃত্যুঞ্জয় বসু	...	...	ভাগলপুরের ধনাঢ্য উকীল
অরবিন্দ বসু	...	...	ঐ পুত্র
অজিত	...	...	অরবিন্দের পুত্র
দীননাথ মিত্র	...	...	মনোরমার পিতা
মোক্ষদাচরণ মিত্র	...	...	ব্রজরাণীর পিতা
সত্যপ্রসন্ন	...	...	মোক্ষদা মিত্রের পুত্র
নিতাই	...	...	অরবিন্দের বন্ধু ও মনোরমার প্রতিবেশী
আদিত্যবাবু	...	...	জনৈক সাহিত্যিক ও অরবিন্দের সুহৃদ্
সুরেশবাবু রাখালবাবু হেমেন্দ্রবাবু সুজনবাবু			সাহিত্যিকগণ
প্রফুল্ল পরিতোষ সোমেশ প্রভাতমোহন			হিন্দু হোষ্টেলের ছাত্রগণ
মোহিত	...	...	শরৎশশীর পুত্র
রাখু ঘোষ	...	...	দীননাথ মিত্রের ভৃত্য

সুরয সিং	...	...	হিন্দু হোষ্টেলের দারোয়ান
কার্ত্তিক	...	...	অরবিন্দের ভৃত্য
সত্যকিঙ্কর	...	...	ঐ
মাগুনী	...	...	ঐ মালী

মক্কেল, মল্লিকম'শায, বেহারী জমিদার, রতন বাঁড়ুজ্যে, চতুরিয়া, ভিক্ষুক, সাধুচরণ, হিন্দুহোষ্টেল-সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, ডাক্তার, মাদ্রাজী ভিক্ষুক, দোকানদার, যুবকদ্বয়, হিন্দুহোষ্টেল সভার সভ্যগণ, প্রফেসরগণ, ছাত্রগণ, বালকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

অরবিন্দের মাতা

দুর্গাসুন্দরী	...	...	দীননাথ মিত্রের স্ত্রী (মনোরমার মাতা)
মনোরমা	...	...	অরবিন্দের প্রথমা পত্নী
	...	...	ঐ দ্বিতীয় পত্নী
শরৎশশী, উষা	...	...	ঐ ভগ্নিদ্বয়
নির্ম্মলা	...	...	নিতাইএর স্ত্রী
আহ্লাদী	...	...	ব্রজরাণীর দাসী

বামুনপিসী, ঘোষগিন্নী, বিন্দুমাসী, রতনঠান্‌দিদি প্রভৃতি মহিলাগণ, শরৎশশীর কন্যা, নির্ম্মলার প্রতিবেশিনীগণ, মাদ্রাজী ভিক্ষুক-পত্নী ইত্যাদি

প্রথম অভিনয়-রজনীর
সংগঠনকারী ও অভিনেতৃগণ

প্রযোজক	...	শ্রীপ্রবোধচন্দ্র গুহ
অধ্যক্ষ	...	শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী
সুর-সংযোজক	..	শ্রীচারুচন্দ্র শীল
হারমোনিয়াম-বাদক	...	শ্রীচারুচন্দ্র শীল, শ্রীজ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় (সহঃ)
বংশীবাদক	...	শ্রীচারুচন্দ্র সাহা
সঙ্গীত		শ্রীবনবিহারী পান, শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় (সহঃ)
রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ	...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (Amateur)
আলোক-সম্পাতকারী	...	শ্রীসুধীরচন্দ্র সুর, শ্রীযতীন্দ্রকুমার পাল
স্মারক		শ্রীপাঁচকড়ি সান্যাল, শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য (সহঃ)
সজ্জাকর		শ্রীকুঞ্জবিহারী রায়, শ্রীমন্মথনাথ দাসধর, শ্রীহরেকৃষ্ণ রায়
আহার্য্য-সংগ্রাহক	...	শ্রীনিরাপদ শীল

অভিনেতাগণ

মৃত্যুঞ্জয় বসু	...	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
অরবিন্দ	...	শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
অজিত	...	শ্রীমতী লক্ষ্মী (শিশু) ও শ্রীমতী সরযূবালা
দীননাথ মিত্র	...	শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
মোক্ষদাচরণ মিত্র	...	শ্রীশরৎচন্দ্র সুর
সত্যপ্রসন্ন	...	শ্রীশৈলেন চৌধুরী
নিতাই	...	শ্রীনির্ম্মেলেন্দু লাহিড়ী
আদিত্যবাবু	...	শ্রীগগনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সুরেশবাবু	...	সন্তোষ সিংহ
রাখালবাবু	...	শ্রীঅয়স্কান্ত বক্সী
হেমেন্দ্রবাবু	...	শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
সুজনবাবু	...	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
প্রফুল্ল	...	শ্রীপান্নালাল মুখোপাধ্যায়
পরিতোষ	...	শ্রীব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায়
সোমেশ	...	শ্রীজীবনকৃষ্ণ গোস্বামী (গোপালবাবু)
প্রভাতমোহন	...	শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মোহিত	...	শ্রীমান বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

রাখু ঘোষ	...	শ্রীকুঞ্জলাল সেন
সুরয সিং	...	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
কার্ত্তিক	...	শ্রীনিরাপদ শীল
সত্যকিঙ্কর	...	শ্রীশৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
মাগুনী মালী	...	আশুতোষ বসু (Amateur)
যুবকদ্বয়	...	শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস, শ্রীসুধাংশু গোস্বামী
দোকানদার ও মক্কেল	...	শ্রীকালীচরণ গোস্বামী
মল্লিকম'শায়	...	শ্রীভুজেন্দ্রনাথ দে
বেহারি জমিদার	...	শ্রীসুবলচন্দ্র ঘোষ
রতন বাড়ুজ্যে	..	শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়
হোষ্টেল সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট		শ্রীকালীপদ গুপ্ত
ভিক্ষুক	...	শ্রীবনবিহারী পাল
মাদ্রাজী ভিক্ষুক	...	শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
ডাক্তার	..	শ্রীসন্তোষ পালিত
ভৃত্য	...	শ্রীতারাপদ বসু

অভিনেত্রীগণ

দুর্গাসুন্দরী	...	শ্রীমতী কুসুমকুমারী
অরবিন্দের মাতা	...	„ নীরদাসুন্দরী
মনোরমা	...	„ সুশীলাবালা
ব্রজরাণী	...	„ নীহারবালা
শরৎশশী	...	„ চারুশীলা
ঊষা	...	„ রেণুবালা
নির্ম্মলা	...	„ রাণীবালা
আদুরী	...	„ কোহিনুরবালা
রতন ঠান্‌দিদি	...	„ শরৎসুন্দরী
ঘোষগিন্নী	...	„ রাজলক্ষ্মী
বিন্দুমাসী	...	„ ইন্দুবালা
ভিক্ষুক-পত্নী	...	„ লীলাবতী

মহিলাগণ—শ্রীমতী অন্নদাময়ী, তারকবালা, কমলাবালা, হরিদাসী দুনিয়াবালা ইত্যাদি।

মা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভাগলপুর

মৃত্যুঞ্জয় বসুর বাটীর অন্তঃপুর—শরৎশশীর শয়ন-কক্ষ

শরৎশশী ও মনোরমা

শরৎ। আয় না, টিপটা পরিয়ে দিয়ে যাই।

মনো। (বিষণ্ণমুখে) না, অত বাড়াবাড়িতে আর কাজ নেই। আজ তোমার কথা রেখে যা সেজেছি—সেজেছি, আর নয়।

শরৎ। কেন লা, এত অভিমান কিসের ?

মনো। যে বাড়ীর অপয়া, তাকে এ সব মানাবে কেন ? তার পর সত্যিই তো আমি অপয়া, তোমার দাদা কখনো ফেল হন নি—আমি আসার পর তো ফেল হ'লেন—এ আমার কপাল !

শরৎ। কপাল কিসের লা ? বাংলা দেশে কেউ যেন বিয়ে না ক'রে ফেল হয় নি ? তুই বাবার সেই কথা এখনো মনে ক'রে ব'সে আছিস। না, না—ভাই, ও কথায় আর কান দিস্ নি—এই

তো এদ্দিন এসেছিস, রোজই তো দেখ্‌ছিস—বাবার মুখই ঐ রকম। উনি কাকে কি না বলেন? মাকে—দাদাকে—আমাকে—ও বড় উকীল হ'লে ও রকম খিঁচোনো ব্যারাম হয়। ওতে কেউ কিছু মনে করে না—আমি তো নই-ই। বাবা যত খিঁচোন—আমি মুখে কাপড় দিয়ে হাসি। দাদারও কেমন স'যে গেছে—দেখ্‌ছিস তো? বাবার কড়া হুকুম, তোর সঙ্গে না দেখা হয়, কিন্তু এই শ্রীমন্দিরে নিত্য মিলনের কোন অভাব হ'য়েছে কি?

মনো। তুমি যেখানে দূতী, সেখানে মিলনের অভাব হবে কেন?

শরৎ। তুই আর ও কথা বলিস নি, দূতীয়ালিতে তুই-ই কি কম? নিজের দূতীগিরি নিজে ক'রেছ।

মনো। কি রকম?

শরৎ। দাদা তার বন্ধুর জন্য বর্দ্ধমানে মেয়ে দেখ্‌তে গেলেন—আর সেখানে (মনোরমার চোখের নীচে হাত দিয়া) এই দুটী চোখ—

দূতী হওলো নয়ন দুটী—
ভ্রূভঙ্গে কত না কথা,
অপাঙ্গে অপাঙ্গে হওলো মিলন
ঘুচিল দুঁহু কো মনেরই ব্যথা!

বর্দ্ধমানের মাটির গুণ যাবে কোথায়? "ছয়দিনে উত্তরিল ছ' মাসের পথ।"

মনো। সেই তো আমার ভয়। এ সুখ কি আমার কপালে সইবে! সকল আনন্দের মধ্যে এই ভাব্‌নাই মাঝে মাঝে মাথা উঁচু ক'রে ওঠে।

শরৎ। সইবে না—কেন না—কার ধার ক'রে খেয়েছিস?

মনো। তুমি কি না জানো এ বাড়ীতে এসে তোমার মত যে আপনার

জন পেয়েছি, এও কি আমার কম ভাগ্য! আমার হ'য়েছে কি জানিস ভাই, ছিলুম জনমদুখিনী—বনবাসী—তোমার দাদার দয়ায় একেবারে এসে ব'সেছি যেন সাজান রাজপাটে! মা বলেন, মানুষের অদৃষ্ট বড় অবিশ্বাসী, তাই ভয় হয়।

নেপথ্য হইতে অরবিন্দ। শরৎ কোথায় রে? ও শরি—শরি—

শরৎশশী তাড়াতাড়ি মনোরমাকে খাটের পশ্চাতে রাখিয়া আড়াল করিল

অরবিন্দের প্রবেশ

সারাদিন তোর যে দেখাই পাই নি?

শরৎ। এই যে দাদা, একটু ভাল ক'রে চোখ চাইলেই দেখ্‌তে পাও।

অর। তুই এখানে একলাটি কি ক'চ্চিস রে?

শরৎ। হোসেন খাঁর ম্যাজিক শিখেছি দাদা! এই একলা আছি, এখনই দোকলা হ'তে পারি—দেখ্‌বে? (শরৎশশী সরিয়া দাঁড়াইতেই মনোরমাকে দেখা গেল) দাদা, পোড়ারমুখী আমার কাছে সাজ্‌তে চায় না—বলে কি জানো? আমি এসে তোমার দাদা ফেল হ'য়েছে, আমার আর লজ্জাগজ্জা কি! কেঁদে চোখ ফুলিয়ে অস্থির! ও মা, ভুলে গেছি, বাবার জলখাবার সাজান হয় নি, তাঁর কাছারী থেকে আসবার সময় হ'য়েছে।

এই বলিয়া শরৎশশী মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া পলাইল

অর। (হাসিতে হাসিতে মনোরমার নিকটবর্ত্তী হইয়া) ছিঃ কাঁদো কেন মনু? ফেল কি কেউ হয় না? এবার না হ'লো, আস্‌চে বারে ভালো ক'রে চেষ্টা ক'র্‌বো, তা হলে পাশ আর আট্‌কাবে না।

মনো। (ভগ্নস্বরে) আমার জন্যেই তো এই হ'লো!

অর। ওঃ তাই নাকি—তোমার জন্যে ?

মনো। (ঘাড় নাড়িয়া জানাইল) হ্যাঁ।

অর। (বিস্ময়ের ভাণে) বটে, তা তো জানতুম না! তা তুমিই কি তাহ'লে এবারকার ওই ছাই ছাই কোশ্চেনগুলো সেট ক'রেছিলে না কি ? না, পেপার এক্‌জামিন কর্‌বার সময় আমার মাথা খেয়ে অমন বিষম ভুল ক'রে ফেলেছ ? নয় আমার স্কন্ধে দুষ্টা সরস্বতীরূপে ভর ক'রে আমায় দিয়ে ভুল অ্যান্‌সার করিয়েছ ? কি ক'রেছ, সেইটেই ভেঙ্গে বল' দেখি ?

মনো। (কান্নার মধ্যে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া, স্বামীর বুকের মধ্যে সেই হাসিমাখা লজ্জিত মুখ লুকাইয়া ফেলিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল) যাও, তা কেন ?—আমি যে অপয়া! যদি তুমি আমায় বিয়ে না ক'র্‌তে—

অর। তাহ'লে আমার এই লক্ষ্মী ময়না পাখীটী আর কোন' ভাগ্যবানের হাতে প'ড়তো, আর তারও যদি এক্‌জামিন দেবার বছর হ'তো, সেও আমার মত ফেল ক'রে ম'র্‌তো।

মনো। (সলজ্জে) ছিঃ ছিঃ! কি যে তুমি যা তা সব কথা বলো!

অর। তুমি বলালে ব'লেই তো আমি বল্লুম। ময়না, তুমি যদি অপয়া, এ সংসার সুপয়া যে কে, তা জানি না! বার বার আমি ফেল ক'র্‌তে রাজী আছি, তবুও এই ময়না পাখীটিকে অপয়া ব'ল্‌তে রাজী নই! কিম্বা তুমি যে আর কারো হ'তে—এ চিন্তা পর্য্যন্ত ক'র্‌তে রাজী নই। কিন্তু আমার সঙ্গে বিয়ে না হ'লে তো আর সত্যিই আইবুড়ো থাক্‌তে না—এদ্দিন আর কোন ভাগ্যবানের গলার মালা দিয়ে—

মনো। (অরবিন্দের হাত হইতে মুখখানি ছিনাইয়া লইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে) তা আবার হয় না কি, তোমার যা বিচ্ছে—

অর। এই জন্তেই তো আমায় ফেল ক'রে দিয়েছে। বিয়ে থাক্‌লে কেউ কি কখনো ফেল হয়।

মনো। বিয়ে বুঝি মুখের কথা! এতগুলো পাশ ক'রেছ, আর এ জানো না, যা বারো বছরের বাঙ্গালীর মেয়ে জানে!

অর। কি জানে?

মনো। এ যে জন্ম-জন্মের বাঁধন, এর অদল নেই, বদল নেই, যে যার স্বামী-স্ত্রী।

নেপথ্যে শরৎশশী। চক্রবাক্-বধূ, সন্ধ্যা সমাগত—

অরবিন্দ ও মনোরমা উভয়ে তন্ময় হইয়াছিল, চট্‌কা ভাঙ্গিয়া মুখ তুলিল

উষার প্রবেশ

উষা। দাদা, তুমি এখানে লুকিয়ে ব'সে আছ, আর বাবা যে কাছারি থেকে এসে তোমায় খুঁজ্‌ছেন!

অর। কেন রে উষি?

উষা। কে জানে! ফেল ক'রেছ—রেগে কাঁই! মার সঙ্গে কথা হ'চ্চে। বলেন, আজই তোমায় শেষ রাত্রে কোল্‌কাতায় যেতে হবে।

অর। বটে বটে, চল্ দেখি।

অরবিন্দের প্রস্থান

উষা। (স্বগত) এ ভাবেন না যে, অপয়া বউ ঘরে এনেছেন!

উষার প্রস্থান

মনো। (বিষণ্নমুখে খাটের উপর বসিয়া যেদিকে অরবিন্দ গিয়াছেন, সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন, বলিলেন) তুমিই আমার ভরসা!

দ্বিতীয় দৃশ্য

বর্দ্ধমান

দীননাথ মিত্রের বাটীর অন্তঃপুর—কাল—অপরাহ্ণ

ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল দুর্গাসুন্দরী এবং তাঁহার সঙ্গে নিতাইয়ের স্ত্রী নির্ম্মলা

দুর্গাসুন্দরী। আর মা, আমায় দিনরাত এমন জ্বালাতন ক'রে মারিস নে, এই দাওয়াটায় একটা বালিস দে, এইখানে একটু ঠেস দিয়ে বসি।

নির্ম্মলা। তাই ব'সো না মা—বাইরেই ব'সো, আমি মাদুরটা পেতে দিই।

নির্ম্মলা ঘর হইতে মাদুর ও বালিশ আনিয়া পাতিয়া দিল। দুর্গাসুন্দরী তাহাতে বসিলেন, নির্ম্মলা পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল

দুর্গা। নির্ম্মলা, পূজোর আর কত দেরী রে?

নির্ম্মল। এই তো সবে আশ্বিন প'ড়্‌লো, এবার পূজো দু'মেসে। আশ্বিনের সংক্রান্তিতে সপ্তমী।

দুর্গা। (একটী গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া) যে রোগে ধ'রেছে, এবার পূজো দেখা আর আমার কপালে নেই!

নির্ম্মলা। না, কপালে নেই! কবরেজ ব'লছে—"জীর্ণজ্বর, ভয় নেই, সেরে যাবে"—আর তোমার যত ভাবনা!

দুর্গা। ভাবনা নয় রে, এ বয়সে কি মরার জন্য ভাবনা করি, ভাবনা যে কি, তা তুই বুঝ লি নি!

নির্ম্মলা। বুঝ্‌বো না কেন খুড়ীমা, বছর পরে মা দুর্গা আস্‌ছেন তার বাপের বাড়ীতে, আর বছর ঘুর্‌তে যায়, আমাদের মনু শ্বশুরঘর ক'র্‌তে গেল, আর তারা পাঠালে না; তোমার ভাবনা যে ঐখানে—মার প্রাণ—কাঁদ্‌বে না!

দুর্গা। (আঁচল দিয়া চোখ মুছিলেন)

নির্ম্মলা। তা ব'লে খুড়ীমা, মনুর জন্যে তোমার চোখের জল ফেলা ভাল দেখায় না। শুন্‌তে পাই, সেখানে সে রাজরাণীর মত আছে, বড়লোক শ্বশুর, সোয়ামীর আদরে আদরিণী, যদি নাই-ই পাঠায়, সেইখানে বাছা সুখে থাক্‌, তারপর পাঠাবে না পাঠাবে না—ক'দ্দিন পাঠাবে না—একটু বড় সড় হোক্‌, নিজের ঘরসংসার বুঝে নিগ, একেবারে ছেলে কোলে ক'রে এসে তোমাকে গড় ক'র্‌বে।

দুর্গা। হুঁ—সবই বুঝি, মেয়ে আমার হয়তো সুখেই আছে, কিন্তু কুটুমের সুখ হ'লো না, অসমান ঘরে বিয়ে, তুই আর জানিস নে—নিতাই-ই এই সম্বন্ধ আনে—জামাই তো নয়—যেন ইন্দ্রচন্দ্র! সবই ভাল—

নির্ম্মলা। তবে আর কি, যাকে নিয়ে দরকার সে তো ভালো, ও কুটুম-টুটুম—ক'দিন আর বাঁচ্‌বে, তুমি দিন-রাত আর ভেবো না।

দুর্গা। এঁদের বলি—আর একবার যাও, কেঁদে-কেটে বেযাই মিন্সের হাতে-পায়ে ধরো; আমি বাছা সত্যি ব'ল্‌চি, এ রোগ থেকে আর উঠ্‌বো না, একবার মার মুখখানি দেখে ম'রতে পারি, তাই এই—আঁকুপাঁকু করা—মেয়ের মা হ'য়েছিস্‌, দাঁড়া, মেয়ে বড় হোক, তার পর বুঝ্‌বি—মেয়ে যতদিন শ্বশুরঘরে গিন্নী না হয়, ততদিন মার কি জ্বালা! তা যাক মা, যা কপালে আছে হবে, তুই একটী গান শোনা মা! টহলদারেরা আগমনীর গান গাচ্ছিল সকালে—বড়

মিষ্টি লাগ্‌লো। তুই একটা আগমনীর গান গা। তুই আর নিতাই, তোরা দু'জন না থাক্‌লে, এতদিন যে আমার কি গতি হতো তা ভগবানই জানেন!

নির্ম্মলা। খুড়োমশায়ের আস্‌বার সময় হ'য়েছে, গান গাবো, তিনি যদি এসে পড়েন!

দুর্গা। এলেনই বা! আজকালকার আইনে তাতে আর দোষ নেই! শুনেছি ক'নে দেখ্‌তে গিয়ে ক'নেকে যাচিয়ে নেয়—গাইতে জানে কি না—নাচ্‌তে জানে কি না! হ্যাঁরে—মজ্জিনা কিরে?

নির্ম্মলা। কেন খুড়ীমা, মজ্জিনা নিয়ে তোমার কি হবে?

দুর্গা। না না, তোর খুড়োর কাছে শুনলুম কি না, সেদিন ও পাড়ায় রায়েদের বাড়ী মেয়ে দেখ্‌তে এসে ক'নেকে তার হবু শ্বশুর জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—'তুমি মজ্জিনা নাচ্‌তে জানো?'

নির্ম্মলা। ওঃ—মর্জ্জিনা? থিয়াটারের বইএতে আছে, ও একটা বাঁদী, খুব ভাল নাচ্‌তে জানে, কোল্‌কাতার থিয়েটারে হয়।

দুর্গা। বলিস্‌ কিরে! আঃ ছিঃ ছিঃ, গেরস্থর মেয়ে—গেরস্থর বউ হবে, সে নাচ্‌বে বাঁদীর নাচ! কালে কালে হ'লো কি রে?

নির্ম্মলা। ঐ এখন হ'য়েছে, মা!

দুর্গা। যাক্‌—চুলোয় যাক্‌—তুই এখন একটী গান গা আগমনীর—

নির্ম্মলা। গীত

ওই শুন গিরি, গরজে কেশরী হরষে—
আমার উমা আসে—আমার উমা আসে!
সারা বরষ ধরি, আঁধার গিরিপুরী,
আজি আসিছে গৌরী, দিক্‌ আলো করি,
পদ্মগন্ধ ছোটে আকাশে বাতাসে।

(আমার উমা আসে—আমার উমা আসে !)
আসে লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্ত্তিক-গণপতি,
(শুন) আনন্দ কল-গীতি অমৃত বরষে !
(আমার উমা আসে—আমার উমা আসে !)

দুর্গা। (গীতান্তে উচ্ছ্বাসিত করুণকণ্ঠে) আমার উমা কবে আস্‌বে, মা !

নেপথ্যে দীননাথ মিত্র। না নিতাই, তোমায় আস্‌তেই হবে, তোমার খুড়ীকে একবার বুঝিয়ে বলো, তিনি তো আমার কথা কানেই তোলেন না !

দীননাথ মিত্র ও নিতাইএর প্রবেশ

নির্ম্মলা ঘোমটা টানিয়া একখানি আসন আনিয়া দিল

দীন। (উপবেশন করিয়া) হ্যাঁগা, এমন মিষ্টি গান গাচ্ছিল কে ? আমাদের বাড়ীতে কি ?

দুর্গা। হ্যাঁ, আমাদের নিতাইএর বউ নির্ম্মল। কি মিষ্টি গায় !

দীন। বাঃ বউমা আমার এমন গুণবতী! বাঃ চমৎকার !—সদর থেকে শুন্‌ছিলুম।

নিতাই। (স্বগত) বা রে বর্ণচোরা আম ! আমার ইনি যে এমন গাইতে পারেন, এ ক'বছরে তো তার পরিচয় পাই নি—আমি হ'লুম— চিনির বলদ !

নির্ম্মলা ঘরের ভিতর চলিয়া গেল

দীন। এই নাও, তুমি তো আমার কথা কানে তোলো না—এই নিতাইকে ধ'রে নিয়ে এলুম, ওরও মত, এখন মাকে আমার আন্‌বার কথা ব'লে কাজ নেই ; শুধু তাদের পাওনা টাকাটা আর

গয়নাটা দিয়ে আসি, এর পর যখন তাদের ইচ্ছা হবে—পাঠাক্। বেশী টানাটানিতে যদি ছিঁড়ে যায়।

দুর্গা। কিরে নিতাই, তোরও কি ঐ মত?

নিতাই। তা খুড়ীমা, খুড়োমশায় যখন ব'ল্‌ছেন—

দীন। খুড়োমশাই ব'ল্‌ছে কি রে, তুইও আমায় সারা রাস্তাটা ঐ কথাই ব'ল্‌ছিলি!

নিতাই। হ্যাঁ তা—তো ব'ল্‌ছিলুম, না ব'লে কি করি বলুন? এই বিয়েতে আমারও দায়িত্ব তো বড় কম নয়! আমিই তো ঘটক, অরবিন্দ দেবতা—এক সঙ্গে প'ড়েছি, অনেকদিন থেকে জানি, সেই জন্যেই তো জোর ক'রে তাকে এখানে এনে পলিসি ক'রে বিয়ে তো দিলাম, কিন্তু তার বাপ—সে একেবারে সাপ্!—চামারেরও অধম। চামার মরা গরুর ছাল ছাড়ায়, এ জ্যান্তো গরুর চামড়া খুলে নেয়। তাই ভয় হয়। বুড়োকে মর্‌তে দাও না—তার পর ঐ অরবিন্দই মনোরমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তে পথ পাবে না!

দুর্গা। কিন্তু বাবা নিতাই, আমি তো তত দিন বাঁচ্‌বো না!

নিতাই। ঠিকুজি-কোষ্ঠী দেখান হ'যে গেছে বুঝি? কোন্ ব্যাটা এসে তোমায় ব'লেছে? আগে নাতিপুতির মুখ দ্যাখো—ভুজনো খাও।

দুর্গা। না বাবা, এবার আমি অবুঝ হ'য়েছি, এবার আমি কারো কথা শুন্‌বো না। (দীননাথের প্রতি) তুমি আমার মরণকালের এই উপরোধটা রাখো, কাল একটীবার যাও, এই শেষ চেষ্টা। এবার যদি না পাঠায়, আমি আর কোন কথা ব'ল্‌বো না—দিব্যি ক'চ্চি।

দীন। কি ঝকমারী ক'রেই বড় ঘরে মেয়ে দিয়েছিলুম, ভদ্রাসন বাঁধা দিয়ে, গয়নাগাটি, দু'হাজার টাকা নগদ সবই দিলাম—তবু

সেই বিবাহরাত্রে সভার মাঝে কি অপমান।—নিতাই তো সব জানিস ?

নিতাই। জানি নে, আমি ঘটক, পাছে টের পেয়ে বুড়ো আমায় ঘা-কতক দেয়, আমি তখন বেমালুম বরযাত্রী ব'নে গিয়েছি। তবে জানতুম, যতই টেণ্ডাই-মেণ্ডাই করো, এ মামলায় জজসাহেব আমাদের দিকে। তুমি যতই বড়ই ভাগলপুরের উকীল হও, মকদ্দমা ফাঁসাতে পারবে না, ডিক্রিজারী ক'রে নিয়ে যাবো আমি !

দুর্গা। হ্যাঁ গা, যে গয়না বাকী ছিল—গড়ান হ'য়েছে ? টাকাও জোগাড় করেছ ?

দীন। হ্যাঁ, শেষ সম্বল কালনার বাড়ীখানি বিক্রী ক'রে সবই ক'রেছি। শুধু কি টাকা গয়না, সেবারে শোনালে, ফাষ্ট ক্লাস রিজার্ভ না হ'লে মৃত্যুঞ্জয় বোসের পুত্রবধূ যেতে পারে না !

নিতাই। ও বাবা ! এ দেখ্ছি—একেবারে টিপু সুলতানের বংশ-মর্য্যাদা নিয়ে ব'সে আছে।

দীন। হ্যাঁ, গ্রহের কথা কেন বলিস্ ! সবই জোগাড় ক'রেছি—তবে আমার এখনো ইতস্তত—এবারে শুধু টাকা গয়না দিয়ে এলেই ভাল হয়। আনার কথাটা—

দুর্গা। তাকে তো পেটে ধরো নি, মার প্রাণ কি ক'রে বুঝ্বে ? সেখানে সে কেমন ক'রে আছে, আমি দিব্যচক্ষে দেখ্তে পাচ্ছি, বাড়ীশুদ্ধ তার শত্রু, কেউ তার দিকে সুদৃষ্টিতে চায না, সময়ে বাছার খাওয়া হয় না, সে আগুনের পুরীতে আমার সোনার কমল গুম্রে গুম্রে দেহপাত ক'চ্চে ! বেশ—তোমরা যা ভালো বোঝো করো, আমি আর কোন কথা কব না। নির্ম্মল, আছিস মা—

নেপথ্যে নির্ম্মল। হ্যাঁ মা—

নির্ম্মলা বাহিরে আসিল, দুর্গাসুন্দরী উঠিয়া

চল্, আমায় ঘরে শুইয়ে দিবি। (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) নিতাই, যাস্ নে বাছা, একটু জল খেয়ে যাবি। নির্ম্মল, ঘরে কি আছে ছাখ্—নিতাইকে নিয়ে গিয়ে একটু জল খাওয়া! (স্বামীর প্রতি) নাও, তুমিও হাতে-মুখে জল দাও, ঠাণ্ডা হও।

নির্ম্মলা দুর্গাসুন্দরীর ঘরের মধ্যে গেলেন

দীন। ঠাণ্ডা হবো চিতেয় শুয়ে।

দীননাথের প্রস্থান

নিতাই। একটা মেয়ে তো হ'য়েছে, বড় হ'লে বে দিতেই হবে। বাংলা দেশে মেয়ের বাপের অবস্থা তো দেখ্‌ছি। আমারও জন্যে চিতে সাজাতে না হয়।

নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ

নির্ম্মলা। তা বাড়ীর ভেতরে এসো, খুড়ীমা বল্লেন, একটু জল খেয়ে যেতে হবে, না হ'লে তিনি অনর্থক ক'র্‌বেন।

নিতাই। তা হ্যাঁগা, তোমার পেটে পেটে এত গুণ! চার বছর বিয়ে হ'য়েছে, একদিনও ভাঙ্গতে নেই? বাড়ী ঢুক্‌তে প্রথমেই যখন সুর কানে গেল, আমি মনে ক'র্‌লুম—

নির্ম্মলা। (হাসিয়া) কি মনে ক'র্‌লে?

নিতাই। হঠাৎ আমার দীনুখুড়োর ভাঙ্গা বাড়ীতে এমন মিষ্টি গায় কে? তারপর বাড়ী ঢুকে দেখি—আর কেউ নয়—আমারই সেই তিনি! তা হ্যাঁগা—আর একটীবার হয় না? এ যে চিনির পানা এক ঢোক না খেতে খেতে মুখ হ'তে গেলাস সরিয়ে নিলে! আর একটীবার হয় না?

নির্ম্মলা। সে পরে দেখা যাবে, এখন এসো, মিষ্টিমুখ করো, জলের গেলাস মুখে ধরি।

নিতাই। আহা—তাই বলো—সেই ভরসা দিলেই যে বাঁচি।

উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ভাগলপুর

মৃত্যুঞ্জয় বসুর বৈঠকখানা

মৃত্যুঞ্জয়, মক্কেল ও মল্লিক

মৃত্যুঞ্জয়। (মক্কেলের প্রতি) তুমি কি মনে করো, তোমার এক কেস নিয়ে আমি দিন-রাত তোমার সঙ্গে বকর্ বকর্ ক'র্‌বো? হাজার টাকায় তো ফুরিয়ে দিয়েছ। মোটে পাঁচশো পেয়েছি—বাকী টাকাটা কই?

মক্কেল। আজ্ঞে—মামলাটা শেষ হ'লেই—

মৃত্যু। বটে! তাহ'লে জেনো, আরও পাঁচশো বেশী দিতে হবে—দেড় হাজার চাই।

মক্কেল। আজ্ঞে গরীব, মারা যাব।

মৃত্যু। তাহ'লে আমার কাছে এসেছ কেন? খুদেপুঁটে উকীলের তো আর অভাব নেই, গাছতলায় গাছতলায় ব'সে আছে। মাম্‌লা জিততে গেলে পয়সা খরচ ক'র্‌তে হয়, কচি খোকাটী নও, এটা তো বুঝতে পারো?

মক্কেল। আজ্ঞে, স্ত্রীর গহনা বন্ধক রেখে কাল আর একশো টাকা এনে দেব।

মৃত্যু। ব'কো না, ব'কো না, জাল প্রুফ করাতে না পার্‌লে উল্টে তোমায় শ্রীঘর ঠেল্‌বে। মামলা জিততে চাও, কাল নগদ চারশো টাকা আন্‌বে, যাও আর বাজে বকিও না, না হয় একশো টাকা বাকী থাক্‌বে।

(মল্লিকের প্রতি) মল্লিকমশায়ের কি খবর ?

ইতস্তত করিয়া নমস্কারপূর্ব্বক মঙ্গলের প্রস্থান

মল্লিক। আজ্ঞে, একবার দেখা ক'রতে ব'লেছিলেন।

মৃত্যু। হ্যাঁ, মাসে মাসে সুদটা দিয়ে যাচ্ছিলেন, ক'মাস তা আবার বন্ধ ক'রে দিয়েছেন ; তাই একবার দেখা ক'রতে ব'লেছিলুম।

মল্লিক। আপনার ঋণ জীবনে শোধ হবার নয়। আপনার সাহায্য না পেলে কারবারখানা কস্মিন্‌কালে এমন ফলাও ক'রে তুল্‌তে পারতুম না। দু'চার হাজার ক'রে আপনার কাছে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা নিয়েছি, শতকরা দু'টাকা হারে বরাবর সুদও গুণে এসেছি। কিন্তু জানেন তো বছর দুই ধ'রে বাজার এমন মন্দা পড়েছে, লাভ হওয়া দূরে থাক্‌, ঘর থেকে এনে গুঁজতে হ'চ্চে। আপনার আর হাজার পাঁচেক পাওনা আছে। অনুগ্রহ ক'রে সুদটা সম্বন্ধে একটু বিবেচনা ক'র্‌তে হবে। অন্ততঃ শতকরা দেড় টাকা ক'রে—

মৃত্যু। কালের ধর্ম্ম মল্লিকমশায়—কালের ধর্ম্ম। নইলে আপনার মতন বুদ্ধিমান লোকের মুখে এমন কথা শুন্‌তে হ'লো! আপনাকে বিশ্বাস ক'রে—শুধু হাতে যখনই চেয়েছেন—হ্যাণ্ডনোটে টাকা দিয়েছি ; শতকরা তিনটাকা ক'রেই সুদ নেওয়া আমার উচিত ছিল। বিষয় বাঁধা দিয়ে কিছু টাকা নেন নি, আজ সুদ কমাবার আবদার ক'রলে চ'ল্‌বে কেন ?

মল্লিক। উপস্থিত বড্ড জড়িয়ে প'ড়েছি।

মৃত্যু। মনে ক'র্‌লে অনেকদিন আগেই সুদে-আসলে কড়াক্রান্তি চুকিয়ে দিতে পার্‌তেন। দেনাটা আগে শোধ ক'রে তারপর বিষয়-আসয় ক'র্‌লে কি ভাল হ'তো না ?—খবর তো সব রাখি।

মল্লিক। আজ্ঞে কি আর এমন বিষয় ক'রেছি, তাও আবার বাঁধা প'ড়েছে। একটু বিবেচনা না ক'র্‌লে—

মৃত্যু। মাপ ক'র্‌বেন, বিবেচনা টিবেচনা আমি আর ক'র্‌তে পার্‌বো না।

জনৈক বেহারী জমীদারের প্রবেশ

জমীদার। বন্দেগি উকীলসাব, বন্দেগি—

মৃত্যু। (খাতির করিয়া) আরে আইয়ে ঠাকুরসাব, আইয়ে—

জমীদার। (চেয়ারে বসিয়া) বাবুসাহেবকা মেহেরবাণীসে তো মামলা জিত হুয়া, ইজ্জৎ বজায় হুয়া। লেকেন ম্যয় শুনাথা, বাঁদীকো বাচ্ছা আপিল সুরু কিয়া।

মৃত্যু। কুচপরোয়া নেই—কর্‌নে দিজিয়ে—নেহি টিকেগা।

জমীদার। আপ্‌কা মেহেরবাণী—মেরা বহুৎ ইজ্জত আপ বাঁচায়া। লেকেন আখেরমে বেইজ্জতি না পাওয়ে—দেখিয়ে বাবুসাব—ম্যয় বেইজ্জৎ নেহি হোই—

মৃত্যু। আপ কহিয়ে তো হাম কলকাত্তাসে বড়া কৌন্স্‌লিকা বন্দোবস্ত—

জমীদার। আরে ছোঃ—আপ্‌সে বড়া কোন্ হ্যায—ম্যয তো বড়া কৌন্সলিকা বহুৎ সনা শুনা, লেকেন আপ্‌সে বড়া তো কোইকো মালুম নেই হুয়া। ও বাৎ ছোড় দেনা। পাঁচ হাজারসে তো মামলা জিতায় দিয়া—ফিন পাঁচ হাজার দেগা—লেকেন হামারা ইজ্জৎ রাখ্‌নে হোগা। আবি হাজার লীজিয়ে। ফিন জিত

হোনেসে আউর চার হাজার দেঙ্গে। লেকেন হামারা ইজ্জৎ বজায় রাখ্‌না।

মৃত্যু। ডরো ম্যৎ ঠাকুরসাব—ডরো ম্যৎ। মামলা যব হাতমে লেগা—তব তো জরুর জিতনে হোগা। আপকা ইজ্জৎ জরুর বাঁচানে হোগা।

জমীদার। আপহি মালিক হ্যায়, আপ মেরা ইজ্জৎ নেহি বাঁচানেসে কোন্ বাঁচায়েগা! বন্দেগি, ম্যয় চলে—লেকেন মেরা ইজ্জৎ নেহি যা না।

মৃত্যু। ঘাবড়াও ম্যৎ ঠাকুরসাব—ঘাবড়াও ম্যৎ। মজেমে ঘর সে যাকে নকুরাসে শ্বাস লেগে চারপায়া পর নিদ যা না।

জমীদার। বন্দেগি বাবুসাব—বন্দেগি! আপ মেরা ইজ্জৎ দেখিয়ে রূপেয়াকো আস্তে নেহি ঘাবড়ানা।

জমীদারের প্রস্থান

মৃত্যু। বেটা আহাম্মকের ধাড়ী—ইজ্জৎ ইজ্জৎ ক'রেই পাগল। ইজ্জৎ যেন ওদেরই একচেটে! আদ্দেকের উপর মামলা রুজু হয়—ঐ এক ইজ্জৎ নিয়ে। তা টাকা ঢাল্‌তে যখন রাজী, তখন টাকা নিয়ে ইজ্জৎ বাচাতে হবেই। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ওরে, তেল নিয়ে আয়। —সবই তো হ'চ্চে—কিন্তু ছেলেটা হ'য়েছে একটা বাঁদর, নইলে জেদ ক'রে একটা হাবাতের ঘরের মেয়েকে বে করে! এমন দাঁওটা এসে ফসকে যায়! আর মোক্ষদাকেও বলি—আর একটা বছর আগে আস্‌তে পার্‌লি নি? ওঃ আপশোষে আমার হাত কামড়াতে ইচ্ছে ক'চ্চে!

রতন বাঁড়ুজ্যের প্রবেশ

কি ব'ল্‌বো বাঁড়ুজ্যে, এত বড় হার—মৃত্যুঞ্জয় বোসের জীবনে কখনো হয় নি।

রতন। কোন্ কেসের কথা ব'ল্‌ছেন? এ কি ছতরপুরের ঠাকুর

সাহেবদের মামলা—সেই পার্টিশন স্থুট? ও সাবজজটার মাথায় যেমন গোবরপোরা, আপনার হার—ও বালুকামে ঠিক হ'যে যাবে, আপিলে টেঁক্‌বে না।

মৃত্যু। আরে না হে না, এ আদালতের মামলা নয, এ মামলা আমারই বাড়ীতে।

রতন। (বিস্মিত হইয়া) আপনারই বাড়ীতে!

মৃত্যু। হাঁ ক'র্‌লে যে? দেখছ কি? যে দিনকাল প'ড়েছে, এখন প্রত্যেক বাড়ীতে হবে—বাপে-ছেলের আসামী ফরিয়াদী।

রতন। তা ঠিক ব'লেছেন—ঠিক ব'লেছেন! তা অরবিন্দ বাবাজী তো আমার তেমন নয়, দিব্যি ছেলে—খাসা ছেলে—

মৃত্যু। তাই তো ছিল হে! কাল ক'র্‌লে ঐ বর্দ্ধমানের দীনু মিত্তির মেযে। কলেজে প'ড়তে প'ড়তে যেদিন বাবাজীর লেখা কবিতা মাসিকপত্রে দেখলুম, সেইদিনই জানি, গুয়োর ব্যাটাকে রোগে ধ'র্‌তে সুরু ক'রেছে। তুমি তো জানো, কি রকম জেদ ক'রে বিযে ক'র্‌লে আমার অমতে?

রতন। তা আর জানি নে!—এখনো বর্দ্ধমানের খাজা, মিহিদানা, সীতে-ভোগের তার ভুলি নেই, না বল্লে যে নেমকহারামী করা হয মশায়! —ব্যাপারটা হ'লো কি?

মৃত্যু। আর দেখ দেখি ভাই, কি বিল্লাট! এই এক ছোটলোকের ঘরে ছেলের বিয়ে দিয়ে আমায় কত টাকা খোযাতে হ'লো জানো? মোক্ষদা মিত্তির পাঞ্জাবের বড় উকীল—বাল্যবন্ধু; অরবিন্দ জন্মাবার আট নয বৎসর পরে তার এক মেয়ে হয়, সেই সময সে আমায বলে—বেশ হ'য়েছে, মেয়ে বড় হ'লে আমার ছেলের সঙ্গে বে দেবে। আমিও তাতে সম্মত হই।

রতন। বটে! এ হে হে—তা'হ'লে—

মৃত্যু। এখন সেই মোক্ষদা সম্প্রতি কোল্‌কাতায় ভবানীপুরে এসেছে! এসেই সংবাদ দিয়েছে,"আমার মেয়ে বয়স্থা হ'য়েছে—একটা ব্যবস্থা করো আমি মেয়ের বে দেবার জন্যই এখানে এসেছি। আমি জামাইকে পঁচিশ হাজার টাকা নগদ আর মেয়েকে দশ হাজার টাকা গহনা তা ছাড়া আর যা কিছু!"

রতন। এ হে হে—বলেন কি? এ যে এক রাজ্যি আর এক রাজ-কন্যে! হায় হায় মোক্ষদা মিত্তির! এক বছর আগে আর আস্‌তে পারিস নি?—এখন উপায়?

মৃত্যু। আর উপায়, কোত্থেকে এক অপয়া মেয়ে নিয়ে এলুম, ছেলেটা ফি বছর পাশ করে, এবার ফেল ক'র্‌লে। তুমি কি মনে করো, ও কখ্‌খনো আর পাশ ক'র্‌তে পার্‌বে?

দীননাথ মিত্রের প্রবেশ

দীননাথ। এই যে বেয়াইম'শায়, নমস্কার।

মৃত্যুঞ্জয় তামাক টানিতে একবার বক্রদৃষ্টিতে দেখিলেন, কিছু বলিলেন না।

রতন। এই যে বেয়াইমশায়, আস্‌তে আজ্ঞা হয়! বাড়ীর সব কুশল?

দীন। আর কুশলই বা কি ক'রে বলি, এদের অসুখ নিয়ে বড়ই বিব্রত হ'য়ে আছি।

মৃত্যু। কোন খপরাখবর নেই, হঠাৎ যে এসে প'ড়্‌লে?—ব্যাপারটা কি?

দীন। আমি এই টাকাটা দিতে এসেছিলুম, আর অমনি একটা বারের জন্যে—

রতন। টাকা এনেছেন? হাঃ হাঃ—টাকা তো দিতেই হবে, ও এমন জিনিস নয়! বোসজামশায়ের পাওনা টাকা, ও গড় গড় ক'রে চ'লে আস্‌বে।

মৃত্যু। টাকা তো ইনসিওর ক'রেই পাঠাতে পার্‌তে, অনর্থক আবার এতদূর আসা কেন?

দীন। আজ্ঞে, আপনার বেয়ানঠাকুরুণের জীবনের আশা বড়ই কম, ডাক্তার কবরেজে একরকম জবাবই দিয়েছে। তাঁর বড় সাধ, একটীবার মেয়েটার মুখটি দেখে যান। যদি অনুগ্রহ ক'রে একটী সপ্তাহের জন্যেও একবারটী পাঠিয়ে দেন, তাহ'লে তাঁর শেষ মুহূর্ত্তটা হয় তো এতটুকু সুখের হয়।

রতন। তা সত্যি, ব্যামো হ'লে ইচ্ছে হয় বই কি! হবে না—হাজার হোক মেয়ে তো?

মৃত্যু। (অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া) তা এ একটা বড় মন্দ চাল চালো নি বেয়াই। তা মতলবটা ক'রেছিলে অবশ্য ভালই! তবে কি না—কি জানো, এ সব চাল একদম পুরোনো হ'য়ে গেছে। এতে আর এই জোচ্চোর-ঘেঁটে চুলপাকানো মৃত্যুন বোসের চোখে ধূলো দেওয়া যায় না। দেখ, ও সব ফন্দী এখানে খাটবে না।

রতন। তা কি খাটে! কত জোচ্চোর ঢিট্ হ'য়ে গেল—মৃত্যুন বোসের সয়াল জবাবে। মিথ্যে সাক্ষী—বোসজামশায় আমাদের ডুবুরী—পেটের ভেতর কোন্ নাড়ীতে কি আছে, টেনে বা'র করেন।

দীন। জোচ্চুরী করা কখনও তো অভ্যাস ছিল না—বোসজামশায়! জোচ্চুরী জীবনে কখনো করি নি, আর আজ—জোচ্চুরী ক'রে ব'ল্‌তে আসি নি যে, আমার স্ত্রীর অসুখ—আর সে মৃত্যুশয্যায় তার মেয়েকে একবার দেখ্‌তে চায়!

মৃত্যু। নাঃ যুধিষ্ঠির আর কি! আর আমি যে দেখ্‌তে পাচ্চি, জোচ্চুরী বিদ্যে তোমার একা তো নয়, এ তোমার বনেদি শিক্ষা! এই যে ছলে-কলে ছেলেটাকে—প্রতিবেশী বন্ধু লাগিয়ে একটা ধেড়ে ধিঙ্গী মেয়ে দেখিয়ে, নিজেদের খপ্পরে ফেলে হাত ক'র্‌লে—এটা কি জোচ্চোর বাটপাড়ের চেয়ে কোন অংশে কম? এই যে সিকি-পয়সার গয়নার দাম আদায় হ'য়ে আস্‌তে পুরো একটী বচ্ছর কাল কেটে যায়, এটাই বা কোন্ দেশী সাধুতা? তার পর দূর্ দূর্ ক'রে বিদায় ক'রে দিলেও ফের এই যে ঘুরে ফিরে জ্যান্ত মানুষকে মরিয়ে দিয়ে, মেয়ে নিতে এসেছ, এর চেয়ে হারাজাদ্‌কি আর কিছু সংসারে আছে কি? তুমি জোচ্চোর নও?—তোমার চোদ্দ পুরুষ জোচ্চোর।

দীননাথ আরক্তিম মুখে তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন

রতন। (স্বগত) এ হে হে—এ যে হাতড়ীর ঘা চড়াবে, তা তো বুঝ্‌তে পারি নি। তাহ'লে আগে থেকেই স'রে পড়া উচিত ছিল। কি করি—চ'লে যাওয়াও ভাল দেখায় না, আর ব'সে থেকে এ তো আর শোনাও যায় না, কোথা গিয়ে দাঁড়াবে—কে জানে। (প্রকাশ্যে) তাহ'লে বোসজামশায় এখন আসি, আমার একটু কাজ আছে, আপনাদের দু' বেয়াইয়ে আলাপ হোক।

রতন বাড়ুজ্যের প্রস্থান

দীন। (ফিরিয়া) আমি আপনার ঘরে মেয়ে দিয়ে যে মহাপাতক ক'রেছি, তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আমায় আপনি ছোটলোক, জোচ্চোর, বাটপাড়—সবই ব'ল্‌তে পারেন। আমি জোচ্চোর—একশো বার আমি জোচ্চোর—আমায় য হচ্ছে বলুন, কেন না আমি দরিদ্র, আমি মেয়ের বে'তে টাকার হরিলুট ক'র্‌তে পারি নি, তার উপরে আমি মূর্খ—মেয়ে সুখে থাক্‌বে ব'লে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, অসমান

ঘরে—বড়লোকের ঘরে—মেয়ের বে দিয়েছিলুম! আমায় আপনি যা ইচ্ছে বলুন, কিন্তু দোহাই আপনার, আমার পিতৃপুরুষের নাম নিয়ে কোন কথা ব'ল্‌বেন না—আমি গরীব, কিন্তু তাঁরা মহাপুরুষ ছিলেন।

মৃত্যু। তাই না কি? মহাপুরুষের ঔরসে মহাপাতকীর-বিশ্বাসঘাতক—জোচ্চোর—বজ্জাতের জন্ম হয়—এটা বড় আশ্চর্য্যের কথা, এতে যে তোমার জন্মের প্রতি অবিশ্বাস হয়।

দীন। মুখ সাম্‌লে কথা কইবেন।

মৃত্যু। (বক্র হাসি হাসিয়া) বড্ড রেগেছ দেখ্‌ছি, মাথার ঠিক নেই। আপনি যাবে—না—দরোযান ডাকতে হবে?

দীন। (সংযত হইয়া) আজ্ঞে না, ততদূর ক'র্‌তে হবে না, আমি আপ্‌নিই যাচ্চি। মনুর গর্ভধারিণী পথ চেয়ে আছেন, তাঁকে তা হ'লে ব'ল্‌বো, তাঁর কন্যা এইখানেই তাঁর শেষ কাজ ক'র্‌বে!

মৃত্যু। বলো কি তুমি? তোমার মেয়ের এই বাড়ীতে আর এক তিলার্দ্ধও স্থান আছে? গাড়ী ডেকে আনো—না হয়, প্রবৃত্তি হয, হাঁটিয়েও তাকে নিয়ে গেলে যেতে পারো। ও মেয়ে, এখন আর আমার কেউ নয—স্রেফ্‌ তোমার মেয়ে। ওরে, এই চতুরিয়া—

দীন। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এ কি মানুষ না চামার! এ তো কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই!—মেয়ের বাপ হ'যে—নিজের নির্ব্বুদ্ধিতায় মেয়ের আশ্রয় ঘোচালুম! (উন্মত্তবৎ ছুটিয়া আসিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের পা ধরিয়া) মেয়ের আমার অপরাধ কি? আমি পায়ে ধ'রে আপনার কাছে মাপ চাচ্ছি—মেয়ের উপর রাগ ক'র্‌বেন না। এ জন্মে সে আর তার বাপের বাড়ীর নাম পর্য্যন্ত কোন দিন শুনতে পাবে না—এই আমি জন্মের মত বিদায় নিয়ে চ'লে যাচ্চি—

মৃত্যু। যাচ্চ কোথায়? শোনো—মেয়ে নিয়ে গেলে ভাল ক'র্‌তে, নইলে পরে আপশোষ ক'র্‌তে হবে। বোসেদের ঘরে তার স্থান তুমিই ঘুচিয়ে দিয়েছ। না নিয়ে যাও, পরের ঘরে দাসীবৃত্তি ক'রে খেতে হবে। আমি এই মুহূর্ত্ত হ'তে ওকে ত্যাগ ক'রলুম। আর অরু যদি আমার ঔরসে জন্মগ্রহণ ক'রে থাকে—সেও তোমার মেয়ের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখ্‌বে না। জেনো আজ থেকে মৃত্যুন বোসের সঙ্গে তোমার মেয়ের কোন সম্বন্ধ নেই।

চতুরিয়ার প্রবেশ

(চতুরিয়ার প্রতি) এই শোন্‌···বাড়ীর ভেতর খবর দে, বউমার বাপ এসেছে, তার মার বড় ব্যারাম, এখনি যেতে হবে—তৈরী হ'তে বল্‌।

দীন। ভগবান!

চতুর্থ দৃশ্য

কলিকাতা—ইডেন হিন্দু হোষ্টেল

অরবিন্দের ঘর (Room) কাল –অপরাহ্ণ ৩টা

অরবিন্দ ও নিতাইএর প্রবেশ

অরবিন্দ। তুমি কি আজকাল ডেলি প্যাসেন্‌জারী করো না কি?

নিতাই। না, closing (ক্লোজিং) এর সময় কি না, আফিসে দেরী হ" মাসখানেক একটা 'মেসে' আছি। আজ শনিবার ৩টা ৪০ মিনিটের গাড়ীতে বাড়ী যাব, তাই একটু সকালে সকালে বেরিয়েছিলুম, পথে তোমার সঙ্গে দেখা।

অর। ফি সপ্তাহে বাড়ী যাও?

নিতাই। না, এক সপ্তাহ বাদ দিয়ে।

অর। শাশুড়ীঠাকরুণের কি বড়ই অসুখ?

নিতাই। হ্যাঁ, বর্দ্ধমানের ম্যালেরিয়া, ডাক্তারবাবুরা বলেন—'কালা জ্বর', কবিরাজেরা বলেন—'না সাদা জ্বর', আমরা দেখ্ছি—'কালে ধরা জ্বর'। এ যাত্রা রক্ষা পান ব'লে বোধ হয় না।

অর। হুঁ।

নিতাই। তোমার ব্যাপারটা কি বল দেখি? এই দুপুর রৌদ্রে বাজার ক'রতে বেরিয়েছ—এসেন্স, রুমাল, ফিতে, দু'চারখানা বইও দেখ্ছি যে—চল্তি নভেল না কি?

অর। না, এ সব কবিতার বই।

নিতাই। ব্যাপার কি হে? ক্লাসমেট নিতাইএর মত আবার কোন ঘটক পাকড়ালে না কি? আগে হ'য়েছিল বর্দ্ধমান, এবার কোথায় —অবন্তী না উজ্জয়িনী?

অর। দাঁড়াও নিতাই, তোমার সঙ্গে ব'কলে তো আর রক্ষে নাই, একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সো—এগুলো আগে ট্রাঙ্কে গুছিয়ে নিই। তুমি ব'কতে সুরু ক'রলে আজ তোমারও ট্রেণ ফেল—আমারও ট্রেণ ফেল।

নিতাই। আমার ট্রেণ ফেল হবে না—তোমার ট্রেণ ফেল? যাচ্ছ কোথা?

অর। এতক্ষণ ভাঙ্গি নি, আমরা যে আজ উভয়েই এক পথের যাত্রী। যাচ্ছি—বর্দ্ধমান।

নিতাই। বর্দ্ধমান! শাশুড়ীঠাকরুণকে দেখ্তে না কি? না না— তাহ'লে তো সঙ্গে যেতো কুইনাইনের ফাইল। কেন—খুলেই বল

না ছাই! দীনুকাকার তো ভাগলপুরে গিয়ে মনুকে আন্‌বার কথা ছিলো, তাহ'লে মনু কি বর্দ্ধমানে এসেছে?

অর। কাল মনুর একখানা চিঠি পাই, ভাগলপুর থেকে লেখা, তাতে বর্দ্ধমানে যাবার কথা ঘুণাক্ষরে ছিল না, আজ সকালে একখানা চিঠি পেলুম, বর্দ্ধমান থেকে আস্‌ছে—মনুর লেখা। লিখ্‌ছে—'মার বড় অসুখ, বাবার সঙ্গে তাই বর্দ্ধমানে এসেছি।'

নিতাই। Hip-Hip-Hurrah! শুধু এই দু'ছত্র লিখ্‌ছে, আর কিছু নয়, তার পরে—নিমন্ত্রণ? (সুরে) আছি পথ চেয়ে ব'সে—

অর। আরে চুপ চুপ।—আর তোর না বোন?

নিতাই। বোনই তো! ঘটকালির সময় বাধে নি, আর এই গানে বাধ্‌লো বুঝি! কি আনন্দ—কি আনন্দ! তাহ'লে আজ আমরা সত্যিই এক পথের যাত্রী! এসো ভাই এসো—দাদা এসো, জিনিস-পত্র তুমি একা গোছাতে পারবে না, দু'জনে একত্রে গুছিয়ে নিই এসো। ওঃ—আজ নিতাইএর প্রাণে কি আনন্দ!—বাবা, এতদিন মনমরা হ'যে ছিলুম—তাহ'লে বোসজামশায়ের রাগ প'ড়েছে—পাঠাবো না পাঠাবো না ক'রে শেষ পাঠিয়েছেন—আঃ দীনুখুড়ো বাঁচ্‌লো!

অর। ব'কবি তো—গোছাবি কখন? সত্যিই কি ট্রেণ ফেল ক'র্‌বি?

নিতাই। আরে না না, হাতও চ'ল্‌বে—মুখও চ'ল্‌বে—আর নিতাইকে পায় কে?—বাবা মনমরা হ'য়েছিলুম খুড়োমশায় খুড়ীমার কাছে মুখ দেখাতে পারতুম না, আজ বুকটা দশ হাত হ'লো! আজ খুড়ীমার সাম্‌নে তোমায় হাজির ক'রে দিয়ে ব'লবো—'এই নাও জামাইকে ঘরজাত করো, ও কুটুমের রাগ ক'দিন থাকে!' ব্যস্—আজ থেকে নিতাইচাঁদ ফ্রী!

অর। নিতাই, আমিও কি কম সহ্য ক'রেছি—এই ক'টা মাস, প্রায় এক বছর—কি ক'র্‌বো—উপায় ছিল না, বাবার আদেশ লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা আমার নেই। যাক্, ভালয় ভালয় যে মিটে গেছে বাবার যে রাগ প'ড়েছে—আজ ভাই, আমারও যে কি আনন্দ হ'চ্চে—

নিতাই। বর্দ্ধমানে চলো, আজ আনন্দের বাণ বইয়ে দেব! ওহে, তোমার একটা সুখবর দিয়ে রাখি, আমার স্ত্রী নির্ম্মলা ভাল গান গাইতে পারে, তোমায় শুনিয়ে রাখ্‌লুম, তুমি গেলে সে নিশ্চয় আস্‌বে। তুমি ধ'রো—রবিবাবুর গান দু'চারখানা না শুনে কিছুতে ছেড়ো না। আমিও আনাচে-কানাচে ঘাপটি মেরে শুন্‌বো। তার যত লজ্জা আমার কাছে ভাই, কিছুতেই গাইবে না। নাও তোমার ট্রাঙ্ক প্রস্তুত, এইবার কাপড়-চোপড় প'রে নাও, (ঘড়ি দেখিয়া) এদিকে সময় হ'য়ে এলো ?

অর। আমি তোয়ের হ'য়েই আছি, নাও। দরোয়ানকে ডেকে একখানা গাড়ী আনাই, কি বলো ?

নিতাই। আর দরোয়ান কেন, তার খইনি খেতে খেতে ট্রেণ উত্তরপাড়া পার হবে। আমিই গাড়ী আন্‌ছি।

নিতাইএর প্রস্থান

অর। কাল রবিবার, কাল আর কোল্‌কাতায় ফিরে কি হবে, সোমবারের মর্ণিং ট্রেণ একখানা ধ'রে এলেই হবে—কলেজ কামাই হবে না। আমার মনু—আমার মনু—আমার মনুয়া—ভারি বুদ্ধি ক'রে চিঠি লিখেছে! এ ট্রেণটা বর্দ্ধমানে পৌঁছয় ৬টায়, নিতাই দেরী ক'চ্চে কেন ?

কতকগুলি চিঠি লইয়া সূর্য্যপ্রসাদ দারোয়ানের প্রবেশ এবং তাহার মধ্য হইতে দুই খানি চিঠি বাহির করিয়া

সূর্য্যপ্রসাদ। আপ্‌কো দো চিট্‌ঠি আয়া।

অর। আমার দু'খানা চিঠি?

সূর্য্যপ্রসাদ। হুজুর—কাল দো চিট্‌ঠি দিয়া, ফিন আজ দো!—জরুর কুছ খুসীকো খবরই হোগা? (কুর্নিস করিয়া) লেখেন বান্দা কো তো কুছ বখ্‌শিস ভী মিল্‌না চাহিয়ে মহারাজ!

অর। (বিরক্তি সহকারে চিঠি দুইখানি লইলেন, ছাপ দেখিয়া) এ যে বাবার চিঠি! (দারোয়ানের প্রতি হাস্য সহকারে) হ্যাঁ সূরয, খবর তো খুসীকোই হ্যায়—লেখেন আভি কুবস্‌ বহুৎ কম—লৌটনে পর তোম্‌কো জরুর খুসী কর দেঙ্গে।

সূর্য্য। জী আচ্ছা। ম্যয়তো হুজুরকা গোলামী কর্‌তা হুঁ।

সূর্য্যপ্রসাদের প্রস্থান

অর। বাবা নিশ্চয়ই মগুর বর্দ্ধমানে যাওয়ার সুখবরটা উপযুক্ত পুত্রকে দিয়েছেন—All's well, that ends well. (চিঠি খুলিয়া পাঠান্তে কম্পিতহস্তে—কম্পিতকণ্ঠে) এ কি বাবার হাতের লেখা! হ্যাঁ—তাঁরই তো!—(অরবিন্দের হস্ত হইতে চিঠি পড়িয়া যাইল)

নিতাইএর পুনঃ প্রবেশ

নিতাই। ওহে গাড়ী এনেছি। চল, আমিই ট্রাঙ্কটা নামিয়ে নে যাই। একি! তুমি এমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন? চিঠি পড়ে পায়ের তলায়, এ কি হে?—কোথা থেকে কি খবর এলো? (চিঠি কুড়াইয়া পাঠ)

"শুভাশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন—

অরবিন্দ, তোমার পত্নীর সহিত আমি আমার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। যদি তুমি আমার পুত্র হও, তুমিও আমার আদেশে অদ্যাবধি তাহার সহিত নিজ সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া যাইবে। যদি পিতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করো, তবে একমাত্র সন্তান হইলেও অদ্যাবধি তুমিও আমার পরিত্যাজ্য।

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বসু"

পত্র পাঠ করিয়া নিতাই স্তম্ভিত-মূর্ত্তি অরবিন্দের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন

ধীর-পটক্ষেপ

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(৮ বৎসর পরের ঘটনা)

বর্দ্ধমান

দীননাথ মিত্রের বাটীর অন্তঃপুর

মনোরমা ও নির্ম্মলা

মনো। নিতাইদাদা কি তাদের বাড়ী গিয়েছিলেন ?

নির্ম্মলা। না—সে যে ভাই দিব্যি ক'রেছে, যতদিন তোমাকে তারা না নিয়ে যাবেন, সে তাঁদের বাড়ী মাড়াবে না। ঠাকুরজামায়ের সঙ্গে এম্‌নি একদিন দেখা হ'য়েছিল।

মনো। ক'দিন হ'লো ?

নির্ম্মলা। শুন্‌লুম, শ্রাদ্ধের আর বেশী দেরী নাই, এখানে কোনো চিঠি আসে নি—নয় ? চিঠি এলে তো আমরা আগেই জান্‌তে পারতুম।

মনো। না, কোন চিঠি আসে নি। কে চিঠি দেবে ? এক চিঠি দেবার মধ্যে শরৎ, বাপের শোকে তার চিঠি দেবার অবসর কই ? আমি জানি, শ্বশুরমশায়ের সব কাজ সে পছন্দ ক'র্‌তো না, তবু সে বাপকে ভালবাসতো তার আর এক বোনের চেয়ে।

নির্ম্মলা। হ্যাঁ, শরতের কথা তোমার মুখে সব শুনি, সে রকম সরল প্রাণখোলা মেয়ে কলিকালে বড় দেখা যায় না।

মনো। না, দেখা যায় না। তার যে যত্ন—তার যে ভালবাসা, এই আট বৎসরেও তার গুণ ভুল্‌তে পারি না। যত দিন যাচ্চে, ততই বুঝ্‌তে পাচ্ছি, সরল অন্তঃকরণের ভালবাসার কি শক্তি!

নির্ম্মলা। ঠাকুরজামাই কি তোমায় কম ভালবাস্‌তো? কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হই ভাই, সে ভালবাসা সে ভুল্‌লো কেমন ক'রে?

মনো। (ম্লান হাসি হাসিয়া) কে ব'ল্‌লে তিনি ভুলেছেন, তিনি তো ভোলেন নি, আমি আমার মন দিয়ে বুঝ্‌তে পারি। তাঁর মনে কি ঝড় বয়, বুঝ্‌তে পারি ব'লেই এতদিন বেঁচে আছি—এই দীর্ঘ আট বছর! তিনি আমায় ভোলেন নি, নির্ম্মল, তাঁর ভালবাসাও কমে নি।

নির্ম্মলা। যত গোল বাধালেন খুড়ীমা অবুঝ হ'য়ে। আমাদের কারো ইচ্ছে ছিল না ভাই, তোমাকে শ্বশুরবাড়ী থেকে এ বাড়ীতে আনা। খুড়োমশায় নিতান্ত নিরুপায় হ'য়েই তোমায় আন্‌তে গিয়েছিলেন, নিয়েও এলেন, কিন্তু তখনও কি জানি ভাই, সেই আসা তোমার জন্মের শোধ আসা!

মনো। আমিও কি তাই জান্‌তুম! আমায় তাঁরাও কিচ্ছু বুঝ্‌তে দেন নি। শরৎ কত আগ্রহ ক'রেই পাঠিয়ে দিলে, মাকে দেখ্‌তে এলুম, তার পর ক্রমে এখানে এসে শুন্‌লুম, শ্বশুর আমায় জন্মের মত ত্যাগ ক'রেছেন, আর এঁদেরও বারণ ক'রেছেন, যেন আমার মুখ এ জন্মে না দেখেন।

নির্ম্মলা। ওঃ সেদিন ওঁর যে রাগ—ওঁর যে দুঃখ—বলেন, আমিই যে দিয়েছিলুম, খুড়োমশায় খুড়ীমাকে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?—মনোরমাকে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?

মনো। যেদিন প্রথম এই কথা শুন্‌লুম, সেদিন আমার কি দিন!

তার পর বাবা একদিন শুনে এলেন, শ্বশুরমশায় তাঁর আবার বিয়ে দিয়েছেন—আমার সতীন হ'য়েছে। তখন আমার অজু কোলে। অজুর মুখ দেখে সতীনের কথা ভুলে গেলুম। মনে ক'রলুম—তা হোক্—তিনি দশটা কেন বিয়ে করুন না—আমায় কখনো ভুল্‌তে পার্‌বেন না—আমি যে অজুর মা! বাবা কিন্তু এ আঘাত সইতে পার্‌লেন না, তিনি স্বর্গে গেলেন, আর যাঁর যাবার কথা—সে মা আমার সেরে উঠলেন—শুধু আমার জন্যে। আজ সেই অজু আট বছরের, সে তো তাঁরই বংশধর—অজু বেঁচে থাক, তিনি বাধ্য হ'য়ে আমায় ত্যাগ ক'রেছেন, অজুকে কখন ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বেন না, এই আমার আনন্দ, এই আনন্দেই আমি বেঁচে আছি।

নির্ম্মলা। (উঠিয়া) এইবার বাপ ম'রেছে, এইবার বোধ হয় তোমায় নিয়ে যাবার কোন বাধা থাক্‌বে না। এবার নিয়ে যেতেই হবে।

মনো। (অস্ফুটকণ্ঠে) কি জানি ভাই!

অজিতের প্রবেশ

অজিত। মা-মণি, মা-মণি, আমরা না কি ভাগলপুর যাব? বাবা না কি আমাদের নিতে আস্‌বেন? (নির্ম্মলার প্রতি) এই যে মামীমা, মামীমা শুনেছেন?—সেখানে আমার ঠাকুরদা মারা গেছেন, খুব ঘটা ক'রে শ্রাদ্ধ হবে, আর আমরা সব সেখানে যাব।

নির্ম্মলা। তোমায় কে এ কথা ব'ল্‌লো অজুমণি?

অজিত। কেন, দিদিমা যে হাবুলদের বাড়ী তার মার সঙ্গে এই সব কথা ব'ল্‌ছিলেন, আমি যে সেখানে ছিলুন—সব শুন্‌লুম। তাই তো ছুটে মা-মণিকে খবর দিতে আস্‌ছি।

মনো। কত ঘেমেছিস্ অজু, আয় মুখ মুছে দিই।

অজিত। থাক্ গে। (নির্ম্মলার প্রতি) বাবা কবে আস্‌বেন মামীমা ?

নির্ম্মলা। কবে আস্‌বেন, তা তো ঠিক জানি নে অজু, এই আজকালের মধ্যেই আস্‌বেন আর কি। তুমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে আমাদের ভুলে যাবে না তো অজুমণি ?

অজিত। না, আমি আপনাদের কক্ষনো ভুল্‌বো না—দেখ্‌বেন, রোজ একখানা ক'রে চিঠি লিখ্‌বো।

নির্ম্মলা। রোজ পার্‌বে না, মধ্যে মধ্যে লিখো।

অজিত। নিশ্চয় লিখ্‌বো। হ্যাঁ মা, কবে আমরা যাব মা ? আমি রাখুদা'কে খবর দিয়ে আসি।

অজিতের বেগে প্রস্থান

মনো। ওরে অজিত, শোন্—শোন্—

নির্ম্মলা। আজ ওরে ধ'রে রাখা দায়। বাপের স্নেহের কাঙ্গাল, ও আজ রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও স্বপন দেখ্‌বে—ভাগলপুর !

মনো। আয় নির্ম্মল, অজুর জন্যে কিছু খাবার ক'রে আনি।

উভয়ের প্রস্থান

রাখু ও অজিতের প্রবেশ

রাখু। এইবারে আমার দাদামণি নিজের রাজ্যিপাটে ব'স্‌তে যাবেন, আমি আর লাঙ্গল ঘাড়ে ক'র্‌বো না তো, দাদুর কাছে গিয়ে দাদুর ফিটিন হাঁকাবো।

অজিত। রাখুদা, তুমি আমাদের সঙ্গে ভাগলপুর যাবে ?

রাখু। যাব না ? আমি যাবো না তো—কে যাবে ?

"আমার দাদু যাবে ভাগলপুরে সঙ্গে যাবে কে ?
ঘরে আছে রাখু ঘোষ—কোমর বেঁধেছে !"

কখন চিঠি এলো ভাই? আমরা কবে যাব? আমার যে তর সয় নি গো!

অজিত। চিঠি আস্‌বে কেন? বাবা যে নিজেই আস্‌বেন।

রাখু। জামাইবাবু আস্‌বেন?—ওঃ আট বছর বাদে! আয় দাদা, তোকে একবার কাঁধে ক'রে নাচি! আজ রাখু ঘোষের প্রাণটার মধ্যে যে কি হ'চ্চে তা বুঝবে কে?

আনন্দে অজিতকে কাঁধে তুলিয়া লইল

অজিত। আঃ রাখুদা করো কি, করো কি—ছাড়ো ছাড়ো—আমি বুড়ো ছেলে, আমার আবার কাঁধে করা কি?—যদি কেউ দেখে—কি লজ্জা! বাবা যদি এসে পড়েন, ছিঃ ছিঃ—মনে ক'র্‌বেন—আমার এখনো একটু বুদ্ধি হয় নি, আমি এখনও কাঁধে চ'ড়ে বেড়াই। হয়তো 'খোকা' ব'লেই ডেকে ফেল্‌বেন।

রাখু। আরে রাখো তোমার লজ্জা! আজ সকল লজ্জা ভেসিয়ে দিছি যমুনার নীরে! মা দুর্গা, মা কালী, মা জগদ্ধাত্রী, মা সর্ব্বমঙ্গলা মুখ তুলে চেয়েছেন। (চোখের জল মুছিয়া স্বগত) আহা, আজ যদি কর্ত্তাবাবু থাক্‌তেন বেঁচে—মেয়েটার শোকে প্রাণত্যাগ ক'র্‌লেন!

অজিত। (বিস্মিত হইয়া) এ কি রাখুদা, তোমার চোখে জল কেন?

রাখু। ওরে ভাই, তোরে আমি কেমন ক'রে বোঝাই বল? এতদিন বাদে জনমতুঃখিনী মা সীতের মুখে হাসি দেখ্‌বো! হাঃ হাঃ—রাখু—রাখু—ভাগ্যিস এ ক'টা বছর বেঁচে আছিস!

অজিত। রাখুদা, তুমি এখন এমন ক'চ্ছ, কিন্তু বাবামণি যখন নিয়ে যাবেন, তুমি তখন হয়তো যেতেই চাইবে না।

রাখু। তাও কি হয় রে দাদা! তুমি যখন ভাগলপুরে গিয়ে বেড়াবে,

আমি না এই লাঠি কাঁধে নিয়ে—আহা কাঁকালটা যে বেঁকে গিয়েছে, নইলে এমনি ক'রে চেত্তা খেয়ে ব'ল্‌তুম,—"এই সব্বাই দেখ, খোকাবাবুর বরকন্দাজ চ'ল্‌চে!"

চলনভঙ্গি প্রদর্শন

অজিত। (খুব হাসিয়া) ওরে, রাখুদা ঠিক যেন রাজবাড়ীর সেপাই হ'য়ে গেছে রে!

রাখু। রাজবাড়ীর সেপাই কেন, আমি খোকাবাবুর সেপাই!

অজিত। রাখুদা, তুমি আমার সেখানে গিয়ে 'খোকাবাবু' ব'লে ডেকো না, আমি যে এখন বড় হ'য়েছি। রাখুদা, দাঁড়াও, আমি একবার মুঙ্গুলি গাইকে ব'লে আসি, আমরা ভাগলপুরে যাচ্ছি।

অজিতের প্রস্থান

রাখু। (নির্নিমেষ নয়নে অজিতের প্রতি চাহিয়া) বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, আজকালকার মানুষের প্রাণটা যে কি দিয়ে গড়া, তা বুঝতে পারলাম না! এমন ছেলের জন্যে একবারও প্রাণটা রি-রি করে না! পরিবারের কথা না হয় নাই-ই ধর্‌লাম। জন্ম জন্ম যেন এই চাষার ঘরে জন্মাই, তবু এমনতর ভদ্দর হ'তে চাই না।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

হাবড়া—অরবিন্দের বাটী

অন্তঃপুরস্থ দালান

শরৎশশী ও বামুনপিসী

শরৎ। উনকুটি চৌষট্টি রকমের জিনিসপত্র এক সঙ্গে এসে প'ড়্লো, কোন্ দিকে সামলাই বল' দেখি বামুনপিসী ?

বামুনপিসী। তা তো বটেই মা, তোমরা ছেলেমানুষ, কখনো ভারি কাজ তো সামলাও নি, আর এ কি একার কাজ !—আগে এ বাড়ীর সব ভারি ভারি কাজ সাম্‌লেছি, তোমার মা আর আমাতে। তা বাছা, এখন আর তোমার মার কি আছে বল' ?—সে এখন মিথ্যে মানুষ ! তা হ্যাঁগা শরৎ (চারিদিকে চাহিয়া) এখন কথা কইতে গেলে চার্‌দিকে চেয়ে সাম্‌লে তবে কথা কইতে হয়। হ্যাঁগা, এ একটা সামাজিক কাজ—সমারোহ ব্যাপার—এ বাড়ীর আসল যে গিন্নী—ঘরণী গিন্নী—বেটার মা—তার আস্‌বার কোন নাম-গন্ধ শুন্‌ছি না কেন বল তো ? (ঈষৎ চুপি চুপি) বলি ব্যাপারটা কি ? সত্যভামার বারণ না কি ? সে আস্‌বে না ?

শরৎ। বড়বউ ?—আস্‌বে বই কি, আস্‌বে না—এত বড় কাজ।

বা-পিসী। তাই তো আমরাও সবাই বল্‌চি মা, হাজার হোক, সেঃ তো বড়—সর্ব্বে-সর্ব্বা—তা সে না এলে কি মানায়, না ভাল দেখায় ? পাঁচজনেই বা ব'ল্‌বে কি ? আহা তা, তাকে এইবার আন্‌বে বই কি !

পাশের ঘর হইতে উমা বাহির হইল

উষা। দিদি, বড়বউ আস্‌বে—এ কেমন কথা? জান না কি যে তাকে আন্‌তে বাবার নিষেধ আছে। বড়বউ বাবার এ বাড়ীতে আস্‌বে না।

শরৎ। তার কি অপরাধটা শুনি, যে সে আস্‌বে না?

উষা। বাবার বারণ।

শরৎ। বাবা রাগের উপর যদি একটা ভুলই ক'রে যান, ধর্ম্মের দিকে না চেয়েও সেইটেকেই কি চিরদিন মান্‌তে হবে?

উষা। হ্যাঁ, হবে—তাঁর বাড়ীতে তাঁর ভাত খেয়ে, তাঁর ভুল ত্রুটি সব মান্‌তে হবে, যে না মান্‌বে—

শরৎ। কি বল্ না—থাম্‌লি কেন?

উষা। (শোকাচ্ছন্ন-স্বরে রাগের সহিত) কখ্‌খনো সে আস্‌তে পাবে না—বাবা যেতে না যেতেই বাবাকে যে এমন ক'রে তুচ্ছ করা হবে, সে আমার কোন মতেই সহ্য হবে না।

ফোঁপাইয়া ক্রন্দন

শরৎ। নে, আর কাঁদ্‌তে হবে না, তোর বাপু সবই বাড়াবাড়ি!

উষার প্রস্থান

শুন্‌লে বামুনপিসী, ে ানের আমার আক্কেলটা শুন্‌লে?

বা-পিসী। শুন্‌ছিও মা যত—দেখ্‌ছিও তত, দেখে-শুনে পেটের ভাত চাল হ'য়ে গেলো।

শরৎ। পিসী, তুমি এই চাবিটা নাও বাছা, ভাঁড়ার ঘর খুলে উত্তরদিকে ভাঁড়, খুরি, ঝুড়ি, চাঙ্গারি যত সব এসেছে—সাজাওগে, আমি এখনি যাচ্চি।

বা-পিসী। যাচ্চি বাছা, একেই বলে কলিকাল, কলি আর কার বাড়ী!

বামুনপিসীর প্রস্থান

কাচাগলায় অরবিন্দের প্রবেশ

অর। (শরৎশশীর প্রতি) এই যে শরৎ? জিনিসপত্র অনেক গোছান-গাছান হ'য়েছে দেখে এলুম, শুন্‌লুম তুই আর বামুনপিসী—তোরা দু'জনেই সব সেরে ফেলেছিস। এই কাজের বাড়ী তোদের বউ কোথায় রে? তাকে তো কোন কাজেই দেখ্‌ছি নে?

শরৎ। কবেই বা তিনি দিনরাত খেটে খুন হন?

অর। ডেকেই নে না কেন? এত কাজ, কেন কিছু না ক'র্‌লে হবে কি ক'রে?

শরৎ। বাবা! আমার অত বুকের পাটা নেই! তোমার থাকে, তুমি ডেকে আনগে যাও। তিনি এখন নভেল মুখে প'ড়ে আছেন, তোমার সাহস হয়, ডেকে আনো। যতক্ষণ পারবো—ক'র্‌বো, কারো খোসামোদ ক'র্‌তে পার্‌বো না। দাদা, তুমি এখানে ব'সো, কোথাও যেও না; মা ব'লেছেন তুমি এলে তাঁকে খবর দিতে। তিনি ও বাড়ীতে আছেন। আমি তাঁকে ডেকে আন্‌ছি।

শরৎশশীর প্রস্থান

অরবিন্দ। আজ দশমী, কাল মার প্রথম একাদশী, এই শরীরে উপোস কি সইবে!

ব্রজরাণীর প্রবেশ

এই যে নিচে নেমেছ? এখন কি বই মুখে দিয়ে শুয়ে থাক্‌বার সময়? শরৎ একা কত দিক্ সাম্‌লাবে বলো দেখি?

ব্রজরাণী। কেন, একা কেন? আর একজন যাঁর আস্‌বার কথা ছিল, তিনি এলেই তো ওঁর দোসর হ'তে পার্‌বেন।

অর। কে? কার আবার আস্‌বার কথা ছিল? তা সে যেই আসুক,

তোমার ঘর-সংসার, তুমি এমন নির্লিপ্ত হ'য়ে আজকের দিনে শুয়ে থাক্‌লে কি চলে, রাণি ?

ব্রজ। আমার আবার ঘর-সংসার কি রকম শুনি ? আমি কে ? সর্ব্বেসর্ব্বা ঘরণী গৃহিণী বেটার মা যিনি, তিনিই যখন আস্‌ছেন, তখন মাঝখান থেকে আমায় নিয়ে আর টানাটানি কেন ? আমি যেমন আছি, একটি পাশে প'ড়ে থাকি না—তাতে কার কি ক্ষতি ?

অর। (ঈষৎ বিরক্তির সহিত) কে তোমায় এই সব আজগুবি খবর দিয়েছে শুনি ?

ব্রজ। খবরটা তার আমায় হঠাৎ দেওয়াই অন্যায় হ'যে গ্যাছে, না ?

অর। এ সব কথা নিয়ে যারা ঘোঁট ক'রে বেড়ায়, তাদের—

ব্রজ। ওগো, তাদের মিথ্যে শাপ-শাপান্ত ক'রো না, আমায় কেউ খবর দেবার জন্য বাইরে থেকে লোক আসে নি, বাড়ীর মধ্যে রয়েছি, সবই তো কানে যায়, আমিও তো আর নেহাৎ ধান খাই নে।

অর। না, ধান তুমি খাবে কেন, আমিই খাই। তা যাক্, এখন ও সব বাজে কল্পনা নিয়ে শুয়ে না থেকে, সংসারের কাজকর্ম্ম একটু দেখ শোন গে। মার কোমরে এখন এত বল নেই যে, এই বিরাট ব্যাপার তিনি একা ঘটিয়ে তুল্‌বেন। শরতের নিজের কাচ্চা বাচ্চা আছে, সে-ই বা কত পারে।

ব্রজ। ওঃ তাহ'লে তিনি বুঝি সব চুকে বুকে গেলে আস্‌বেন ? তার কি দরকার ছিল ? আস্‌ছেনই যখন, তখন দু'দিন আগে এলেই তো হ'ত। আমার কি ? তিনি আসুন না, যেদিন তিনি এ বাড়ীতে পা বাড়াবেন, আমি বাবা কি দাদা কারুকে লিখ্‌লেই কেউ

এসে সেই দিনই আমায় নিয়ে যাবে এখন। আমি কারুর বাতাস সইতে পারবো না, এতে আমায় লোকে ভালই বলুক আর মন্দই বলুক।

ব্রজরাণীর প্রস্থান

অর। শরতের ইচ্ছে, বর্দ্ধমান থেকে ওদের আনি, সামাজিক হিসেবে আনা উচিত, কিন্তু মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে—না না—বিচার করবার অধিকার আমার নেই। 'পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম'—আমি আমার সমস্ত মনুষ্যত্ব, বিচার, বিবেক বুদ্ধি পিতার চরণে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি, আমাকে তপস্যাপরায়ণের মত এ সত্য পালন ক'র্‌তেই হবে। পৃথিবীর কেউ আমার হৃদয় নিয়ে বিচার ক'র্‌বে না, কেউ আমায় সহানুভূতি দেখাবে না। আর সেখানে—ভগবান! আমাকে যেন তারা ভুল না বোঝে—যেন আমায় ক্ষমা করে।

শরৎশশী ও অরবিন্দের মাতার প্রবেশ

শরৎ। মা, দাদা তো আমার কথা কানেই তোলে না, তুমি একটু বুঝিয়ে সুজিয়ে বলো। সে কি কখনো হয়—বড়বউ—সে আস্‌বে না, নাতি—সে শ্রাদ্ধ কর্‌বে না—এক ঘাট হবে না!

অ-মা। হ্যাঁ বাবা অরু, এ দিকের সব সারা হ'লো?

অর। না মা, সব আর সারা হ'লো কই, এখনো অনেক বাকী, তবে অনেক হাল্‌কা ক'রে এনেছি।

অ-মা। তোর শ্বশুরবাড়ী একবার যাবি না?

অর। গিয়েছিলেম মা, ভবানীপুর টবানিপুর সব সেরে এলুম।

অ-মা। বাবা, আমি ভবানীপুরের কথা বলি নি। আমি ব'ল্‌ছিলুম, একবার বর্দ্ধমানে যাবি না?

অর। হ্যাঁ, শরৎও ঐ কথা ব'লছিলো, শরৎ কেন—সবাই ঐ কথা ব'লবে, কিন্তু আমার কি যাওয়া উচিত ?

অ-মা। কেন উচিত নয় বাবা ? সে যে ছেলের মা, এ সময়ে এই সামাজিক কাজে তাকে যদি বাদ দাও, তাহ'লে তার কতখানি কলঙ্কের কথা মনে ক'রে দেখ। একে সে যা জ্বল্‌বার তা জ্ব'লছে, কিন্তু তার জ্বালার উপর আর জ্বালা বাড়াসনে বাবা !

অর। মা, তুমি যা ব'লছ, সবই ঠিক, কিন্তু বাবা যাকে ত্যাগ ক'রেছেন, তাকে আমি কি ক'রে এখানে আন্‌বো ? এখনো শ্রাদ্ধ হয় নি, বাবার প্রতি আমার শ্রদ্ধার নিদর্শন কি এই হবে মা ? আজ আমিই কি তাঁর বিদ্রোহী হব ? তুমিই বলো মা !

শরৎ। দাদা, এ তোমার কেমন কথা হ'লো ? এ কোন্ যুক্তি ? বাবা যদি রাগের উপর একটা ভুলই ক'রে থাকেন, তাই কি আমাদের মেনে চ'লতে হবে, কোন দোষের দোষী নয়—বোস বংশের বড়বউ সে—সে চিরজীবন এই শাস্তি ভোগ ক'রবে—আর তারই কোলে তোমার বংশধর—সেও আজ ষেটের কোলে আট বছরের, সে লোকের কাছে মুখ তুলে পরিচয় দেবে কি ক'রে, যদি তুমিই এমন ব্যবহার করো ?

অ-মা। হ্যাঁ বাবা অরু, বউমাকে আমার আন্‌তেই হবে, খোকাধনকে আমার আন্‌তে হবে—আমার এ অনুরোধ তোমায় রাখ্‌তেই হবে। তিনি ঝোঁকের মাথায় একটা অনুচিত কাজ ক'রে গেছেন। তুমি যোগ্য সন্তান, তাঁর ভুল থাক্‌লে, তোমার তা শুধরে নেওয়াই উচিত। তাতে তাঁর পরলোকের পক্ষে ভালই হবে অরু ! আমার মন এই কথা চিরদিনই ব'লে এসেছে—শুধু ভয়ে কখন' দু'ঠোঁট এক করি নি।

অর। তবে আজও ক'রো না মা ! যা তাঁর সাম্‌নে ক'র্‌তে পারি নি,

তুমিও সাহস ক'রে বলো নি, আজও তুমি তা আমায় ব'লো না, আমিও পার্‌বো না। আমায় এই দু'টো দিন পরে তাঁর কাজ ক'র্‌তে হবে। তাঁকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আহ্বান ক'রে তৃপ্ত ক'র্‌তে হবে। তাঁর এত বড় অপ্রিয় সাধন ক'রে কোন্ মুখে তাঁর কাছে মুখ তুলে দাঁড়াব মা? আমার হাতের জল ঘৃণা ক'রে যদি তিনি না নিয়েই ফিরে যান!—না-মা না—কাজ নেই।

অ-মা। কোন অপরাধে অপরাধী নয়, কোন পাপে পাপী নয়—এক-জনের দোষে আর একজনকে শাস্তি দেওয়া, এই কি ধর্ম্ম-সঙ্গত বাবা? পিতৃ-আজ্ঞাই তোর সব হ'লো, আমি তোর মা, আমি কি কেউ নই? এখন আমিই তো তোর গুরু, আমি ব'ল্‌ছি, আমার আদেশ মেনে তুমি তাদের নিয়ে এসো—এতে যা পাপ অর্শায়, আমায় অর্শাবে। সতী-লক্ষ্মীর চোখের জল চিরদিন ধ'রে ঈশ্বর বরদাস্ত ক'রতে পার্‌বেন না।

অর। সে হয় না মা! বাবা ভবানীপুরের ওদের কথা দিয়েছিলেন; তার পর তাঁর শেষ মুহূর্ত্তেও তো শরৎ একবার চেষ্টা ক'রেছিল, সে ব'লেছিল, 'বাবা আপনি বড়বউদিদিকে আন্‌বার অনুমতি দিয়ে যান।' তা কি উত্তর দিয়েছিলেন, তা কি এরই মধ্যে তুই ভুলে গেছিস শরৎ?

অ-মা। কি ব'লেছিলেন রে?

শরৎ। যা বরাবর ব'লেছেন, অনুমতি দেবেন না। ছোটবউ'র বাপের কাছে তা হ'লে জোচ্চোর হ'তে হবে।

অর। তবে আর আমায় তোমরা কি ব'ল্‌চ, মা?

অ-মা। কি আর ব'ল্‌বো বাবা, যা তোমাদের ধর্ম্ম হয়, তোমরাই করো। তবে সে নিতান্তই ভালমানুষ, নিরপরাধা—জানি নে, বাছা আমার

কোন্ জন্মে কার কি মর্ম্মান্তিক ক'রেছিল, তাই এই এত বড় অভিশাপ নিয়ে ভারতে এসে মেয়ে হ'য়ে জন্মেছে!

অরবিন্দ মুখ ফিরাইয়া রহিল

শরৎ। দাদা আর কি ক'র্‌বে, মা? বত না বাবার—তার চেয়ে বউএর ভয়ই বেশী। মিত্তিরবাড়ীর মেয়ে, ঐ বউটি তো আর তোমার বড় কম যান না।

অ-মা। সবই বরাত মা, কর্ত্তা গোড়ায় মত দিয়েছিলেন ব'লেই তো বিয়ে হ'য়েছিল। শেষে দুই বেয়াইয়ে ঝগড়া গালমন্দ হ'য়ে জন্মের মত ঘরের লক্ষ্মী আমার ঘরের বা'র হ'লেন।

শরৎ। তা তাতেও তাদের চেয়ে আমাদেরই দোষ বেশী ছিল। মুখের উপর চোদ্দ পুরুষ তুলে গাল দিলে কোন্ ভদ্রলোকের ছেলে সইতে পারে, মা? হ'লেই বা মেয়ের বাপ! বড়ঘরে মেয়ে দিয়েছে, না হয় সেই-ই অপরাধ, তার বাপ-পিতামহ কি ক'রেছে, বল তো? তা সে যা হোক, দাদারও আবার সকলই বাড়াবাড়ি। যাঁদের মধ্যে ওসব ঘটেছিল, তাঁরা দু'জনেই তো আর এখন বর্ত্তমান নেই; তোমার সঙ্গে তো কিছু হয় নি। তোমার অত ভয় কেন বাপু?

অ-মা। বাবা অরু, একটা কথা মনে রেখো, আমি তোমার মা, তুমি আমার উপযুক্ত ছেলে, আমার কথা রাখা তোমার উচিত। তাহ'লে আয়, সমস্তদিন ঘুরে বেড়িয়েছিস! শরৎ, অরুকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আয়।

অরবিন্দের মাতার প্রস্থান

শরৎ। দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, মায়ের কথা রাখো। (বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে) বাবা গেলেন—মার মনে আর কষ্ট দিও না, মা আর ক'দিন? তোমার পায়ে পড়ি—মার মুখ চেয়ে তুমি তাদের নিয়ে

এসো। দাদা, আমি আর এ সহ্য ক'র্‌তে পাচ্ছি নে—আমি আর এ সহ্য ক'র্‌তে পাচ্ছি নে।

কান্না সাম্‌লাইতে না পারিয়া শরৎশশী চলিয়া গেল

অর। (কঠোর পুতুলের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে) কর্ত্তব্য কি? বাবা—বাবা—স্বর্গ থেকে সবই দেখ্‌ছেন, বলে দিন—আমার কর্ত্তব্য কি? দুর্ব্বলতা যেন আমায় না আক্রমণ করে! যে বিষ পান ক'রেছি, নীলকণ্ঠের মত সে বিষ আমার কণ্ঠে ধারণ ক'র্‌তে হবে। এই তো তোমার আদেশ? আমি পুড়্‌বো—মনোরমা পুড়্‌বে। আর আমার পুত্র—সহ্যের সীমা কোথায়—সহ্যের সীমা কোথায়—

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বর্দ্ধমান

দীননাথ মিত্রের বাটী

নির্ম্মলার প্রবেশ

নির্ম্মলা। ওলো মনু—মনু—ওলো কোথায় লো?

মনোরমার প্রবেশ

মনো। কেন গা?

নির্ম্মলা। ওলো এসেছে—এসেছে!

মনো। কে এসেছে?

নির্ম্মলা। ওলো, কে এসেছে—বল্ দেখি?

মনো। বর্দ্ধমানে কত লোক যাচ্চে আস্‌ছে, কি ক'রে ব'ল্‌বো বল— রাজার বাগান দেখ্‌তে কে এলো ?

নির্ম্মলা। কে এলো—ব'ল্‌বো—ব'ল্‌বো—

গীত

সে যে এসেছে—এসেছে—এসেছে—
যার মুখখানি দিবস-রজনী বুকখানি ভরি রয়েছে !
পিপাসায় উন্মাদিনী, ছিলি যেন চাতকিনী—
বুক ফাটা তোর ব্যথার টানে জলধরে টেনেছে—
(আজ) হৃদয় কুঞ্জে সুপ্ত পাপিয়া, আবার জাগিয়া উঠেছে,
সে যে এসেছে—এসেছে—এসেছে !
আর সাজে কি লো মান, তোল লো বয়ান, অভিমান আর মিছে !

মনো। নাঃ, তোর ও হেঁয়ালি আমি বুঝতে পার্‌লুম না।

নির্ম্মলা। ওলো—অজুর বাপ এসেছে, দাদার সঙ্গে এক গাড়ীতেই এসেছে—দেখা হ'য়েছে, বর্দ্ধমানের ষ্টেশনে। ঠাকুরজামাই আস্‌ছে—বাজারে কি দরকার আছে—সেরে। ওঃ তোর দাদা হন্তদন্ত হ'য়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে এই কথা যেমন বলা, আমি রুটি সেঁক্‌ছিলুম—অম্‌নি উনুন থেকে চাটু নাবিয়ে দিলুম ছুট ! সে এসে আগে খবর দিয়ে যে জিতে যাবে—নির্ম্মলা ঘোষজায়ার তা সইবে না। আজ রাত্রে কিছু আর নিয়ে যাবে না, আজ এখানে থাক্‌তেই হবে। খুড়ীমা কোথায় রে ? খুড়ীমাকে খবরটা দিই, আবার তার খাবারের জোগাড় ক'র্‌তে হবে।

নির্ম্মলার কথা শুনিয়া মনোরমার মুখ প্রথমে প্রফুল্ল হইল . ক্রমে সে আনন্দের জ্যোতি নিভিয়া গেল ; মনোরমা বসিয়া পড়িল।

দুর্গা। কেও, নির্ম্মল ?

নির্ম্মলা। খুড়ীমা শুনেছ—তোমার জামাই এসেছে, এখনি এখানে আস্‌বে।

দুর্গা। বলিস কি রে ?

নির্ম্মলা। হ্যাঁ, এক্ষনি আস্‌বে। ঘরে কিছু থাকে তো বলো—ফলটল ছাড়া কিছু খাবে না তো।

দুর্গা। এই চাবিটে নে, ঠাকুরের চুবড়িতে ফল আছে, মিষ্টি—আখের গুড় ছাড়া কিছু খাবে না তো। গঙ্গাজল কলসীতে আছে।

নির্ম্মলা। আমি রাখুকে ব'লে গরুর দুধটা দোয়াই, ছানা কেটে দিলেই হবে।

নির্ম্মলার প্রস্থান

দুর্গা। চল্—আমিও যাই।

দুর্গাসুন্দরীর প্রস্থান

অজিতের প্রবেশ

অজিত। মা-মণি, মা-মণি, বাবার নিতে আস্‌তে এত দেরী হ'চ্চে কেন ? কখন বাবা আস্‌বে ?

মনো। (পুত্রের মুখে হাত চাপা দিয়া) আস্‌বে কিরে পাগল! 'আস্‌বে কি ব'ল্‌তে আছে ?—'আস্‌বেন' ব'ল্‌তে হয়। তিনি এলে তাঁর সাম্‌নে যেন ও রকম ক'রে যা'তা ব'লে ফেলো না।

অজিত। (অপ্রতিভ লজ্জায়) আস্‌বেন, আস্‌বেন। কখন আস্‌বেন মা ?

মনো। এখনি আস্‌বেন। তিনি এলে তুমি তাঁকে কি ব'লবে অজিত?

অজিত। আমি? 'বাবা' ব'ল্‌বো।

মনো। (হাসিয়া পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া) ওঁকে দেখে তুমি যেন লজ্জা ক'রো না অজিত! ক'র্‌বে না তো? কাছে গিয়ে গড় হ'য়ে প্রণাম ক'রো। যদি নাম জিজ্ঞাসা করেন তো—

অজিত। আমার নাম ব'লবো।

মনো। কি ব'ল্‌বে বল' দেখি?

অজিত। ব'ল্‌বো? ব'ল্‌বো—আমার নাম শ্রীঅজিতকুমার বসু, বাবার নাম শ্রীঅরবিন্দ বসু মহাশয়, দাদামশাইএর নাম—

মনো। (হাসিয়া ফেলিয়া) অত সব ব'ল্‌তে হবে না রে, শুধু তোর নিজের নামটাই বলিস্। আর কি ব'ল্‌বি বল।

অজিত। আর ব'ল্‌বো—মার নাম শ্রীমতী মনোরমা দাসী। আর দিদিমণির নাম শ্রীমতী দিদিমামণি—হ্যাঁ, মা, দিদিমণির কি নাম?

মনো। যাঃ পাগল কোথাকার! ও সব কিছু বলিস্ নে যেন।

অজিত। তবে ব'ল্‌বো—বাবা, আমাদের কখন নিয়ে যাবেন? কেমন?

মনো। (ক্ষণকাল কি ভাবিয়া) না বাবা, ও কথা ব'ল্‌তে নেই। যদি তিনি নিয়ে যান, আপনিই যাবেন। যদি নিয়ে যাবার উপায় না থাকে, তবে অনর্থক ওঁর মনে আমরা কষ্ট দিতে যাব কেন? কি বলো অজু? তোমার সেই শ্লোকটী মনে আছে?

অজিত। হ্যাঁ, মা—

"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমন্তপঃ
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীযন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

মনো। অজু বাপ আমার! (পুত্রকে দুই হস্তে জড়াইয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া স্বগত) আমার শিক্ষা ব্যর্থ হয় নাই। অজিত তার দেবতা চিনেছে। এই আমার নিষ্ফল জীবনের একমাত্র সফলতা!

অজিত। মা-মণি, তাহ'লে আমি আমার পড়ার বই, কাগজকলম সব গুছিয়ে নিই, বাবা যখ্‌খনি ব'ল্‌বেন—আমি তখ্‌খনি চ'লে যাব।

অজিতের প্রস্থান

মনো। ছেলে মানুষ—কিছু জানে না—ওর প্রাণে আজ কি আনন্দ! আমার বুকে ঝড় বইচে—আমার অদৃষ্টে আজ কি ভীষণ পরীক্ষার দিন! তিনি এসেছেন, এ বাড়ীতে এখনি আস্‌বেন—আট বছর পরে আবার তাঁকে দেখ্‌বার ভাগ্য হ'লো! এ কি—চোখের জল চেপে রাখ্‌তে পারি না কেন? কোথায় ছিল এত জল?

চক্ষু মুছিলেন

দুর্গাসুন্দরীর পুনঃ প্রবেশ

দুর্গা। মা মনু, এইখানেই আসনটা পেতে দে, জপটা সেরে নি। (মনোরমার তথাকরণ) সত্যই যদি অরবিন্দ আসে, তোদের নিয়ে যাব, মা—মা—কি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো মা, কথা যে আমার ফুরিয়ে গেছে—ভগবান অন্তর্য্যামী—তিনি জানেন! এই আট বছর ধ'রে তাঁর চরণে কেবল এই ভিক্ষাই চেয়েছি—যেন মনু আমার সুখী হয়, সে যেন স্বামীর ঘর ক'র্‌তে পারে। (দুর্গাসুন্দরী কর যোড়ে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন) আজ আর নূতন ক'রে কি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো, মা! তুমি তো রাজরাণীই হ'য়েছিলে—আবার তোমার স্বামীর ঘরে গিয়ে রাজরাণী হও।

দুর্গাসুন্দরী চোখের জল মুছিলেন ; মনোরমা গম্ভীর মুখে একটা শিলানের পাশে হেলান দিয়া বসিল। এমন সময় অরবিন্দকে লইয়া নিতাইএর প্রবেশ

নিতাই। খুড়ীমা, খুড়ীমা, আট বছর এই বাড়ীর সদর ডিঙ্গুই নি লজ্জায় —অপমানে ; আজ সব মেঘ কেটে গেল। ছাখো—কাকে ধ'রে এনেছি।

দুর্গাসুন্দরী জপ করিতে করিতে একবার চাহিলেন, কথা কহিলেন না। মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময়ে অজিত ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল ও ভয়চকিতদৃষ্টিতে অরবিন্দকে দেখিয়া মনোরমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল

অর। (কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় প্রথমে অজিতের দিকে চাহিল। পরে অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনবতী মনোরমার দিকে চাহিয়া এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিল) সেই মুখ—তমসাচ্ছন্ন—তবু উজ্জ্বল ! (তখনই আবার পশ্চাতে হটিয়া দুর্গাসুন্দরীর দিকে মস্তক অবনত করিয়া মুখস্থ পড়ার মত এই ক'টা কথা দুর্গাসুন্দরীর উদ্দেশে দ্রুত বলিয়া, কাহারও অপেক্ষা না করিয়া, যে পথে আসিয়াছিল, সেইপথে চলিয়া গেল) "আমার পিতৃদেবের ১৯শে বৈশাখ ৺গঙ্গালাভ হ'য়েছে, আপনাকে জানাতে এসেছি। যাতে দায় হ'তে উদ্ধার হই—করবেন—"

নিতাই। (প্রথমে কিছু বুঝিতে না পারিয়া মূঢ়ের ন্যায় কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বিস্মিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল) এ কি রকমটা হলো—এর মানে ?

দুর্গা। মানে তোমরা বোঝো বাবা, এ আমি আগে হ'তেই জানতুম, ও এমন ঝাড়ের বাঁশ নয়—এ মনুকে নিতে আসা নয়—এ আসা কেবল আমাদের অপমান ক'রতে।

এই কথা বলিয়া দুর্গাসুন্দরী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল

নিতাই। এম্‌নি ক'রে অপমান করা—কেন কিসের জন্যে? আমরা গরীব বলে? কি অপরাধ আমাদের? আট বচ্ছর এ অপমান মুখ বুজে সহ্য ক'রেছি, কিন্তু আজ আর কর্ব্বো না, আজ রাস্‌কেল-টাকে বুঝিয়ে দেবো—তুমি লক্ষপতি মৃত্যুঞ্জয় বোসের ছেলে অরবিন্দ বোস—আর আমি ২৫৲ টাকা মাইনের কেরাণী গরীব নিতাই ঘোষ, কিন্তু তোমার চেয়ে, মানুষ হিসেবে আমি কোন অংশে ছোট নই! এত বড় স্পর্দ্ধা! এই ভিটেয় দাঁড়িয়ে—তুমি এত বড় অপমান ক'রে চ'লে যাও—আর সে অপমান ক'চ্চ কাকে? তোমার স্ত্রী—তোমারই পরিত্যক্ত তোমার স্ত্রী—তোমারই ছেলে—আর ঐ—ঐ ষাট বছরের বুড়ী তোমার শাশুড়ীকে। আজ দেখ্‌বো, তোমারই একদিন কি আমারই একদিন!

নিতাই যখন বাহির হয়, তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। মনোরমা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ডাকিল

মনো। নিতাইদা!

নিতাই। (ফিরিয়া) কে? কে মনু? কেন বোন?

মনো। নিতাইদা, আমার একটি কথা রাখো।

নিতাই। কি কথা, বোন?

মনো। তুমি এখন, এ বাড়ী থেকে বেরিও না!

নিতাই। কেন?

মনো। তুমি বড্ড রেগেছ!

নিতাই। যদি রাগের বশে রাস্‌কেলটাকে দু'ঘা মেরেই বসি, এই ভয়ে আমায় বারণ ক'চ্ছিস বাড়ী থেকে বেরুতে? সে ভয় নেই দিদি! নিতাই ঘোষ গরীব, কিন্তু সে ছোটলোক নয়—তুই সে ভয়

করিস নে। আমি শুধু—তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো—মুখোমুখি —এর কি দরকার ছিল—কৈফিয়ৎ দাও—আর না হয়—আমার নিরপরাধিনী দিদিকে মাথায় ক'রে তোমাদের বাড়ী নিয়ে যাও! কেন নিয়ে যাবে না—কৈফিয়ৎ কি—কৈফিয়ৎ কি? আমি দিব্যি ক'চ্চি বোন, আমি আর তাকে কিচ্ছু ব'লবো না।

মনো। (ধীরে ধীরে নিতাইএর পায়ে ধরিয়া) নিতাইদা, তোমার পায়ে পড়ি।

নিতাই স্তম্ভিত হইয়া উর্দ্ধমুখী মনোরমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তাহার পর কিছুক্ষণ পরে বালকের মত উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিল

নিতাই। দিদি—দিদি—বোনটি আমার—আমি যাব না—তোরই কথা রাখ্‌বো।—কিন্তু আমার এমন লক্ষ্মী বোনটিকে এই শাস্তি দেয—এই শাস্তি দেয়!

মনোরমা কাঁপিতেছিল; নির্ম্মলা দ্রুত বাহির হইয়া স্তম্ভিত অজিতকে ধরিয়া মনোরমার কোলের নিকট লইয়া গিয়া

নির্ম্মলা। রাখ্‌তে পার্‌লি নে বোন—নে, এই অজিতকে কোলে নে —ওকে বুকে চেপে ধর্‌—ওকে বুকে চেপে ধর্‌!

চতুর্থ দৃশ্য

হাবড়া

ব্রজরাণীর কক্ষ

মোক্ষদাচরণ ও অরবিন্দ

মোক্ষদা। তা বাবাজি, এ দিক্‌কার সব ব্যবস্থাই ভাল রকম হ'য়েছে। দানসাগর—দম্পতিবরণ, বেশ ভাল ভাবেই হবে। তোমার ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই—আমরা পাঁচজন আছি—

অরবিন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারাই এখন আমার একমাত্র বল ভরসা—

মোক্ষদা। সে জন্য তোমায় ভাব্‌তে হবে না। সে সব হ'য়ে যাবে। তোমায় যে জন্য একবার এখানে আস্‌তে ব'ল্লুম!

অর। বলুন?

মোক্ষদা। হ্যাঁ হ্যাঁ—ব'ল্‌চি—ব'ল্‌চি। কিছু মনে ক'রো না বাবাজি! আমি তোমায় ভাল রকমই চিনি। তবে কি না—বুঝ্‌লে বাবাজি—তবে কি না—এটা সংসার, আমরা হ'চ্চি সংসারী। এখানকার যা কর্ত্তব্য, সেগুলো তো নিয়ম মতন ঠিক ঠিক ক'রে যাওয়া চাই। তাই একটা অপ্রিয় প্রসঙ্গ হঠাৎ একটিবারের জন্য তুল্‌তে হ'লো বাবা! তা, তুমি সে জন্য দুঃখিত হয়ো না। আমি তোমায় কিছু অবিশ্বাস ক'রে এ কথাটা ব'ল্‌চি না। নেহাৎ বাপের প্রাণ কি না! —সেই জন্যই তার মুখটা চেয়েই আমায়—বুঝ্‌তে পাচ্ছ তো—নেহাৎ সেইটের জন্যে—

অর। আমায় কি আদেশ ক'চ্চেন, বলুন?

মোক্ষদা। না না—আদেশ কিছু নয়—আদেশ কিছু নয়। সেই তোমাদের বিয়ের সময়কার কথাটা। সে সময়ে সকলেই আমার ছুট্‌কীর বিয়ে এখানে দিতে বারণ ক'রেছিল কি না—আর তোমার শাশুড়ীঠাক্‌রুণ—সেও তো শুনেইছো, কেঁদে-কেটে একেবারে শয্যাধরা হ'যে প'ড়েছিল। বলে—'সতীনে মেয়ে দেবার চেয়ে, মেয়েকে গঙ্গাজলে কলসী বেঁধে ভাসিয়ে দাও।' মেয়েমানুষ কি না—তা আমি তো আর মাগী ছাগী কারোর কথা কানে তুলি নি—সকলে একদিকে, আর আমি একদিকে। আমি বলি—'মৃত্যুন বোস যখন আমায় কথা দিয়েছেন,তখন সে কথার আর নড়চড় নেই—সে সতীন থাকা না থাকা—একই কথা।

অর। আমার বাপের প্রতিজ্ঞা, আমা দ্বারা ভঙ্গ হবার কোন' সম্ভাবনা কি দেখা গেছে?

মোক্ষদা। না না—তা কি ব'লছি—তা কি ব'লছি—সে তো আমি বরাবরই জানি—আমায় আর তোমাকে বোঝাতে হবে না বাবা—তবে ওরা সব মেয়েমানুষ—মেয়েমানুষের জাত—ওদের কথা ধরে কে? আমি একরকম ব'লেই এসেছি—আবার এই এখনই বাড়ী গিয়ে বেশ ক'রে ওদের বুঝিয়ে দেবো এখন যে, বোসজাই গত হ'য়েছেন—তা ব'লে তাঁর ভদ্রলোকের সঙ্গে দত্ত কথার তো আর মৃত্যু হয় নি। তোমাদের এ সব ছোট ভাবনা কেন? (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ওরে দেখ্ দেখি—ছেলেগুলো সব গাড়ীতে উঠেছে কি না?—রাত্রে এক ব্যাটা মক্কেলের আস্‌বার কথা আছে। বেটার ছেলে জ্বালিয়ে মেরেছে হে? তার ইচ্ছে যে চব্বিশ ঘণ্টাই আমি তার কাগজপত্র নিয়ে ব'সে থাকি। আচ্ছা তুমি এখন বিশ্রাম করো, আমি চল্লুম। মোক্ষদাচরণের প্রস্থান

অরবিন্দের মাতার প্রবেশ

অর-মাতা। বাবা!

অর। মা!

অ-মা। আজ সমস্ত দিনেও তোকে একবার নিরিবিলি পাই নি। বেয়াইমশায় চ'লে গেলেন?

অর। হুঁ।

অ-মা। ওখানে গিয়েছিলি?

অর। হুঁ।

অ-মা। সবাই ভাল আছে?

অর। হ্যাঁ।

অ-মা। খোকাটীকে দেখ্‌লি?

অর। দেখেছি।

অ-মা। কত বড়টী হ'য়েছে?

অর। বড় হয়েছে তো।

অ-মা। দেখ্‌তে কার মতটী হ'য়েছে রে? তোর মত না আমার বউমার মত?

অর। তা তো জানি নে।

অ-মা। আস্‌তে চাইলে না?

অর। না।

অ-মা। কিছু বল্লে তোকে? কোলে এলো?

অর। উঁহুঁ।

অ-মা। ওরে, একবার তাকে সঙ্গে ক'রে আন্‌লি নি কেন রে? একটী-বার দাদুর আমার চাঁদমুখখানি দেখ্‌তুম যে!

অরবিন্দ নিরুত্তর

অ-মা। উঃ—কি পাষাণই আমি পেটে ধ'রেছিলুম! কি পাষাণ! কাল অত ক'রে ঠেলেঠুলে পাঠালুম—মনে ক'র্লুম—ছেলের মুখ চোখে প'ড়্লে—আর এমন ক'রে থাকৃতে পার্বে না। পৃথিবীতে মানুষ ঐ মুখখানির দিকে চেয়ে আর সবই ভুলে যেতে পারে—কেবল ঐখানিকেই পারে না। তা তোরা তাও পারিস! কেমন লোকের ছেলে বাবা তুমি! তোমার কাছে আশা ক'র্তে যাওয়াই যে আমার ভুল হ'য়েছিল!

কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান

অর। ভগবান্!

কম্বলের বিছানায় উপবেশন করিলেন

ব্রজরাণীর প্রবেশ

ব্রজ। কাল রাত্রে কিছু খেলে টেলে না, ওখানে বুঝি খেয়ে এসেছিলে?

অর। হ্যাঁ।

ব্রজ। সেই জন্যেই বুঝি এত রাত হ'লো?

অর। হুঁ।

ব্রজ। আমাদের কিছু ভাবনা হ'চ্ছিল যে, হয় তো শরীর ভাল নেই, না কি। খাওয়ার কথা তো কার্ত্তিকেটা কিছুই ব'ল্লে না—

অর। সে তো তোমার মত ক্ষেপে নি।

ব্রজ। আমিই বা ক্ষেপ্লুম কিসে?

অর। তা একটু ক্ষেপেছ বই কি?

ব্রজ। হ'তে পারে। তবে কি লক্ষণ পেলে, শুন্তে পাই নে?

অর। আমার কি এখন যেখানে সেখানে খেয়ে বেড়াবার সময়?

ব্রজ। যেখানে সেখানে নয়, তবে ওখানে খেলে দোষ কি?

অর। ওখানেই বা আমার 'যেখানে সেখানের' সঙ্গে প্রভেদটা কি?

ব্রজ। তা একটুখানি আছে বই কি।

অর। কি, শুন্‌তে পাই নে?

ব্রজ। আর কোন্‌দিন রাত একটায় বাড়ী ফিরে সারারাত নীচের ঘরে প'ড়ে কেঁদেছ?

অর। কেঁদেছি?

ব্রজ। হ্যাঁ, কাঁদো নি কি? কার্ত্তিক তোমার দোরে শুয়ে, কাল যে উপদেবতার বড় বড় নিশ্বাসের শব্দ শুন্‌লে, সে উপদেবতা কে গো? আমিও তো আর চাষা নই! মনের সমস্তটাই তোমার সে যে আজও পর্য্যন্ত জুড়ে ব'সে আছে। আমার কি আর এতটুকু একটু স্থান আছে কোথাও?

অর। আমি তোমায় অযত্ন ক'রেছি কখনো?

ব্রজ। যত্ন আর ভালবাসা দুইই কি এক? কি, চুপ ক'রে রইলে কেন? তবে শোনো—অযত্ন যে ঠিক কোনদিন ক'রেছ, সে কথা ব'ল্লে আমার জিভ খ'সে যাবে, তা আমি বল্‌তে পার্‌বো না। কিন্তু তুমি যাকে যত্ন মনে ক'রে ক'রেছ, যত্নের ঠিক স্বাদও তা থেকে আমি কোন দিন পাই নি। আমায় রাশি রাশি বই, এসেন্স, গহনা, শাড়ী কিনে এনে দিয়েছ—কোন' দিন একটা কথা রেগেও বলো নি। কিন্তু সেই কি সব? আমি কিছু ব'ল্‌তে চাই নে—অনেক-বার তো ব'লেছি—ও সব ছাই পাঁশ—তোমার ও শুক্‌নো আদর যত্ন—ও সব আমার চাই নে—ও সবে আমার এতটুকুও লোভ নেই। তুমি যখন আমায় সত্যিকার ভালবাস্‌তে পার্‌বে না, তখন তুমি কেন আমায় বিয়ে ক'রেছিলে? মনের মধ্যে সমস্তক্ষণ আর এক-জনকে ধ্যান ক'রে, বাইরে এই যে একটা টেনে এনে ঘরকন্না করা—এটা কি একটা মস্ত বড় ছলনা নয়? এতে কি পাপ নেই?

অর। এর জন্য আমায় অনুযোগ বৃথা। এর জন্য দায়ী আমি কি না,

তা তুমি জানো। কিন্তু এর জন্য আর চিরকাল ধ'রে কেঁদে কেটে কি ক'র্‌বে বল?—এখন নিজের বিছানায় গিয়ে স্থির হ'য়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ো দেখি—অনেক রাত হ'য়ে গেছে।

ব্রজ। আমায় যে তুমি বাপের কথায় বাধ্য হ'য়ে বিয়ে ক'রেছ,তা জানি, কিন্তু আমায় বল দেখি তুমি, এ রকম কর্‌বার তোমাদের কি অধিকার আছে? যাকে ভালবাস্‌তে পার্‌বে না—কখনো পারবে না—কেন তাকে চিরদিন এমন ক'রে পুড়িয়ে মারবার জন্য ঘরে নিয়ে এলে?

অর। কি ছেলেমানুষী ক'চ্ছ রাণি? তোমার উপর এতটুকুও অন্যায় হয় নি, তুমি নিজেই বরং ভেবো দেখো। অনর্থক, নিজের মনের হিংসায় যদি জ্বলো, সে দোষ আর কারো নয়, শুধু তোমার।

ব্রজ। সে দোষও আমার নয়। তুমি শুধু বাইরের কথাটাই ব'ল্‌চ, কিন্তু ভিতরে যে সেইই তোমার সব। সেখানে আমি যে ভিখারী।

অর। রাণি, তুমি বাড়ালে। সেই একজনকে ভিখারীর অধম ক'রেও কি তোমরা তৃপ্ত হও নি?—আর আমার কথা—একবিন্দু মনুষ্যত্ব এ মন থেকে কোন দিন ক্ষ'রে প'ড়্‌তে দেখেছ কি?

ব্রজ। এই যে কথাগুলো ব'ল্লে, ঐগুলোই যে তোমার বুকের রক্তে স্নেহের রসে মাখা।

অর। তবে নাচার!

ব্রজ। আমি তো তোমায় কিছু বল্‌ছি নি। তুমি কেন রাগ ক'চ্ছ? এ যে হবেই! তুমি যে তাকে ভালবেসেছিলে—কেমন ক'রে ভুল্‌বে—কেমন ক'রে আবার আর এক জনকে ঠিক্ তেম্‌নি ক'রে ভালবাস্‌বে?—সে কি হয়!

অর। আমি জানি নে। ঘুমে আমার শরীর পাথর হ'য়ে জ'মে আস্‌ছে

—যদি দয়া ক'রে একটুখানি রেহাই দাও—অন্ততঃ আজকের রাতটা—

ব্রজ। বেশ তো—ঘুমোও না তুমি—আমি কি তোমায় বারণ ক'রেছি? —এ তো আর বর্দ্ধমান থেকে আসা নয় যে—

অর। তুমি বড় বাড়ালে—

অরবিন্দের **প্রস্থান**

ব্রজ। এ অবজ্ঞা—এ তাচ্ছিল্য আর সহ্য হয় না! এর চেয়ে যদি সতীন নিয়ে ঘর ক'র্‌তুম—উঃ—ভাব্‌তেও গা শিউরে ওঠে!—মা গো, সতীনের উপর মানুষে কেন মেয়ে দেয়—গঙ্গায় তো এখনো জলের অভাব হয় নি!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বৰ্দ্ধমান

মনোরমার কক্ষ

অজিত মনোরমার বাক্স খুলিয়া জিনিসপত্র বাহির করিতেছে

অজিত। (খুঁজিতে খুঁজিতে একখানি ফটো বাহির করিয়া) এই তো বাবার ফটো! কিন্তু এঁর মুখের সঙ্গে তো তাঁদের কারো মুখের মিল নেই! এটা কিসের ফটো? কার্ত্তিকের দাদারও এই রকম ফটো দেখেছি। শুনেছিলুম—এই রকম পোষাকে কনভোকেশনে বি-এ পাশের ডিগ্রী আন্‌তে যেতে হয়। মাথায় ক্যাপ—গাউন পরা—এই বিশ্রী পোষাকটাতেই বাবার আসল চেহারাটা ধ'রতে পারছিনে! মার কাছে লুকিয়ে এক রকম জোর ক'রেই চাবি নিয়ে এলুম—কোন' ফলই হ'লো না। রাজবাড়ীতে সাহিত্যিকের দল সব এলো—শুনলুম আমার বাবাও এসেছেন। ষ্টেশনে গেলুম, কিন্তু চিন্‌তে পারলুম না—কে আমার বাবা! ছিঃ ছিঃ—কি লজ্জা—ছেলে হ'য়ে বাবাকে চিন্‌তে পারলুম না।

মনোযোগের সহিত ফটো দেখিতে লাগিল

মনোরমার প্রবেশ

মনোরমা। (স্বগত) অজুর হঠাৎ চাবির কি দরকার হ'লো? (অগ্রসর হইয়া) এ কি, অজু অমন ক'রে ব'সে আছে কেন? (প্রকাশ্যে) অজিত!

অজিত। মা! (চমকিত হইয়া ফটোখানি কাপড়ের মধ্যে লুকাইতে গিয়া পড়িয়া গেল)

মনোরমা। (স্বগত) এ যে দেখ্‌ছি—তাঁরই ফটো। অজিত কি এরই জন্যে চাবি আন্‌লে? অজু কি তাহ'লে সে সব জান্‌তে পেরেছে? (প্রকাশ্যে) অজু?

অজিত। মা!

মনোরমা। তোর ফটোর দরকার, তা তুই আমায় লুকুলি কেন অজু?

অজিত। আচ্ছা মা, এই ফটো থেকে সত্যিকারের বাবার মুখ কেমন ক'রে চিন্‌তে পারা যাবে বল তো? তুমিই দেখ না—কোথায় এতটুকু মিল নেই।

মনোরমা। (চমকিত হইয়া ঈষৎ বিমর্ষ হাস্যের সহিত) মিল নেই, তুই কি ক'রে জান্‌লি?

অজিত। সে আমি জানিগো জানি। শুধু শুধু বুঝি কাল আমার বাড়ী ফির্‌তে অত দেরী হ'লো? তাদের আন্‌তে বুঝি যাই নি আমি?

মনোরমা। কাদের আন্‌তে কোথায় গেছ্‌লি অজু?

অজিত। সাহিত্যিকদের আন্‌তে ষ্টেশনে গেছ্‌লুম যে আমি।

মনোরমা। তার সঙ্গে—এ ছবির সঙ্গে কি?

অজিত। বাঃ, ছবি না দেখ্‌লে আমি বাবাকে চিন্‌বো কেমন ক'রে? আমি বুঝি তাঁকে কক্ষনো দেখেছি? ঠাকুরদার শ্রাদ্ধের সময় তাঁর আস্‌বার কথা ছিল, কিন্তু কাজের ভিড়ে তিনি তো আস্‌তে পারলেন না। তোমার কিছুই মনে থাকে না মা! সেই জন্যেই তো তাঁকে কাল ষ্টেশনে চিন্‌তে পার্‌লুম না। আর তিনিও—

মনোরমা। কাকে ষ্টেশনে দেখে তুই চিন্‌তে পারলি নে অজু? কে এসেছে?

অজিত। কেন, বাবা বুঝি রাজার বাড়ী আসেন নি? তিনি বুঝি একজন সাহিত্যিক নন? রাজার সঙ্গে যে তাঁর ভাব আছে। তুমি কিচ্ছু জানো না মা?

মনোরমা। (স্বগত) কিছুই তো বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

অজিত। বাবা সব ইংরিজি কাগজে প্রবন্ধ লেখেন—প্রদীপ, ভারতী আরও কিসে কবিতা লেখেন, সে সব কবিতা নাকি খুব ভাল হয়। আমি কিন্তু কিছুই পড়ি নি, তুমি পড়েছ মা?

মনোরমা। (স্বগত) যে কবিতা লিখ্‌তেন—আগে আমায় শোনাতেন—তার পর কাগজে ছাপতে পাঠাতেন। কত কবির কত কাব্যেরই আলোচনা ক'রতেন। আমি সব বুঝ্‌তে পারতুম না—তাই নিয়ে কত হাসি কত ঠাট্টা! রাগ ক'রলে কত আদর ক'রতেন। সেদিন আজ স্বপ্নের কথা হ'য়ে গেছে।

অজিত। বুঝেছি, কিচ্ছুই পড়ো নি। আর কেমন ক'রেই বা প'ড়বে, ও সব কাগজ তো আর আমাদের এখানে আসে না। আমাদের ওগুলো এইবার থেকে নিতে হবে মা—বাবার লেখা প'ড়্‌তে আমার বড্ড ইচ্ছে ক'র্‌চে। বাবাকে তাঁর পুরানো লেখাগুলো আমায় দিতে ব'ল্‌বো—কেমন মা? বাবা নিশ্চয় দেবেন—হ্যাঁ মা—দেবেন না?

মনোরমা। (যেন ধ্যান ভাঙ্গিয়া জবাব দিল) কি?

অজিত। পুরানো লেখাগুলো।

মনোরমা। কার?

অজিত। বাঃ, তুমি বুঝি ঘুমিয়ে প'ড়েছিলে? বাবার—বাবার। বাবার পুরোনো লেখাগুলো চাইলে বাবা আমায় দেবেন না?

মনোরমা। তিনি সত্যি এখানে এসেছেন? তুই ঠিক্ জান্‌তে পেরেছিস?

অজিত। কে মা ?

মনোরমা। কি মুখ্যু ছেলে তুই! এই যে বল্লি, তাঁকে চিন্‌তে পারলি নে, আবার এরই মধ্যে সব ভুলে খেয়ে ফেলেছ !

অজিত। বাবার কথা ব'ল্‌ছ ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি এসেছেনই তো। আরও অনেক লোক তাঁর সঙ্গে এসেছেন কিনা, তাই হয় তো আমাদের বাড়ী আস্‌তে পারেন নি। তিনি যদি একলা আসতেন, আমি ঠিক তাঁকে চিন্‌তে পারতুম। মা, তুমিও কিন্তু বাবাকে দেখ্‌লে কক্ষনো চিন্‌তে পার্‌বে না। তুমি যে ছবি থেকে তাঁকে চিনে ফেল্‌বে, সেটি মনেও ক'রো না।

মনোরমা। (আবেগে অজিতকে নিজের দিকে টানিয়া লইয়া) অজু— অজু, আমাকে একবার দেখাতে পারিস—আমায একবার দেখাতে পারিস ?

অজিত। তুমি! কেমন ক'রে দেখ্‌তে যাবে মা ? সেখানে যে অনেক সব লোকজন রয়েছে, তুমি তাদের সাম্‌নে বা'র হবে কি ক'রে ?

মনোরমা। (অজিতের দুই হাতের মুঠা চাপিয়া ধরিয়া) যে ক'রে হয়— যেমন ক'রে হয়—আমায় একবার দেখা। যুগ-যুগান্তর হ'য়ে গেল— আমি তাঁকে দেখি নি। কাছে পেয়েও সেবারকার সেদিন আমার ব্যর্থ হ'য়ে গেছে। তুই বড় হ'য়েছিস—একটা বুদ্ধি কর্—যে ক'রে হোক, একবার তাঁকে আমায় দেখা।

অজিত। (বিস্মিত হইয়া মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া) মা—মা!

মনোরমা। পার্‌বি অজিত—পার্‌বি ? শুধু একটীবার তাকে দেখ্‌বো।

অজিত। (কি ভাবিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া উৎসাহের সহিত) আচ্ছা মা, ঠিক আমি তাঁকে এনে তোমায় দেখাব।

মনোরমা। দেখাবি? কেমন ক'রে—কেমন ক'রে দেখাবি অজিত?

অজিত। সে আমি তোমায় এখন ব'লচি নি, তোমায় দেখালেই তো হ'লো?

মনো। অজিত—অজিত!

বুকে জড়াইয়া মুখচুম্বন

অজিতের প্রস্থান

কত কাল—কত কাল পরে আবার তাঁকে দেখ্‌বো—অজিত তাঁকে এনে আমায় দেখাবে! কি আনন্দ! কিন্তু—কিন্তু—তিনি আস্‌বেন কি ক'রে? সহধর্ম্মিণী হ'য়ে আমি কি তবে তাঁকে পিতৃ-আজ্ঞা-লঙ্ঘন-পাপে লিপ্ত ক'র্‌বো? ছিঃ ছিঃ—আত্মহারা হ'য়ে ছেলের কাছে কি ছেলেমানুষী ক'র্‌লুম! না, না—তোমায় আসতে হবে না—তুমি যেমন আমার অন্তরে জাগ্রত দেবতা হ'য়ে বিরাজ ক'চ্চ—তেমনি করো। আমার জন্য তোমায় পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'র্‌তে হবে না। তুমি এসো না—তুমি এসো না!

বালিশে মুখ লুকাইলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

বর্দ্ধমান

সাহিত্যিকদলের বাসাবাটীর বাহিরের হলঘর

সুরেশ, রাখাল, হেমেন্দ্র, সুজন প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ

চা পান করিতে করিতে সকলে গল্প করিতেছেন। ইহাঁদের মধ্যে সুরেশবাবু বয়স্ক এবং ইহাঁকে সকলে শ্রদ্ধা করেন

রাখাল। তা যাই বলো, বর্দ্ধমানে গোলাপবাগান একটা দেখ্‌বার জিনিস।

হেমেন্দ্র। কি বলো রাখালদা, আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখে একি আর চোখে লাগে? সমুদ্রের সঙ্গে কি গে'ড়ে ডোবার তুলনা হয়?

সুরেশ। আমি বছর পাঁচ আগে আর একবার বর্দ্ধমান এসেছিলুম, তখন জীবজন্তু আরও বেশী দেখেছিলুম।

সুজন। রাজ-লাইব্রেরীটি কিন্তু আমার ভাল লাগ্‌লো—খুব collection.

রাখাল। হ্যাঁ, অনেক rare বই দেখ্‌লুম বটে।

সুরেশ। দেখ, এই বর্দ্ধমান সহরটায় এলে, ইতিহাসের সেই অতীত করুণ কাহিনী—আগেই কেমন আমার মনে এসে পড়ে! এই বর্দ্ধমানেই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী নুরজিহান এসে তাঁর রূপের আলো ছড়িয়েছিল। মেহেরের প্রেমে উন্মাদ সেলিম—বাদশার তক্তে ব'সেই জোর তলপে দূত পাঠালেন—মেহের যাবে না—বাংলার আবহাওয়ায় থেকে সে স্বামী ছেড়ে দিল্লীর সিংহাসনও চাইলে না! শেষটা ঘাতকের খড়্গে এই বর্দ্ধমানের মাটি সের আফগানের রক্তে রাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌লো!

হেমেন্দ্র। ঠিক্ ব'লেছেন—আমার মনে হয়—সেই থেকেই "বর্দ্ধমানের রাঙ্গা মাটি" এই প্রবাদটা চ'লে আস্‌ছে।

সুরেশ। না, রহস্য নয়—মোগল বাদ্‌শাদের আমলে এই বর্দ্ধমানেই বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তারা বাস ক'র্‌তেন। বর্দ্ধমান ইতিহাস-বিখ্যাত।

রাখাল। আমার মনে হয় ম'শার—বিদ্যাসুন্দরের জন্যই বর্দ্ধমান সব চেয়ে বিখ্যাত। "একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন। যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন?" ইতিহাস যত করুক্ আর না করুক্—একা ভারতচন্দ্রই বর্দ্ধমানকে অমর ক'রে রেখে গেছে। চলুন না—সুড়ঙ্গ-দ্বারটা দেখে আসা যাক্—এখনো তার চিহ্ন আছে—

"চোর ধরি, হরি হরি শব্দ করি কয়।
আর মোরে, কেবা পারে, আর কারে ভয়॥"

সুজন। আহা, ভারতচন্দ্রের কি কবিত্ব!—বিদ্যার কি অদ্ভুত রূপবর্ণনা!

"তড়িৎ ধরিয়া রাখে আঁচলের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে॥
কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।
পদ-নখে প'ড়ে তার আছে কত গুলা॥"

হেমেন্দ্র। আচ্ছা রাখালদা, ঐতিহাসিকেরা কি সেই বকুল গাছটার কোন' স্মৃতিচিহ্ন—একটা 'ট্যাবলেট' বসিয়েও রাখ্‌তে পারেন নি? যার তলায় শুকপাখী হাতে, সুন্দর এসে প্রথম ব'সেছিল? তারপর ফুলের সাজি হাতে মালিনী মাসী এসে হাজির—"এবে বুড়া, তবু কিছু গুঁড়া আছে তায়।"

সুরেশ। আহা—তোমরা কি করো?—ভুলে যাচ্চ কেন—আমরা রাজ-অতিথি?—এ সব প্রসঙ্গ ছেড়ে দাও।

দুইজন যুবকের প্রবেশ

যুবকদ্বয়। নমস্কার!

সুরেশ। আসুন—বসুন। আপনাদের কি কোন প্রয়োজন আছে?

১ম যুবা। আজ্ঞে, আমাদের 'আসুন বসুন' ব'ল্‌বেন না—আমরা আপনাদের সন্তান তুল্য।

২য় যুবা। আপনারা সব বিখ্যাত সাহিত্যিক, আমরা আপনাদের কাছে সাহিত্য সম্বন্ধেই একটা মীমাংসার জন্য এসেছি।

সুরেশ। বেশ বাবা, বেশ, কি বিষয়ের মীমাংসা ক'র্‌তে চাও—বলো?

২য় যুবা। আজ্ঞে, আমরা রাজকলেজে পড়ি—আমরা বন্ধু-বান্ধব মিলে একটী club ক'রেছি, শনিবারে সেখানে সব এক সঙ্গে ব'সে সাহিত্য

আলোচনা করি। আমাদের মধ্যে একটা তর্ক উঠেছে—হেম বাঁড়ুজ্যে আর নবীন সেনের মধ্যে কে বড় কবি?

১ম যুবা। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে দুটো দল হ'য়ে গেছে। আপনাদের এর একটা মীমাংসা ক'রে দিতে হবে।

২য় যুবা। 'বৃত্র সংহার'—হেমবাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি।

১ম যুবা। নবীনবাবুর 'পলাশীর যুদ্ধ' বাঙ্গলা ভাষায় অতুলনীয়।

২য় যুবা। বৃত্রাসুর সভায় আস্‌ছেন—হেমবাবু বর্ণনা ক'চ্চেন—"হিমাদ্রির শৃঙ্গ যেন সহসা প্রকাশ!" কি grand conception!

১ম যুবা। নবীনবাবুর 'রাণী ভবানী'র কথাগুলো তো আর চোখ খুলে পড়ো নি—(অভিনয়-ভঙ্গীতে)

"আমার কি মত?
শুন তবে কৃষ্ণচন্দ্র রায়,
ইচ্ছা ক'রে এই দণ্ডে ভীমা অসি করে
নাচিতে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতরে—"

হেমেন্দ্র। আরে, থামো থামো! তোমরা এলে তো মীমাংসা কর্‌তে—এখন দেখ্‌ছি তোম্‌রাই civil war declare ক'র্‌লে।

১ম যুবা। মাপ ক'র্‌বেন, স্যার্, আমাদের অন্যায় হ'য়েছে।

সুরেশ। আচ্ছা বাপু, তোম্‌রা আগে আমার একটী কথার উত্তর দাও। তারপর আমি তোমাদের উত্তর দেব।

২য় যুবা। আজ্ঞে, বলুন।

সুরেশ। তোমাদের বর্দ্ধমানে সীতাভোগ আর মিহিদানা—এই দুটোই তো খুব বিখ্যাত?

১ম যুবা। আজ্ঞা হ্যাঁ—খাজার নামডাকও বড় কম নয়।

সুরেশ। আচ্ছা, খাজা এখন থাক্—তোমরা বল' দেখি—সীতাভোগ আর মিহিদানার মধ্যে কোনটা ভাল ?

২য় যুবা। আজ্ঞে, সীতাভোগের পাক এক রকম, মিহিদানার পাক আর এক রকম।

সুরেশ। তবুও দুটোর মধ্যে কোনটা বেশী ভাল ?

২য় যুবা। আজ্ঞে তা কি বলা যায় ?

সুরেশ। (১ম যুবার প্রতি) তুমি কি বল হে ?

১ম যুবা। আজ্ঞে, দুটোর আস্বাদন—দু'রকমের—কি ক'রে তুলনা হবে ?

সুরেশ। তোমাদের প্রশ্নের জবাব তোমাদের কথাতেই হ'য়েছে। দেখ, হেমবাবুর 'বৃত্র সংহার' পৌরাণিক কাব্য—নবীনবাবুর 'পলাশীর যুদ্ধ' ঐতিহাসিক কাব্য, উভয় কাব্যেরই বিষয়ের পার্থক্য—রসের পার্থক্য। হেমবাবু এক রসের কবি, নবীনবাবু অন্য রসের কবি—সুতরাং তুলনা ক'র্‌তে যাওয়াই ভুল, যেমন তোমাদের সীতাভোগ আর মিহিদানার তুলনা করা যায় না। কথাটা বুঝতে পার্‌লে কি ?

১ম যুবা। আজ্ঞে হ্যাঁ—অপূর্ব্ব উপমা !

২য় যুবা। আমাদের মাপ ক'র্‌বেন, স্যার্‌, আমাদের আজ একটা মস্ত ভুল ভেঙ্গে দিলেন।

সুরেশ। আর একটা কথা তোমাদের বলি। তোমাদের বাড়ী বোধ হয়—এই বর্দ্ধমান জেলায় ?

১ম যুবা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুরেশ। বন্ধু-বান্ধব মিলে একটা 'ক্লাব' ক'রে সাহিত্য-আলোচনা করো, এ খুব ভাল। কিন্তু হেমবাবু বড় না নবীন সেন বড়—এ সব নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ না ক'রে তোমাদের বর্দ্ধমান জেলায় যে সব প্রতিভাবান কবি সাহিত্যিক জন্মেছেন, তাঁদের প্রতিভা নিয়ে যদি আলোচনা

করো—তাঁদের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করো—সেইটেই তো খুব ভাল ? এতে সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি হয়, সেই সঙ্গে নিজের দেশের প্রতিও শ্রদ্ধা দেখান হয়, আচ্ছা তোমাদের বর্দ্ধমান জেলায় কে কে বড় কবি জন্মেছেন—তাঁদের নাম করো দেখি ?

২য় যুবা। আজ্ঞে, কাশীরাম দাস—বাড়ী সিঙ্গী গ্রাম।

১ম যুবা। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী—উপাধি কবিকঙ্কণ—বাড়ী দামুন্যাগ্রাম।

রাখাল। দাশরথী রায়ের নামটা ক'র্‌লে না ? পাঁচালী গেয়ে যাঁর দেশজোড়া নাম, তিনিও তো বর্দ্ধমান জেলার হে ?

১ম যুবা। আজ্ঞে, স্যার্‌, ওটা বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে। তাঁর বাড়ী কাটোয়ার কাছে বাঁধমুড়ো।

সুরেশ। বেশ বেশ, বড় সন্তুষ্ট হ'লুম। কিন্তু আর এক জন মহাভক্ত মস্ত বড় কবিকে ছেড়ে দিয়ে গেলে যে বাবা !—যাঁর জন্মভূমি ব'লে তোমাদের বর্দ্ধমান জেলা ধন্য হ'য়েছে ?

২য় যুবা। আজ্ঞে, কে ম'শায়—কে ম'শায় ! এত বড় কবি আমাদের কি জানা নেই ? কই, তেমন বড় কারেও তো স্মরণ হ'চ্চে না !

সুরেশ। তিনি প্রাতঃস্মরণীয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ—'চৈতন্য চরিতামৃত' লিখে তিনি কাশীরাম দাসের ন্যায় অমর হ'য়ে রয়েছেন। তাঁর বাড়ী তোমাদেরই বর্দ্ধমান জেলায়—ঝামটপুরে।

১ম যুবা। আজ্ঞে বলেন কি ? নিজের জেলায় এত বড় ভক্ত কবির জন্মস্থান—তা তো আমরা জান্‌তুমই না। আপনি যথার্থই ব'লেছেন, —আমরা 'ক্লাবে' মূর্খের মতন কেবল ঝগড়াই করি।

নেপথ্যে ভিক্ষুকের গান

"আমার কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।"

মশায়, ঐ শুনুন, ভিখারী নীলকণ্ঠ মুখুজ্যের গান গাচ্চে, এঁর যাত্রার খুব নাম ডাক ছিল—ওঁরও বাড়ী এই বর্দ্ধমান জেলায়।

সুজন। নীলকণ্ঠের খুব নাম শুনেছি, তাঁর গান না কি বড় মধুর।

রাখাল। আচ্ছা, ওকে ডেকে আনো দেখি।

২য় যুবা। আমি এখনই ডেকে আনছি।

উৎসাহের সহিত প্রস্থান

হেমেন্দ্র। ওঁর বাড়ীটি কোন গ্রামে?

১ম যুবা। আজ্ঞে, ধবনী।

হেমেন্দ্র। ধবনী? তাহ'লে তো তাঁর গানে ধমনীতে ধমনীতে রক্তস্রোত ছোটা উচিত। মধুর হ'লে তো রক্ত হিম হ'য়ে যাবে।

২য় যুবার পশ্চাতে গাহিতে গাহিতে ভিক্ষুকের প্রবেশ

ভিক্ষুকের গীত

(আমার।) কতদিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
কবে ব'ল্‌তে হরিনাম, শুন্‌তে গুণগ্রাম,
অবিরাম নেত্রে ব'বে অশ্রুধার॥
(কবে) সুরসে রসিক হইবে রসনা,
জাগিতে ঘুমাতে বুষিবে ঘোষণা,
কবে হবে যুগল-মন্ত্রে উপাসনা,
বিষয়-বাসনা ঘুচিবে আমার॥

* * *

কতদিনে ব্রজের প্রতি কুলি কুলি,
কাঁদিয়ে বেড়াব স্কন্ধে ল'য়ে ঝুলি,
কণ্ঠ কয়, কবে পিব কর তুলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার॥

সুরেশ। এই নীলকণ্ঠ একজন ভগবদ্ভক্ত কবি ছিলেন।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে 'কণ্ঠে'র পদের আর কি জোড়া আছে! যাত্রা গেয়ে ইনি জমীদারী ক'রে গেছেন।

হেমেন্দ্র। দাশরথী রায়ের গান তোমার জানা আছে কি? জান তো, একটা শুনিয়ে দাও। আমাদের আজ আবার কোল্‌কাতা যেতে হবে।

ভিক্ষুক। আজ্ঞে, রায়ম'শাযের গান আর জানি নে! শুনুন—তাঁর লবকুশীর পালার একখানা গান। লবকুশী হনুমানকে বেঁধে মা জানকীকে দেখাতে নিয়ে যাচ্চেন। হনুমান ব'ল্‌ছেন—

হেমেন্দ্র। আচ্ছা, তোমার ভণিতা রাখো, এখন গান সুরু করো।

ভিক্ষুক। দাঁড়ান মশায়, মা সরস্বতীকে না ডেকে আমি কোন গান গাই না। (ঊর্দ্ধমুখে করযোড়ে) মা, বাবুদের গান শোনাবো, আমার কণ্ঠে এসে ব'সো মা! (সাহিত্যিকদের প্রতি) হ'য়েছে বাবু, এইবার একবার রায়ম'শায়কে উদ্দেশে প্রণাম ক'রে নি। (প্রণাম করিয়া) এইবার শুনুন :—

গীত

ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব,
বাঁধা না দিলে, পারিতে না বাঁধ্‌তে।
ভব-বন্ধন বারণ কারণ—
শুনরে জ্ঞান হীন—আমি অনেকদিন,
বাঁধা আছি মা জানকীর চরণ-প্রান্তে॥
ভব-চিন্তাহারী প্রতি আমি রত,
প্রাণ দিয়াছি পদ-প্রান্তে অবিরত,
আমি চিন্তামণির প্রিয় সুত,
ওরে চিন্তামণি-সুত—পার না চিন্‌তে॥

সুজন। গানটীর প্রথম দু'লাইন অতি চমৎকার।

সুরেশ। কেন সমস্ত গানটীতে ভাবের কোথাও অভাব নাই।

রাখাল। আচ্ছা, তুমি এসো বাবা—এইবার আমরা যাবার উজ্জুগ ক'র্‌বো। এই নাও তোমার বথ্‌সিস।

টাকা প্রদান

ভিক্ষুক। জয় হোক বাবা! আমার নাম নিতাং দাস, রাণী সায়েবের পাশে রামী বৈষ্ণবীর বাড়ীতে থাকি। আবার যদি বদ্দমানে পায়ের ধূলো পড়ে, দেখতে পাব। বাবুম'শায়রা—প্রণাই হই।

ভিক্ষুকের প্রস্থান

রাখাল। চলুন, আর দেরী ক'র্‌লে ট্রেণ ফেল হ'য়ে যাব।

১ম যুবা। তাহ'লে আমরা আসি, স্যার! আপনাদের অমূল্য উপদেশে আজ আমরা ধন্য হ'লুম।

সুরেশ। এসো বাবা!

সকলকে নমস্কার করিয়া যুবকদ্বয়ের প্রস্থান

সাধুচরণ ভৃত্যের প্রবেশ

সাধু। বাবু, গাড়ী এনেছি। গাড়ীর মাথায় মোটঘাট, বিছানা, চামড়ার ব্যাগ সব চাপিয়ে দিয়েছি। তাহ'লে আর দেরী ক'র্‌বেন না, ট্রেণ আস্‌বার তো আর বেশী দেরী নেই।

সুরেশ। তাহ'লে সাধুচরণ, তোমাদের জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখো, আমরা চ'ল্লুম। তোমার বখসিস এই পাঁচটা টাকা নাও।

টাকা প্রদান

সাধু। (গ্রহণ করিয়া) কেন—কেন বাবু, আপনাদের গোলাম—আবার আস্‌বেন বাবু। প্রণাম করি।

হেমেন্দ্র। তা হ'লে সিদ্ধিদাতার নাম ক'রে সব উঠে পড়ুন।

সকলের উত্থান—এমন সময়ে অজিতের প্রবেশ

বেরোবার সময় তুমি আবার কে হে ছোকরা?—কিছু মীমাংসা ক'রতে হবে না কি?

অজিত। (সকলের মুখের পানে চাহিতেচাহিতে সুজনবাবুকে দেখিয়া হর্ষের সহিত স্বগত) এই বাবা! (সুজনবাবুর হাত চাপিয়া ধরিয়া প্রকাশ্যে) আমি অজিতকুমার বসু—আমার বাবার নাম শ্রীযুক্ত অররিন্দ বসু।

সুজন। কোন্ অরবিন্দ বোস্? এইখানেই তিনি থাকেন তো?

অজিত। (বিস্মিত ও হতাশ হইয়া হাত ছাড়িয়া দিয়া) বাবা কোল্‌কাতায় থাকেন—তিনি কবি।

সুজন ব্যতীত সাহিত্যিকগণের প্রস্থান

সুজন। অ্যাঁ! বল কি—অরু বোসের ছেলে তুমি? তা বলো নি কেন? অরুকে আমি বেশ জানি। মধ্যে মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎও হয় তার সঙ্গে। এখানে এসে পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে যেন তোমায় দেখেছি ব'লে মনে হ'চ্ছে। ও—তুমিই এতক্ষণ উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিলে নয়?

অজিত। হ্যাঁ।

সুজন। (স্বগত) বেশ ছেলেটী! (প্রকাশ্যে) কোন্ স্কুলে পড়ো বাবা?

অজিত। আজ্ঞে, রাজস্কুলে—থার্ড ক্লাসে।

সুজন। বাঃ, এইটুকু ছেলে—থার্ড ক্লাসে পড়ো? তুমিই তোমাদের ক্লাসের ফার্ষ্ট বয় বোধ হয়, না?

অজিত। (মুখ নত করিয়া) হুঁ।

সুজন। আচ্ছা, আমি কোল্‌কাতা গিয়েই তোমার বাবার সঙ্গে দেখা ক'রে তোমার কথা ব'ল্‌বো। তোমার নামটী কি ব'ল্লে বাবা?

অজিত। অজিতকুমার বসু।

হেমেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ

হেমেন্দ্র। ওহে সুজন, তোমার বাৎসল্য-রস এখন চাপা দিয়ে ফেলো—দেখচি নেহাৎ ট্রেণটা ফেল করাবে।

হেমেন্দ্রের প্রস্থান

সুজন। আচ্ছা বাবা, তবে আসি।

অজিতের পিঠ চাপড়াইয়া প্রস্থান

অজিত। মাকে কি ব'ল্‌বো—মাকে কি ব'ল্‌বো!

কাঁদিয়া ফেলিল

তৃতীয় দৃশ্য

হাবড়া

অরবিন্দের বাটী

অরবিন্দ তাহার ঘরে বসিয়াই বই পড়িতেছিল

ব্রজরাণী প্রবেশ

অর। (চমকিয়া চাহিয়া) এ কি? এরই মধ্যে নিমন্ত্রণ থেকে ফির্‌লে যে? না এখনো যাও নি?

ব্রজ নীরব

অর। দেখি—দেখি, মুখখানা যে আষাঢ়ের মেঘের মত অন্ধকার। কি হ'লো রাণি?

ব্রজ। নিমন্ত্রণ ক'রে যারা 'দূর দূর' ক'রে তাড়িয়ে দেয়, সেখানে কি নির্লজ্জের মত ব'সে থাকতে ব'লো তুমি?

অর। তাড়িয়ে দেয়?

ব্রজ। তা নয় তো কি? আপ্‌নার পিসী—সেও তো 'ভাইঝি' ব'লে রেহাই ক'র্‌লে না। পিস্‌তুতো বোনের বিয়ে, গায়ে হলুদ, নিমন্ত্রণ বাড়ীতে পাঁচ এয়োর সঙ্গে আমোদ ক'রে বেড়াচ্চি, ক'নের গায়ে হলুদ ছোঁয়াবার সময় এয়োদের সব ডাক প'ড়লো, আমি ম'র্‌তে কি জানি, সংসারে—আমার এই অবস্থা! নিজের পিসী ডেকে ব'ল্‌লে—"ব্রজ, তুই যেন মেয়েটার গায়ে হলুদ ছোঁয়াস নে, সতীনে পড়া তুই—এ সব কাজে তোর একটু দূরে থাকাই ভাল।" আমি কারোকে কিছু না ব'লে গাড়ী ডাকিয়ে চ'লে এলুম।

আর। (খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল) হুঁ। তা না চ'লে এলেও পার্‌তে—তা বেশ ক'রেছ—চ'লে এসেছ। সতীনের উপর পড়া—এটা তো মিথ্যে নয়, তাতে আর কি হ'য়েছে?

ব্রজ। তাতে কি হ'য়েছে, তা তুমি বুঝবে না—তাতে যে কি হ'য়েছে—তা আমি বুঝছি—সেই আমাদের বিয়ের রাত্রে শুভদৃষ্টির সময় থেকে—প্রতি দিন—প্রতি মুহূর্ত্তে—(কাঁদিয়া) কেন—আমার কি অপরাধ, কেন আমি এ সহ্য ক'র্‌বো?

অর। (ধীরে ধীরে উঠিয়া ব্রজরাণীকে সান্ত্বনা করিযা) ছিঃ, মিছে কেঁদে মন খারাপ ক'রো না। বাইরের পাঁচজনে কি ব'ল্‌লে না ব'ল্‌লে, তাতে আমাদের কি এলো গেলো—সতীনে প'ড়েছ ঠিক, কিন্তু আমি তো তোমায় রাণি, কোন দিন অযত্ন করি নি। তোমার দুঃখ কর্‌বার কি আছে?

ব্রজ। কেন তারা আমায় পাঁচজনের সাম্‌নে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেয়! শুধু কি আপনার পিসী, আর একজন অম্‌নি সঙ্গে সঙ্গে ব'লে উঠলো—"ছেলের মা যে সব এয়ো, বেছে বেছে তাঁদেরই দাও—ক'নে নাওয়াতে। আঁটকুড়ো যারা, তাদের এ সব কাজে না

থাকাই ভালো।" (নিজের গলার মাদুলি ছিঁড়িয়া) দূর হোক মাদুলি, আমার মা আধিক্যতা ক'রে মাদুলি দিয়েছিলেন—নাতির মুখ দেখবে ব'লে। আমার যদি সে কপালই হবে, তবে সতীনে প'ড়বো কেন?

ব্রজরাণীর প্রস্থান

অরবিন্দের মাতা নেপথ্য হইতে

অ-মা। অরু, ঘরে আছিস্ রে—

অর। হ্যাঁ মা!

অরবিন্দের মাতার প্রবেশ

অ-মা। আমি শরতের বাড়ী থেকে আস্‌ছি। শরৎ আমার সঙ্গে এলো।—হ্যাঁরে, তুই যে সেদিন ব'ল্লি, এ বাড়ীর বিষয়ের উপর আমার বখরা আছে, তা তো নয় বাবা।

অর। তোমায় কে ব'ল্লে?

অ-মা। কেন জগদিন্দ্র!

অর। তা আইনে না থাকলোই বা মা! তোমার কি দরকার বলো না?

অ-মা। বাবা, অন্যায় কিছু ব'ল্‌বো না, বিষয়ের বখরা না থাক্, জগদিন্দ্র ব'ল্লে, আমার যা গহনা আছে,তা আমি যাকে ইচ্ছা দিতে পারি।

অর। বেশ তো, দাও না মা! কাকে কি দিতে ইচ্ছে ক'রেছ?

অ-মা। আর কাকে বাবা—আমার সৃষ্টিধর—বংশধর—অজিতকে। কর্ত্তা যদ্দিন ছিলেন,তাঁর ভয়ে কাকেও কিছু ব'ল্‌তে পারি নি,এখনো তোমাকেও ব'লতে আমার সাহস হয় না। যেদিন তাদের না নিয়ে তুমি বর্দ্ধমান থেকে ফির্‌লে, সেইদিনই বুঝেছি, যেমন বাপ—তেম্‌নি

ছেলে! তোমার প্রতিজ্ঞা—ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা! আমি কেবল তাদের কাছে দোষী হ'য়ে রইলুম। তা হোক, তুমি একটা লেখাপড়া ক'রে রাখো বাবা যে, আমার অবর্ত্তমানে সব যেন আমার সেই স্বষ্টিধর পায়। সে যেন বড় হ'য়ে বুঝ্‌তে পারে, তার ঠাকুমা কখনো তাদের ভোলে নি।

অর। বেশ তো মা! এ আর বেশী কথা কি, তোমার যা ইচ্ছে—সেই রকমই হবে। যত শীগ্‌গির হয়, আমি তোমায় লেখাপড়া ক'রে দেব।

অ-মা। তার পর বাবা, এই শরতে মেয়ের বের পরই আমায় তুমি কাশী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করো। বউমা এখন বাড়ীর গিন্নী হ'য়েছেন—তিনিই সব দেখ্‌ছেন—শুন্‌ছেন—আমারও আর ওসব ভাল লাগে না—এইটী বাবা তোমাকে ব্যবস্থা ক'র্‌তে হবে।

অর। বেশ তো মা, তাই হবে।

শরৎশশীর প্রবেশ

শরৎ। দাদা, আর তো ব'সে থাক্‌লে হবে না, কোমর বাঁধো—অসীমার আর ছ'দিন পর গায়ে হলুদ। আমাদের বউ গেলো কোথায় গো! তিনি যে মনে ক'চ্চেন—ব'সে ব'সে নভেল প'ড়্‌বেন, তা হবে না। তাঁকেও সেখানে গিয়ে কাজকর্ম্ম সব সাম্‌লাতে হবে। গেল কোথায়? শুন্‌লুম না কি, তার পিসীর বাড়ী থেকে রাগারাগি ক'রে চ'লে এসেছে? তাদেরও অন্যায়, নিমন্ত্রণ ক'রে নে গিয়ে—ওই সব কথা বলা কেন?

অ-মা। এ কি? এখানে মাদুলি প'ড়ে কেন? বউমার গলা থেকে খুলে প'ড়েছে না কি? দেখ্‌ তো শরৎ?

শরৎ। (কুড়াইয়া) ও মা—এ যে বউদিদির মাদুলি! ছেলে হবার জন্যে সেই উষা আর বউদিদিকে এক সঙ্গে দাও নি?

অর। খুলে পড়ে নি শরৎ। তোদের বউ রাগ ক'রে ফেলে দিয়েছে, ও সব সে আর প'র্‌বে না।

অ-মা। ও মা, কি অলক্ষণ গো—ঠাকুর-দেবতাকে মানে না! শরৎ, মাথায় ঠেকিয়ে তুলে রেখে দে—ওতে আর কাজ হবে না—গঙ্গায় দিতে হবে।

শরৎ। গিন্নী গেলেন কোথায়? গোসা ঘরে না কি?

অ-মা। অরু, আর আমি এ সংসারে থাক্‌বো না বল্‌ছি, ক্রমশঃ বড় বাড়াবাড়ি হ'চ্চে, শরতের মেয়ের বে চুক্‌লেই আমায় কাশীবাসের ব্যবস্থা ক'রে দে।

অরবিন্দের মাতার প্রস্থান

অর। শরৎ, একটা কথা ব'লে রাখি বোন, তোদের বউদি যে তোর মেয়ের বেতে যাবে, এ আমার মনে হয় না। তার বড্ডই অভিমান হ'য়েছে।

শরৎ। অভিমান! নাও, তুমি আর জ্বালিও না দাদা, হিংসে—হিংসে—হিংসেই জ'রে আছে। আমিও শরৎ, আমি তার বিষ দাঁত ভাংচি! কোথায় গেল—দেখি। আমিও ঝগড়া ক'র্‌তেও যেমন—ভাব ক'র্‌তেও তেমনি; তোমার ভাবনা নেই, আমি ঠিক ক'রে নেব। এখন তুমি কি ক'র্‌বে বলো তো? আমার গাড়ীতেই চলো। বাড়ীর যিনি কর্ত্তা, তিনি তো গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে সবই দেখ্‌ছেন। তোমাকে যে সব ভার নিতে হবে দাদা! যত বিয়ের দিন এগুচ্চে, তাঁর তামাক খাওয়া ততই বাড়চে।

অর। আচ্ছা, তুই যা বোন, আমি একটু পরেই যাচ্চি।

অরবিন্দের প্রস্থান

শরৎ। তোমার গুমর আমি ভাঙ্গ্‌বো। বর্দ্ধমান গিয়ে মনোরমা আর অজিতকে তো আগে নিয়ে আসি, তারপর বুঝ্‌বো—কত বড় ব্রজরাণী, আর কতখানি তোমার অহঙ্কার। (নেপথ্যের দিকে উচ্চৈঃস্বরে) আমার বউদি কোথায় গো ? বউদিদি, বাড়ীতে যে অতিথি !

শরৎশশীর প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বর্দ্ধমান

মনোরমার কক্ষ

অজিত ও রাখু

অজিত। রাখুদা, রাখুদা, আমার পিসীমা এসেছে।

রাখু। আমায় ছেড়ে দে দাদা—আমায় গরুর জাব দিতে হবে।

অজিত। তোমার সঙ্গে বুঝি পিসীমার আড়ি ?

রাখু। না ভাই, আমরা চাষা—তাঁরা ভদ্দরলোক—আমরা কি তাদের নিয়ে কথা ব'ল্‌তে পারি ?

অজিত। তবে তুমি পিসীমাকে দেখ্‌তে যাবে না কেন ?

রাখু। আগে গরুর জাব দিয়ে আসি—ততক্ষণ ওঁরা কথাবার্ত্তা বলুন—

অজিত। দিদিমা-ও—পিসীমার সঙ্গে কথা কইলেন না—ঠাকুরঘরে ব'সে মালা জপ ক'চ্ছেন। আচ্ছা রাখুদা, তোমরা সবাই পিসীমার ওপর রাগ ক'রেছ—না ?

রাখু। না দাদা—আমরা গরীব—আমরা কি বড়লোকের ওপর রাগ ক'র্‌তে পারি !

অজিত। তবে তুমি গরুর জাব দিয়ে শিগ্‌গির এসো—পিসীমার মেয়ের বে—আমায় ব'ল্লেন তুমি দিদিমাকে রাজী করাও—তাঁকেও কোল্‌কাতায় যেতে হবে। দেখি, কতক্ষণে তাঁর মালা ফেরান শেষ হয়।

অজিতের প্রস্থান

রাখু। হে মা মঙ্গলচণ্ডী—একটা উপায় করো মা! দিদিমণি কোল্‌কাতায় গিয়ে এবার যেন তার রাজ্যিপাটে ব'স্‌তে পারে।

রাখুর প্রস্থান

কথা কহিতে কহিতে শরৎশশী ও মনোরমার প্রবেশ

মনো। কতদিন—কতদিন পরে তোমায় পেলুম! কিন্তু তুমি ঝড়ের মত এসে আজই চ'লে যাবে, এ কিছুতেই মন চাচ্চে না। একটা রাত থেকে গেলে হ'ত না ?

শরৎ। না বোন, যদি থাক্‌বার হ'তো, তোমায় ব'ল্‌তে হ'তো না। আমি সেখান থেকে এক রকম লুকিয়ে পালিয়ে এসেছি। কাউকে ব'লে আসি নি, কোথায় যাচ্চি—কেবল তোর নন্দাই জানে। তাঁরও আসবার কথা ছিল, কিন্তু দু'জনে এক সঙ্গে বাড়ী ছাড়লে চলে না, তাই তাঁকে রেখে আমি এলুম। তোমার সেই আদরের অসীমা, তার বে, তুমি না গেলে যে আমার সবই অসম্পূর্ণ থাক্‌বে, তুমি একান্তই যাবে না ?

মনো। তোমায় তো ব'লেইছি, আমার দিক দিয়ে কিছু নয়, কিন্তু আমায় উপলক্ষ ক'রে তোমার দাদার শান্তির সংসারে আবার অশান্তির আগুন জ্ব'লে উঠ্‌বে—শুধু শুধু তাঁকে সে কষ্ট দিই কেন ? তারপর—তাঁর সংযমের বাঁধ—শ্বশুরের শ্রাদ্ধের সময় যখন তিনি আসেন, মুহূর্ত্ত মাত্র আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়েছিলুম, দেখ্‌লুম—

আমার প্রতি তাঁর স্নেহ-ভালবাসা সেইরূপ অটুট আছে! তিনি যে আমাদের খবর নেন না কেন—সেইদিনই বুঝেছিলুম! খবর নেন না, তিনি জানেন—আমি তাঁর আপনার। তিনি কেবল জোর ক'রে মনকে বেঁধে রেখেছেন—তাঁর সে সংযমের বাঁধ আমি ভাঙ্‌বো কেন? শ্বশুরম'শায় আমাকে ত্যাগ ক'রেছেন, ওঁকে দিয়ে ত্যাগ করিয়েছেন—একটা জন্ম বই তো নয়, কেন আর তাঁকে মিছে পাপের ভাগী করি। আমার এ জীবনের এই যে কষ্ট, এ আমার কেবল কর্ম্মফল।

শরৎ। তবে আর কি ব'ল্‌বো, বল্‌বার আমার আছেই বা কি? তুমি না যাও, অজিতকে তো আমি নিয়ে যেতে পারি? ওকে তো আট্‌কাতে পারো না?

মনো। ওকে তোমরা নিয়ে যাবে, তাতে আমার কি আপত্তি থাকৃতে পারে, ভাই? তবে আমি এই ভাব্‌ছি, তুমি যদি অজুকে নিয়ে যাও, ওর সঙ্গে সংস্রব রাখ্‌লে তোমরা পিতৃ-আজ্ঞা-লঙ্ঘনের পাপে পাপী হবে না তো?

শরৎ। সে ভয় আমি করি না। সে আদেশ যাদের উপর আছে, তারা পাপপুণ্যের হিসাব রাখুক—আমার উপর তো নেই। বিশেষ, আর যে যা ক'র্‌তে হয় করুক, আমি যদি ওকে আমার ভাইপো ব'লে স্বীকার না করি, তাহ'লে আমায় যে নরকে প'চ্‌তে হবে।

মনো। তাহ'লে ওর বাপের বাড়ীর মধ্যে তবু ঐ একটুখানি স: স্নেতোর বাঁধন থাক্। ওর তো সংসারের পাওনা খুবই বেশী নয়। যেটুকু পেতে পারে, তার থেকে আমি একটুও বাদ দিতে পারি' নে। কিন্তু—

শরৎ। কিন্তু ব'লে থাম্‌লি কেন? কি বল্‌ না বউ—বল্‌ না ভাই, কি ব'ল্‌ছিলি? (মনোরমাকে নীরব দেখিয়া বুকে টানিয়া লইয়া) কি ভাই? দাদার কথা কিছু ব'ল্‌বি কি?

মনো। (জোর করিয়া লজ্জা ত্যাগ করিয়া) অজিতকে নিয়ে যাচ্চ, তাকে একবার সুবিধে ক'রে তাঁকে দেখিও। তিনি যেন না দেখতে পান, আর ও তাঁকে ভাল ক'রে দেখে—এমন ক'রে দেখিও। ষেটের কোলে অজুর বয়েস তো হ'চ্চে, আজ বাদে কাল এনট্রেন্স দেবে, কিন্তু কি অভাগা—সে তার বাপকে চেনে না! তাকে আর আমি ভুলিয়ে রাখতে পারি নে। (কাঁদিয়া একটু পরে) বাপ চেনে না ছেলে—এর চেয়ে ছেলের পক্ষে লজ্জার আর কি আছে!

শরৎ। সে আমায় তোর ব'ল্‌তে হবে না।

মনো। দেখিস্‌ ভাই, ওকে নিয়ে তাঁর সাংসারিক সুখে যেন এতটুকুও ব্যাঘাত না হয়, ওর জন্য ওঁদের বাড়ীতে কোন অশান্তি না আসে! লক্ষ্মী দিদিমণিটী আমার! দেখো ভাই, আমাদের এই দুর্ব্বলতা-টুকুতে তাঁর এতদিনের এতখানি সংযম যেন ব্যর্থ না ক'রে ফেলি।

শরৎ। দিদিরে, ওদের জন্যে তুই অত ক'রে ভাবিস্‌ নে। তোর জন্য এ সংসারে কারুর কোন অশান্তিই যে আস্‌তে পারে না। আর পারলেও তা আস্‌তো না, তোর কি কেউ মূল্য বোঝে!

অজিতের প্রবেশ

অজিত। না পিসীমা, দিদিমা-মণি কিছুতেই যেতে রাজী নন, তিনি বলেন, আমি কুটুমবাড়ী কোথায় যাব? তোদের বাড়ী—তোরা যা। হ্যাঁ মা, দিদিমা-মণি না যান, তুমি যাবে না কেন মা? তুমি না গেলে, তোমার জন্যে যে আমার মন কেমন ক'রবে!

শরৎ। এবারে তুমি চলো বাবা, তোমার মা এরপরে যাবেন।

অজিত। পিসীমা, কোল্‌কাতায় গিয়েই বাবাকে দেখতে পাব? তিনি যে দেখতে কেমন, এ আর কিছুতেই ভেবে ঠিক ক'রতে পারি না।

মনোরমা ও শরৎশশী—পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল

কাগজে পড়ি, বাবা খুব বিদ্বান্‌, তাঁর লেখা সব কাগজে বেরোয় কি না?

শরৎ। তুমিও বড় হ'য়ে সেই রকম বিদ্বান হবে, বাবা!

অজিত। আচ্ছা পিসীমা, বাবা তো এন্ট্রেন্সে কুড়ি, এফ-এতে পঁচিশ, আর বি-এ পাশ ক'রে পঞ্চাশ টাকা স্কলারশিপ পেয়েছিলেন? বি-এতে ফার্ষ্ট হ'য়ে তিনটে সোনার মেডেল পেয়েছিলেন। এম-এতে সেকেণ্ড হ'য়েছিলেন। আমিও এন্ট্রেন্সে জলপানি পেয়ে বাবাকে চিঠি লিখবো, বাবা খুব খুসী হবেন—নয় পিসীমা?

শরৎ। হবেন বই কি বাবা! তুমিও তোমার বাবার মতন বিদ্বান হ'য়ে বংশের মুখ উজ্জ্বল ক'র্‌বে।

অজিত। দেখুন পিসীমা, ক্লাসের ছেলেরা সব জিজ্ঞাসা করে—"অজিত, তোর বাপ এত বড় লোক, তোদের খোঁজ খপর নেয় না কেন? আমি কিছুই উত্তর দিতে পারি নে—এমন লজ্জা করে!

শরৎ। আমার সঙ্গে কোল্‌কাতা গেলে আর সে লজ্জা থাক্‌বে না, বাবা! তোমার বাবা তোমাকে দেখলেই বুকে ক'রে নেবে।

অজিত। বাবা আমায় চিন্‌বেন কি করে? তিনি তো আমায় কখনো দেখেন নি?

শরৎ। বোকা ছেলে! ছেলেকে চিন্‌তে কি বাপের দেরী হয়?

অজিত। বেশ বেশ! মা-মণি, আমি তো পিসীমার সঙ্গে এখনি যাব? একি মা, তুমি কাঁদছ কেন?

মনো। না বাবা, তুমি যাবে কি না!

অজিত। তাই মন কেমন ক'চ্চে? তাহ'লে আমি যাব না।

মনো। ছিঃ, যাব না—ব'লতে নেই।

অজিত। তাহ'লে তুমি কাঁদবে না বলো?

মনো। না, আমি আর কাঁদবো না।

অজিত। পিসীমা, ময়ূরটাকে আমি আমার পড়ার ঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি। পিসীমা, আসুন না, আমার পড়ার ঘর দেখবেন।

শরৎ। তুমি চলো বাবা, আমরা যাচ্চি।

অজিতের প্রস্থান

মনো। দেখছো তো—

শরৎ। দেখছি—আর কেঁদে মরছি! রক্তের টান—এমনি টান! তাহ'লে এবার আমরা যাবার উদ্যোগ করি। গাড়ী না দেরী হই। আর কি ব'লবো বোন!

মনো। না, আর কিছু ব'লো না। শুধু এই বলো, আর জন্মে যেন আবার পাই। আর সেবার যেন এমন ক'রে পেয়ে হারাতে না হয়!

পঞ্চম দৃশ্য

কলিকাতা—তালতলা

জগদিন্দ্রবাবুর অন্তঃপুর

কাল—সন্ধ্যা

নিমন্ত্রিতা মহিলারা বসিয়া গল্প করিতেছিল

বিন্দুমাসী। বড়লোক হ'লেই কি হয় মা, নজর থাকে ক'জনের? অসীমার বাপ মেয়ের বেতে দিচ্চে তো কম নয়, কিন্তু সত্যি কথা ব'লতে কি বাছা, তার উপযুক্ত গায়ে হলুদ তারা পাঠায় নি।

ঘোষ-গিন্নী। পাড়াগাঁয়ের জমীদার, নজর হবে কোত্থেকে বাছা, ও তোমার বলাই ভুল। অমন থালা সাজিয়ে তত্ত্ব করা আমরা পারি নে। একখানা ক'রে বগী থালে ফাঁক ক'রে ক'রে সাজিয়েছে—দেখ্‌লে তো?—তাই নিয়ে একটা ক'রে লোক, এ খালি লোক বিদেয় করিয়ে কুটুমের কাছে দাম আদায় করা

১মা। মাগো! এমন ফিন্‌ফিনে ক্ষীরের ছাঁচ তুল্লে কি ক'রে গো! অসীমার শাশুড়ীর হাতের তারিফ আছে। ফুঁ দিলে ঘুড়ি হ'য়ে আকাশে উড়ে যায়!

২য়া। এদিকে মুক্তোর কণ্ঠি পাঠান হয়েছে, কিন্তু মাসীমা—কণ্ঠির বাহার দেখেছ?—মুক্তো তো নয় যেন চাল ভাজা—এবড়ো-খেবড়ো, দানাগুলো খুঁজে বা'র ক'র্‌তে হয়—এম্‌নি ছোটো! ফুল কাঁটা তিন্‌টে—তিন ভরিরও ওজন নেই। কোন্ স্যাক্‌রা গ'ড়েছিল—তার একবার চেহারা দেখ্‌তে ইচ্ছে করে!

ঘোষ-গিন্নী। পার্শি শাড়ীখানা কিন্তু দামী।

১মা। কিন্তু রং দেখলে গা জ্বালা করে! জামার রংটা দেখেছ, আরও ক্যাট্‌কেঁটে! সায়া, সেমিজ, পেটিকোট, শাদা জামা—সব চাঁদনির কেনা। দিয়েছে সবই—কিন্তু কোনটারই শ্রীও নাই—ছাঁদও নেই।

রতন ঠান্‌দিদি। তা বাপু, যা দিয়েছে—বেশ দিয়েছে। আমাদের কুলীনের ঘরে এ-সবই বা ক'জন দিত? আমাদের যখন বিয়ে হ'য়েছিল, শুধু বরের কপালে ছোঁয়ান হলুদটুকু আর এয়োদের হাতে কাটা—পঞ্চামৃত খাবার গোটাদশী শাড়ী যেমন হয় না—ওম্‌নি খাটো, একটু হলুদ দিয়ে পাড় করা শাড়ী। আর তাতে এক থাই রাঙা সুতো ছুঁচ দিয়ে পরানো, পাড়ও তাতে হ'তো না।

২য়া। তোমাদের সে যে মান্ধাতার আমোল ঠান্‌দি?—তখনকার কথা ছেড়ে দাও। তোমাদের তো নেবার বেলাও এক ছড়া পাঁচনলী আর দু'গাছা পৈঁচে ছাড়া, একশো ভরির চুড়ি সুট, নগদ দু'হাজার বরের ঘড়ি-চেন, রূপার দান—এ সব বালাই তো ছিল না?

ঠান্‌দি। তা সত্যি ভাই, যা বল্লি! আমাদের সময় ও সব কোথা? পণগণের সাড়ে সাত গণ্ডা কি পূরো আট গণ্ডাই হ'লো; আর ক'নের খুব ভাল দিলে তো একখানা চিউলি-পোতের রাঙা বেনারসী, —নইলে সচরাচর বালুচরের একখানা চেলি, গায়ে চারগাছা দম্‌দম্‌ কি সজ্‌না পাকের মল, কণ্ঠমালা—কি খুব হ'লো তো, ঐ যা ব'লেছিস—পাঁচনলি আর পৈঁছে যবদানা মরদানা পলাকাঁঠি—এরই মধ্যে একটা কিছু। শ্বশুর দিলেন বৌভাতে—যদি বড় ঘর হ'লো তো একটা কড়ির ঝাঁপি, সিঁদূর চুবড়ি, চেলি, নথ, মাটা তাবিজ, আর খ'য়ে নো। আর গরীব গেরস্ত হ'লে তো ওসব পাটই নেই, —এক গাছা নোয়া আর একটা ফাঁদি নথ—এই পর্য্যন্তই হ'য়ে গেল।

ব্রজরাণীর প্রবেশ

আয় গো নাতবউ আয়, এতক্ষণে ঘর মানালো! নাতবউএর আমার যেমন শ্রী—তেম্‌নি সাজ-পোষাকের কি বাহার! আয় ভাই, আমার কাছে ব'স।

১মা। (২য়ার প্রতি জনান্তিকে) খোসামোদ ক'চ্চে দেখ্‌ছ? নাতবউ তো অহঙ্কারে মট্‌মট্‌ ক'চ্চেন।

২য়া। (জনান্তিকে) আমরা বাপু খাই দাই কাঁসি বাজাই, খোসামোদের ধার ধারি নে, হ'লই বা বড়লোকের মাগ।

ব্রজরাণী। ঠান্‌দি, বাসরে তোমায় কিন্তু গাইতে হবে।

ঠান্‌দি। বলিস্‌ কি লো, তোরা থাক্‌তে আমার গান? তুই তোর ছোট ননদ উষা আর আমাদের এই মানদা—একেলে বর, তার কি সেকেলে গান ভাল লাগ্‌বে?

ঘোষ গিন্নী। গানের আবার একেলে—সেকেলে কি?

ঠান্‌দি। আছে বই কি লো—একেলে গজল তখন জন্মায় নি, তখন এক নিধুবাবুতে মাৎ। শোন—

ঠান্‌দির নিধুবাবুর গীত

তবে প্রেমে কি সুখ হ'ত—
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভাল বাসিত?
কিংশুক শোভিত ঘ্রাণে, কেতকী কণ্টক হীনে,
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষুতে ফল ফলিত?
প্রেম সাগরের জল, তবে হইত শীতল
বিচ্ছেদ বাড়বানল, যদি তাহে না থাকিত!

এমন সময় সিঁড়িতে একদল ছেলের পায়ের জুতার শব্দ শোনা গেল।
ছেলেরা হৈ হৈ করিয়া উপরে উঠিতেছে

১মা। দেখো, ছেলে নইলে বাড়ী মানায় না, হৈ হৈ ক'রে আস্‌ছে—বাড়ী মাৎ!

২য়া। ছেলে নইলে বাড়ীও মানায় না, আর পো নইলে পোয়াতিও মানায় না।

১মা। শুধু কি মানায় না—ছেলে নইলে মেয়ে-জন্মই বৃথা।

এই মন্তব্য শুনিয়া ব্রজরাণীর মুখ অন্ধকারময় হইল

কলরব করিতে করিতে ছেলেরা প্রবেশ করিল

শরতের ১ম পুত্র মোহিত। আজকে যে বায়স্কোপের 'প্লে' দেখে এলুম কাকীমা, তেমনধারা তোম্‌রা দেখ নি। (ব্রজরাণীর প্রতি) মামী-মা, তুমি তো নিত্যি যাও, কি কি দেখেছ বলো দেখি? এটা নিশ্চয়ই দেখ নি, এ একেবারে নূতন এসেছে।

ব্রজরাণী। কি রকম বল্ দেখি?

মোহিত। দু'টো ছোট ছেলে খুব দুষ্টুমি ক'রে বেড়াচ্ছিল—তাদের মা তাদের এনে ঘুম পাড়িয়ে রেখে যেমন পিছন ফিরেছে, অম্‌নি তারা উঠে দু'জনে দু'টো বালিস নিয়ে না—নিয়ে না—দু'জনকে—

হা হো করিয়া হাস্য

ব্রজরাণী। যাঃ, হেসেই কুটিকুটি হ'লি, তা ব'ল্‌বি কি! ছেলেরা তো দুষ্টুমি কিছুই জানে না—তাই পয়সা দিয়ে রাত জেগে তাদের দুষ্টুমি শিখ্‌তে পাঠানো।

অজিতের প্রবেশ

অজিত। (ব্রজরাণীকে শরৎশশী ভ্রমে) পিসীমা! পিসীমা! বায়স্কোপ জিনিসটা ভারি মজার! আর তেম্‌নি হাসির! কিন্তু ভা-রি বিশ্রী—কেবল যত দুষ্টু ছেলের কাণ্ড!

ব্রজরাণীর কোলের কাছে বসিয়া পড়িল

ব্রজ। (স্বগত) কে এই ছেলেটি—এ 'মা' বলে ডাক্‌লে, বুকটা যে আমার জুড়িয়ে গেল!

মোহিত। (অন্যান্য বালকের প্রতি) ওরে দেখ্‌ দেখ্‌ অজিতটা খুব ঠকেছে রে, খুব ঠকেছে—মামীমাকে ও মা মনে ক'রেছিল।

২য় বালক। ধ্যাৎ! মামীমা ফরসা, লম্বা, অত গয়নাপরা—বড়মামী মনে ক'র্‌বে কি করে রে?—তবে হয়তো ওর নিজের মা-ই ভেবেছিল।

অজিত লজ্জিত হইয়া ব্রজরাণীর নিকট হইতে উঠিয়া আসিবার উপক্রম

ব্রজ। (অজিতের হাত ধরিয়া) নাই বা হ'লুম আমি তোমার পিসীমা, বায়স্কোপের গল্প শুন্‌তে আমিও খুব ভালোবাসি। তুমি বলো, আমি শুন্‌বো।

নেপথ্যে শরৎ। বামুনপিসী, তেতালার ছাদে লুচি পাঠিয়ে দাও, মেয়েরা যে ব'সে রইলো, পাতে কিছু নেই।

ঘোষ-গিন্নী। এরই মধ্যে মেয়েরা ব'সে গেছে দেখ্‌ছি, চলো, খাওয়ান দেখিগে।

১মা। বাবা, এরই মধ্যে খেতে ব'স্‌লো, দেখ্‌ছি পেট হাতে ক'রে সব এসেছিল।

ঠান্। তেতালার ছাদে উঠ্‌তে পার্‌লে হয়।

ব্রজরাণী ব্যতীত স্ত্রীলোকদের প্রস্থান

ব্রজ। বল না বাবা, কি দেখে এলে? লজ্জা কি?

অজিত। (সলজ্জে) আপনি তো অনেক দেখেছেন।

ব্রজ। দেখেছি, তবে ওটা হয়তো দেখি নি। শুন্‌ছিলুম না কি নূতন এসেছে।

অজিত। তেমন তো নয়, এটা চারের রাত্রি ব'ল্লে বুঝি।

ব্রজ। (স্বগত) কি মিষ্ট এর কণ্ঠস্বর—কি মিষ্ট এর হাসি—কি মিষ্ট এর সরল চোখের চাহনি! এর যে মা—না জানি সে কত ভাগ্যবতী! (প্রকাশ্যে) তবে হয়তো দেখে থাক্‌বো, তুমি বুঝি আর কখনো দেখ নি ?

অজিত। না, আমি বায়স্কোপ কখনো দেখি নি।

শরৎশশীর নবমবর্ষীয়া মধ্যমা কন্যা সরলার প্রবেশ

সরলা। অজিতদাদা, তোমায় মা যে খেতে ডাক্‌ছেন।

মোহিত। মামীমা, ও বায়স্কোপ দেখ্‌বে কোথা থেকে, ওদের বর্দ্ধমানে কি ও-সব আছে ?

ব্রজ। বর্দ্ধমান—এই অজিত!

তীব্রদৃষ্টিতে অজিতের পানে চাহিয়া তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। সে যেন হঠাৎ আগুন স্পর্শ করিয়াছিল—এইরূপ ভাবে

অজিত ব্রজরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া ভীত ও অভিভূত হইয়া ছুটিয়া পলাইল

অজিতের পশ্চাৎ বালকগণের প্রস্থান

ব্রজ। শরতের বাড়ীতে ডেকে এনে এ অপমান করার উদ্দেশ্য কি ? শুধু শরৎ নয়, এর ভেতর নিশ্চয় ভাই-বোনের ষড়যন্ত্র আছে। যখন ছেলে এসেছে, তখন মা-ও এসেছে। আমি এখানে আস্‌তে চাই নি, সে জোর ক'রে পাঠিয়ে দিলে। এই আমার সতীনের ছেলে! এই রূপ! এই ঢলঢলে চোখ—দেখ্‌লেই বুকে টেনে নিতে ইচ্ছে করে! 'মা' ব'লে ডাক্‌লে, কেন তার এই ডাকে আমার সর্ব্ব-শরীর জুড়িয়ে গেলো ?—কিন্তু ও যে আমার সতীনের ছেলে!

আমার কে ? এই ছেলে আমারও তো হ'তে পার্‌তো, আমার চেয়ে অভাগা কে ? এখনি হয় তো ওর মা এখানে আস্‌বে। সতীনের ব্যাটা সতীন—সইতে পার্‌বো না। শরতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি—সে আমার শত্রু—এ বাড়ীতে আর নয়। আদুরি—আদুরি—

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। কেন, বউরাণি !

ব্রজ। দেখ্‌ আমাদের গাড়ী কোথায় আছে, খিড়কীতে আস্‌তে বল্‌, আমি এখনি বাড়ী যাব।

আদুরী। সে কি মা, এখনো খাওয়া হ'লো নি—

ব্রজ। খাওয়া আমার হবে না, আমার সেই বুকের ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নি। আমার গাড়ী ডেকে দে তুই খেয়ে যাস্‌।

আদুরী। (স্বগত) বড়লোকের বউঝির মেজাজ বোঝাই ভার !

আদুরীর প্রস্থান

ব্রজ। না, আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকা হবে না। আমার স্বামী আমার শত্রু, আমার জুড়োবার স্থান কোথা ?

ব্যস্তভাবে শরৎশশীর প্রবেশ

শরৎ। হ্যাঁলা বউ, ব্যাপার কি ? এরই মধ্যে যে আদুরীকে গাড়ী আন্‌তে ব'ল্লি ?

ব্রজ। আমার সেই কলির বেদনা ধ'রেছে, আমি আর থাকৃতে পাচ্ছি নে।

শরৎ। সে কি লো—ব্যথা যদি ধ'রেই থাকে, বাড়ী গেলে তো সার্‌বে না, পাশের ঘর নিরিবিলি ক'রে দিচ্চি, সেখানে শুয়ে থাক্, আমার দেওরের হোমিওপ্যাথি ওষুদ আছে, একটু খেলেই সেরে যাবে!

ব্রজ। হোমিওপাথি ওষুদে আমার কিছু হয় না, তা ছাড়া আমার এখনি ফেরবার কথা ছিল।

শরৎ। দাদা এলো না, তুইও চ'লে যাবি—

ব্রজ। (ঈষৎ হাসিয়া) তাতেও এ বাড়ীতে লোকের অভাব হবে না, আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি নে—

শরৎ। দাঁড়াতে পার্‌বে কি ক'রে? তোমার যা হ'য়েছে, তা কি আর আমি জানি নে? যাও, যাও—আমার ভ্যাড়াকান্ত ভাইকে সাতখানি ক'রে লাগিয়ে, তাকে ঘরের দোর এঁটে রেখে দাও গে। দেখো, কোন'মতে যেন ছেড়ে দিও না—তাহ'লেই গুণ্‌তুক্ সব ভেসে যাবে।

ব্রজ। নিজের ঘরে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে আমায় অপমান করা তা ব'লে তোমার উচিত হয় নি। আমি যেচে তোমার দোরে পাত পাত্‌তে আসি নি তো!

শরৎ। তোমার বুকের ব্যথা যে কোথা, তা আমি বুঝেছি; সতীনের ছেলেকে দেখেছে—তোমার বুকে দাবানল জ্ব'লে উঠেছে, এই তো? কলিক! আমি আর খুকী নই।

ব্রজ। না, তুমি কেন খুকী হ'তে যাবে, খুকী আমি।

ব্রজরাণীর প্রস্থান

শরৎ। তুমি যাও আর থাকো, তাতে আমার কিছু এসে যায় না। রাগ সাম্‌লাতে পার্‌লুম না—ব'লে ফেল্লুম, আমার ভয়—ও দাদাকে যদি না আস্‌তে দেয়! দাদার সঙ্গে এখনো অজিতের দেখা করিয়ে

দিতে পারি নি—বাবাকে দেখ্‌বার জন্য সে ছট্‌ফট্‌ ক'চ্ছে! দাদা সন্ধ্যার আগে ঘণ্টাখানেকের জন্য এ বাড়ীতে বেড়িয়ে গেছেন, অজু তখন বাড়ীতে ছিল না—বায়স্কোপ দেখ্‌তে গিয়েছিল। যাক্‌—যা হয় হবে! ওঃ কি রায়বাঘিনী—পথের শত্রু যে মুখ দেখ্‌লে ফিরে চায়, সে মুখ দেখে কি না—ওঁর বুকে শূল ব্যথা ধ'র্‌লো! হায় রে সৎমা!

শরৎশশীর প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

হাবড়া

অরবিন্দের বাটী

ব্রজরাণীর শয়ন-কক্ষ

ব্রজরাণী

ব্রজরাণী। (আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া) ছাই রূপ! ইচ্ছে ক'চ্চে, আয়নাখানা ভেঙ্গে ফেলি! এই হীরে মুক্তা জড়োয়া গয়না গায়ে, লোকচক্ষে আমি রাজার রাণী! কিন্তু পৃথিবীর কেউ আমার দুঃখ বোঝে না। যে জন্মদুখিনী অভাগিনী ব'লে সকলেই সহানুভূতি পায়, আজ বুঝ্‌তে পেরেছি, সে আমার চেয়ে কতবড় ভাগ্যবতী—কত সুখী! ঐ ছেলের মা সে!—রাজকুমারের মত সুন্দর—কার্ত্তিকের মত সুন্দর—চাঁদের মত সুন্দর! (সোফায় বসিয়া পড়িল) আদুরি—আদুরি—গায়ে ছুঁচ ফুট্‌ছে—আমার গায়ের গহনা—এ পরিহাস! এ বালাই কেন সহ্য করি?—আদুরি—আদুরি—

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। কেন রাণীমা!

ব্রজ। রাণীমা!—তোরা আমায় রাণীমা ব'লিস্ কেন?

আদুরী। তবে কি ব'ল্‌বো? তুমি তো সত্যিকার রাণীমা আমাদের।

ব্রজ। আদুরি, আমার এই গয়নাগুলো খুলে দে।

আদুরী। হেঁই মা, কাকে কি ব'লছ গো? এই সব কলকব্জার গয়না—বাপের জন্মে কখনো দেখি নি, এ খুল্‌বো কি ক'রে গো—আমি পার্‌বো না।

ব্রজ। আমি ব'ল্‌ছি তুই খোল্—ভাঙ্গে ভাঙ্‌বে, তোর ভয় নেই।

আদুরী গহনা খুলিতে গিয়া মুক্তার মালা ছিঁড়িয়া ফেলিল

আদুরী। হেঁই মা, মুক্তোগুলো যে ছড়িয়ে গেল গো—

ব্রজ। তা যাক্—তুই খোল্—

আদুরী গহনাগুলি খুলিয়া দেরাজের উপর একটি ট্রে লইয়া তাহাতে রাখিয়া মুক্তাগুলি কুড়াইতে লাগিল; ব্রজরাণী গৃহমধ্যে চঞ্চলভাবে বেড়াইতে লাগিল

আদুরী। হ্যাঁ—মা, ব্যথাটা একটু নরম প'ড়েছে?

ব্রজ। নরম প'ড়বে—আমি ম'লে!

আদুরী। বালাই বালাই, ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে মা!

ব্রজ। আদুরি, তুই দেখেছিস্?

আদুরী। কি মা?

ব্রজ। তোর পিসীর বাড়ী একটী চাঁদের মত ছেলেকে?

আদুরী। কত চাঁদের মত ছেলে দেখ্‌লুম মা! সবাই তো চাঁদের মতন।

ব্রজ। তাদের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর একটি ছেলেকে ? না তুই দেখিস্ নি, দেখ্‌লে ভুল্‌তে পারতিস্ নি, মনে থাক্‌তো।

আদুরী। কার কথা ব'লছ ? বাবুর ছেলের কথা ? যে বর্দ্ধমান থেকে এসেছে ?—দেখেছি বই কি মা! তোমার সতীন বেটা—আহা বুকজুড়োনো ছেলে! ও বেলায় যখন গিন্নীমার সঙ্গে যাই, গিন্নীমা বুকে জড়িয়ে ধ'রে কি কান্না—কি আদর! "দাদা ভাই—দাদা ভাই"—বুড়ী আর ছাড়্‌তে চায় না! আমি দেখি—আর কেঁদে মরি!

ক্রন্দন

ব্রজ। তুই কাঁদিস্ কেন ?

আদুরী। কি ব'ল্‌বো মা, আমার কোলের ছেলেটি ঠিক অত বড় হ'যেছিল—তাকে হারিয়েই না এই দাসীবৃত্তি ক'র্‌তে আসা! কত কষ্টের ছেলে, বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত ছেলে হয় নাই ব'লে—মিন্সে আবার বে ক'র্‌তে চায়! কত ওষুদপালা ক'রে—সাত দেবতার ঠাই মাথা খুঁড়ে- শেষে যদি একটু হলো—তা রইলো না, সেও গেলো আর সোয়ামীও গেলো!

ব্রজ। বলিস্ কি—তাহ'লে তুই বাঁজা নোস্ ? আমি মনে ক'রতুম, তুই বাঁজা।

আদুরী। না মা, তেমন অভাগ্যি আমার নয়! লোকে সকালে উঠে মুখ দেখ্‌বে না, তেমন পোড়াকপাল হয় নি মা! তবে এখন মনে হয়, যদি একটা সতীন থাক্‌তো, আর তার একটা ব্যাটা থাক্‌তো, তাহ'লে পরের বাড়ী গতর খাটাতে হ'তো না। লোক ক'থায় বলে—"সতীনের বেটা হোক—দেইজীর ভাত হোক।"

ব্রজ। (স্বগত) লোকে বলে—কি ক'রে বলে ? ব'লতে বাধে না ? যারা এই আদুরীর মত পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করে—তারাই বলে!

কিন্তু তাই কি? এই আদুরি—এ আমার চেয়ে ভাগ্যবতী—ও ছেলের মা! লোকে সকালে উঠে ওর মুখ দেখ্‌বে, আমার দেখ্‌বে না—এ কি জীবন!

আদুরী। মা, গয়নাগুলো প'ড়ে থাকবে? তুলে রাখ্‌বে না?

ব্রজ। থাক্, তুই যা, তুই বিয়ে-বাড়ী খেয়ে আসিস্ নি, তুই সেখানে যা, আমি একটু একা থাকি।

আদুরীর প্রস্থান

(সোফায় শুইয়া) এর জন্য দায়ী কে? আমি নই—আমার বাপ, আমার শ্বশুর—একটা জীবনকে নিষ্ফল ক'রে দিলে!

নিঃশব্দে ক্রন্দন

অরবিন্দের প্রবেশ

অর। এ কি—তুমি কখন এলে? শরতের বাড়ী যাওনি না কি?

ব্রজ। তবু ভাল, খোঁজ নেবার অবসর হ'লো!

অর। তা বেশ, চলো তবে—এক সঙ্গেই যাই। সমস্ত দিন উকীলদের নিয়ে কাগজপত্র দেখাই, দুপুরে সময় ক'র্‌তে পারি নি, বিকেলে একবার শরতের ওখানে গিয়েছিলুম, তাও এক ঘণ্টার জন্যে। সন্ধ্যার সময় যাবো ব'লে এসেছিলুম, ন'টা বাজতে যায়।

ব্রজ। আমার সঙ্গে এই রকম প্রতারণা ক'রে তোমাদের কি লাভ হয়, ব'ল্‌তে পারো?

অর। প্রতারণা? কেন রাণি, তোমার সঙ্গে কি প্রতারণা ক'রেছি?

ব্রজ। শরতের বাড়ী আমি গিয়েছিলাম, সেখানকার ব্যাপার সব জেনেই এসেছি। শরৎ আমায় দেখতে পারে না, তা জানি—কিন্তু সে যে আমার সঙ্গে এত বড় প্রতারণা ক'রবে, তা কখনো মনে করি নি। দেখ্‌ছি—এ বিয়েয় সে ভাইএর উপর। সে যে লাঞ্ছনা ক'রেছে, তার বাড়ী আমি আর কখনো যাব না।

অর। তোমার কথার ভাব আমি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নে, শরৎ তোমায় বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে অপমান ক'র্‌বে কেন? সে কি এত হীন! তুমি কিছু ভুল বুঝেছ—এ সবই তোমার মনগড়া।

ব্রজ। মনগড়া নয় গো মনগড়া নয়, স্বচক্ষে দেখে এসেছি। সেখানে তোমার ছেলে এসেছে, তার মা-ও যে আসে নি—এমন নয়। এ কথা আমার বিশ্বাস ক'র্‌তে প্রবৃত্তি হয় না যে, এ সব কথা তুমি কিছুই জানো না।

অর। এই যদি তোমার বিশ্বাস, তুমি যদি সত্যই আমায় ভুল বোঝো, আমি কি ক'র্‌বো বল? কিন্তু রাণি, তুমি অনর্থক আগুন জ্বালাচ্ছ।

ব্রজ। আগুন আমি জ্বালাচ্চি? না তোমরা চারদিক থেকে আগুন জ্বালিয়ে আমায় পোড়াচ্চ?

অর। তা যাই হোক্, তোমার সঙ্গে মিছে কথা কাটাকাটি ক'রে আমি আর সময় নষ্ট ক'রতে পারি নে। আমি একবার সেখান থেকে ঘুরে আসি।

ব্রজ। তা কখনো হবে না—তুমি যেতে পার্‌বে না। আমি এখানে মনের আগুনে পুড়্‌বো, তুমি সেথায় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আনন্দে থাক্‌বে—এ আমি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বো না।

অর। কি ব'ল্‌ছ রাণী—কি ব'ল্‌ছ? এতো সামাজিক নয়—এ যে শরতের মেয়ের বিয়ে—আমায় যে যেতেই হবে।

ব্রজ। তা কখনো হবে না—তুমি যদি সেখানে যাও, তোমার ছেলের দিব্যি।

অর। (বজ্রাহতের ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরে বলিলেন) এর পর আমার কোল্‌কাতায় থাকা অসম্ভব! ওঃ জগদীশ!

অরবিন্দের প্রস্থান

ব্রজ। (ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া যখন চট্‌কা ভাঙ্গিল—বলিল) কি ক'র্‌লুম, কি ক'র্‌লুম !—কি কটু দিব্য দিলুম—রাগের মাথায় কি জ্ঞান হারিয়েছিলুম—সতীন কি—এম্‌নি ক'রেই মাথা খারাপ ক'রে দেয়—স্ত্রীলোককে এমনি ক'রেই পাগল করে ! কেন আমি রাগ সাম্‌লাতে পার্‌লুম না—সেই দুধের বাছাকে দিব্যি দিতে আমার এতটুকু বাধলো না—আমি কি রাক্ষসী ? দিব্যি দেবার আগে তার সেই চাঁদের মত মুখ আমার মনে পড়লো না কেন—কেন তার মার কথাই আমার মনে প'ড়্‌লো—কেন আমি জ্ঞান হারালুম !

আদুরীর প্রবেশ

আদুরী। মা—মা, বাবু কার্ত্তিক চাকরকে সঙ্গে নিয়ে মটর ক'রে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় ব'লে গেলেন, সকলকে বলিস্‌—আমি ভাগলপুরে চ'ল্লুম।

ব্রজ। চ'লে গেলেন—সত্যি চ'লে গেলেন ?

আদুরী। হ্যাঁ মা, দেওয়ানজীকে ব'লে গেলেন—জরুরি মামলা, আমায় যেতেই হবে।

ব্রজ। (ক্ষীণ কণ্ঠে) চ'লে গেলেন ? তাঁকে দেশত্যাগী ক'র্‌লুম ? এ আমার জিত না হার !

সোফায় বসিয়া পড়িল

সপ্তম দৃশ্য

বালিগঞ্জ

অরবিন্দের লাইব্রেরী-ঘর

অধ্যয়নরত অরবিন্দ

অর। (টেবিলের উপর বই রাখিয়া) বই-টই আর ভাল লাগে না! শরতের কথাই কেবল মনে হয়—সে যে হঠাৎ আমাদের ছেড়ে এমন অকালে চ'লে যাবে—তা স্বপ্নেও জান্‌তুম না!

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবু, দপ্তরী এসেছে, তাকে কি বই বাঁধতে দেবেন ব'লেছিলেন।

অর। দিনকতক পরে আস্‌তে ব'ল্‌গে।

ভৃত্যের প্রস্থান

মনোরমাকে সত্যই সে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল, তার জন্য সে সমস্ত জীবনটা আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে গেল! আজ শরৎ নেই, কিন্তু তার সেই স্নেহময়ী স্মৃতি—বুকের ভেতর নাড়াচাড়া ক'রেও কত সুখ—কত শান্তি!

ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ

ভৃত্য। বাবু, সুজনবাবু এসেছেন।

অর। এইখানেই নিয়ে আয়।

ভৃত্যের প্রস্থান

সুজনের সঙ্গে 'সাহিত্যসেবী' ব'লেই প্রথম পরিচয়। কিন্তু যে বৎসর বর্দ্ধমান থেকে ফিরে এসে সে অজিতের খবর দেয়, সেই থেকে যেন তাকে কত আত্মীয়ের মতই বোধ হয়। সে অজিতকে ভালবাসে—

সুজনবাবুর প্রবেশ

অর। এসো সুজন, কেমন আছ? তোমাদের সাহিত্য-সমিতির সব কুশল তো?

সুজন। হ্যাঁ ভাই—এদিকে সব ভাল, তবে তুমি না থাকায় সমিতি একরকম পঙ্গু হ'য়েই আছে। সজনীবাবুকে যে 'বাংলা ভাষার গঠন ও তাহার ক্রমবিকাশ' সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখ্‌তে ব'লে গিয়েছিলে, তিনি সেটা সম্পূর্ণ ক'রেছেন, তবে তোমাকে একবার না শুনিয়ে revise ক'র্‌তে পাচ্চেন না, কতকগুলো না কি তোমাকে তাঁর জিজ্ঞাস্য আছে। স্ত্রীর অসুখ ব'লে আজ আর তিনি আস্‌তে পার্‌লেন না, দুই একদিনের মধ্যেই আস্‌বেন।

অর। দেখ, উপস্থিত আমার দেহ বা মনের অবস্থা বড়ই খারাপ, হপ্তাখানেক পরে তাঁকে আস্‌তে ব'লো।

সুজন। মাতৃবিয়োগ, অকালে ভগ্নির মৃত্যু—দু'দুটো শোক, বড় কম আঘাত নয়!—তা এত দেশ ঘুরে এলে—মনের অবস্থার কি কিছু পরিবর্ত্তন হ'লো না? একটু কি শান্তি পেলে না?

অর। আর শান্তি!—সুজন, শান্তি হ'লো মনে—কতকগুলো দেশ ঘুরে বেড়ালে কি আর হবে? তবে সাময়িক একটা অন্যমনস্কতা আসে—এই পর্য্যন্ত।

সুজন। তোমার চেহারাও যেন দিনদিন খারাপ হ'য়ে যাচ্চে—ভেতরে ভেতরে জ্বর-টর হয় না তো?

অর। কই, তা এমন কিছু বুঝ্‌তে পারি নে।

সুজন। একটা ভাল ডাক্তার কি কবিরাজ দেখাও—রোগটা ধরা পড়ুক।

অর। যাহোক কিছু একটা ক'র্‌বো। তোমার আর নূতন সংবাদ কি বলো?

সুজন। নূতন সংবাদ বিশেষ এমন আর কই?—হ্যাঁ হ্যাঁ—যে কথাটা আগে এসেই তোমাকে ব'ল্‌বো মনে ক'রেছিলুম—সেইটেই বলা হ'লো না।—অজিত বাবাজী এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় Calcutta Universityর First হয়েছে শুনে আমার সেদিন কি যে আনন্দ হ'য়েছিল, তা তোমায় আর কি ব'ল্‌বো! আমি তাকে বর্দ্ধমানেই ব'লেছিলুম—তুমিই বুঝি তোমাদের ক্লাসের 'ফাষ্ট বয়'? যেমন সুন্দর মুখ—তেম্‌নি উজ্জ্বল দু'টী চোখ—মুখখানি দেখ্‌লেই তার তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আমি আরও আশ্চর্য্য হ'য়ে তার বুদ্ধির তারিফ্ দিই—এক ঘর লোকের মধ্যে এসে—কেমন ক'রে সে আমায় তার পিতৃবন্ধু বুঝ্‌তে পার্‌লে? নির্ভয় বালক আমার হাত ধ'রেই যেন এক নিশ্বাসে ব'লে ফেল্লে—'আমি অজিতকুমার বসু। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ বসু আমার বাবার নাম।'

অর। যাক্ ভাই—তোমার 'কাকলি' কাব্যখানা প্রেস থেকে আর কদ্দিনে মুক্তি পাবে বল?

সুজন। বোধ হয় আরও দিন পনেরো লাগ্‌বে। তাহ'লে তো এ .র বাবাজীকে প্রেসিডেন্সী কলেজে এনে ভর্ত্তি ক'রে দিচ্ছ? দেখো, তোমারই মত বিদ্বান হবে—অজিত তোমাদের বংশ উজ্জ্বল ক'র্‌বে।

অর। 'ভারতী'তে সেদিন তোমার 'নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয়' সম্বন্ধে

প্রবন্ধটা প'ড়লুম—যথেষ্ট গবেষণার পরিচয় দিয়েছ। গুরুদাসবাবুও খুব সুখ্যাতি ক'চ্ছিলেন।

ঝিয়ের প্রবেশ

ঝি। বাবু, মাঠাকরুণ একবার বাড়ীর ভেতর ডাকছেন, বড্ড দরকার।

অর। যাচ্ছি ব'লগে।

ঝিয়ের প্রস্থান

সুজন। আচ্ছা ভাই, আমি তবে এখন আসি। তুমি কিন্তু ডাক্তারকে খবর দিতে ভুলো না, সত্যিই তোমার দেহটা যেন ভাঙ্‌তে সুরু ক'রেছে। এখন যাও—গিন্নীর জোর তলব! আসি ভাই!

সুজনের প্রস্থান

অর। সুজন, তুমি কি বুঝ্‌বে—বাজপড়া তালগাছের মতন শুধু স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছি—ভেতরটা নিঃশব্দে পুড়ে যাচ্চে!

ব্রজরাণীর প্রবেশ

এ কি, তুমি যে হঠাৎ বাইরে এসে প'ড়লে? আমি তো যাচ্ছিলুম। চলো, বাড়ীর ভেতর যাই—অমর মিত্তিরের এখনি আস্‌বার কথা আছে।

ব্রজরাণী। সে ভাব্‌না তোমার নাই, কার্ত্তিককে ব'লে এসেছি, বাবুরা কেউ এলে বৈঠকখানায় যেন বসায়।

অর। তোমার এখন বিশেষ দরকারটা কি বলো দেখি?

ব্রজ। অজিত ফার্ষ্ট হ'য়ে পাশ ক'রেছে।

অরবিন্দ টেবিল হইতে বইখানি তুলিয়া যেন পড়িতে লাগিল

সে এইবার কোল্‌কাতায় এসে প'ড়্‌বে বোধ করি?

অর। বর্দ্ধমানেও একটা কলেজ আছে যে।

ব্রজ। সে তেমন ভাল কলেজ তো নয়। এমন ভাল ক'রে পাশ হ'যে কি আর সে কলেজে সে প'ড়বে ?

অরবিন্দ বই-ই পড়িতে লাগিল

(স্বগত) শরতের বাড়ীতে আমি তাকে একদিন দেখেছিলুম! সেই থেকে এই সন্তানহীনার খালি বুকটা সে যেন জোর ক'রে দখল ক'রে নিয়েছে! ভগবান, ঐ ছেলেটীকে কেন আমার পেটে একটুখানি জায়গা দিলে না? না না—চাই নে—নিষ্ঠুর দেবতা, তুমি হয় তো আবার ব'ল্বে—সতীনের স্বামী নিয়েও তোর মন ওঠে নি, ঐটুকু তার শেষ বাঁধন, তুই রাক্ষসী, সেটুকুও তার খসিয়ে নিতে চাস্ না কি? (চক্ষুর জল মুছিয়া আত্মসংবরণ পূর্ব্বক প্রকাশ্যে) তার চিঠিটার জবাব দিয়েছ, না—না?

অর। কোথায় চিঠি?

ব্রজ। আমি দেখেছি গো—দেখেছি—তোমার পড়্বার ঘরে টেবিলের উপর ছড়ান চিঠিপত্রগুলো ফাইল ক'রতে গিয়ে দেখি—একখানা খামে লেখা চিঠি, হাবড়ার বাড়ীর ঠিকানা কেটে এখানে এসেছে, বর্দ্ধমানের মোহর দেখলুম—কাটা খাম দেখে বুঝলুম—চিঠিখানা প'ড়েছ। শোনো, আর একবার পড়িঃ—

"প্রণাম শতকোটী নিবেদন মিদং—

আপনি বোধ হয় এখনও জানেন না, আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হইয়াছি। আপনারা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আর অধিক কি লিখিব। এখানে সমস্ত কুশল। ইতি—

সেবক—শ্রীঅজিতকুমার বসু।"

অরবিন্দ মনোযোগ সহ বইএর পাতা উল্টাইয়া যাইতে লাগিল

ব্রজ। বলি, পরও তো পরকে একখানা চিঠি লিখ্‌লে তার জবাব দেয়—এটুকুও কি মনে ক'র্‌লে পার্‌তে না? না আমিই তাতে দম্ ফেটে ম'রে যেতুম।

অর। (বই হইতে মুখ তুলিয়া) তুমি ম'রে যেতে কি না, ঠিক জানি নে, কিন্তু আমি এটা পারতুম না। আমি তাদের পরের চাইতেও যে অনেক বেশী পর, সে কি তোমারও জানা নেই?

ব্রজ। তুমি না ব'ল্‌লেই তো আর সত্যিকারের সম্বন্ধটা ফুস্ মন্তরের চোটে হুস্ ক'রে উড়ে যাবে না। জগৎশুদ্ধ সবাই তাকে তোমার ছেলে ছাড়া আর কিছু ব'ল্‌বে কি? তুমি জোর ক'রে পর হ'তে চাইলে কি হবে?

অর। (শান্তভাবে) জগৎশুদ্ধ সবার সঙ্গেই তো আর আমার কারবার নয়।

ব্রজ। তোমার সবই বাড়াবাড়ি। অসীমার বের দিন—সে দিন তুমি শরৎঠাকুরঝির বাড়ীতে গেলে না কেন? আমি না হয় রাগের মাথায় একটা কথা ব'লেই ছিলুম। তা ব'লে তোমায় দেশত্যাগী হ'তে তো আর বলি নি।

অর। ওঃ! তাহ'লে সেই গরীবের ছেলের মাথা খাওয়াটাই তোমার ইচ্ছা ছিল, বুঝ্‌তে পারি নি—

ব্রজ। আমি যদি কারুকে খুন ক'র্‌তে বলি তো তুমি তাই ক'র্‌বে? সৎমায়ে সংসারে অনেক কুকীর্ত্তিই ক'রে থাকে—সে এমন কিছু বিচিত্র নয়; কিন্তু সৎবাপ যেমন আমি অজিতের দেখ্‌ছি, এমন আর কোথাও কারও দেখি নি। বেশ তো, তোমার ছেলে, তুমি যদি তার ভালমন্দ না দেখ, নাই দেখ্‌বে। আমার তো তাতে

বড় ব'য়েই গেল। আমি ধর্ম্ম ভেবেই ব'লেছিলুম। এখন তোমার যা খুসী, তাই করো।

ব্রজরাণী অভিমানের সহিত চলিয়া গেল

অরবিন্দ ব্রজরাণীর গমন-পথে অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটী নিশ্বাস ছাড়িলেন

অষ্টম দৃশ্য

বর্দ্ধমান

নিতাইএর অন্তঃপুর

নির্ম্মলা ও তাহার সমবয়স্কা প্রতিবাসিনী মেয়েরা দশ-পঁচিশ খেলিতেছিল

১মা। এ বাজী আর সন্ধ্যার মধ্যে উঠ্‌বে না। খেলা তোল্, আজ এই পর্য্যন্ত, চল্ কাপড় কেচে আসি।

২য়া। আর দু'হাত ত্যাখ্ ভাই, বাজীটা শোধ দিয়ে যাই—আমরা তো প্রায় পেকেছি।

নির্ম্মলা। প্রায় পাক্‌বে কেন? পেকেছ অনেকদিন, এবার একবার কাঁচ্‌বার চেষ্টা করো।

২য়া। কি বল্লি? আমরা কি আর কাঁচ্‌তে পারি ভাই, তুই চিরযৌবনা কুন্তী, কেঁচেই আছিস।

১মা। নাঃ, ওর আর পাক্ ধ'র্‌লো না।

৩য়া। না, আর খেলা ভাল লাগছে না; তা ভাই নির্ম্মল, তোর একখানা গান গা, শুনি।

নির্ম্মলা। গান গাব কি?

১মা। গাইলেই বা, তোর শাশুড়ী তো আর এখানে নেই। আর আজ আর কিছু বাপের বাড়ী থেকে তিনি ফিরে আস্‌ছেন না।

নির্ম্মলা। শাশুড়ী নাই থাকুন—আর কেউ শোন্‌বার নেই ?

২য়া। কে আর তোমার বনালয়ে আছে বল ?

নির্ম্মলা। বনবেড়ালও তো থাকৃতে পারে।

১মা। নিতাইদা এখন পাশাখেলার আড্ডায় জমে আছে। সেখান থেকে চা না খেয়ে আর ফির্‌বে না। আমরাও তো হাড়ে নাড়ে জ্বলি, কি পাশাখেলার আড্ডা হ'য়েছে! খালি হাড় চালায়,ভালোও লাগে!

নির্ম্মলা। ওদিকে হাড় না চ'ল্লে এদিকে কড়ি চলে কি ক'রে ?

১মা। নে ভাই, তুই একটা গান গা, ব'ল্লুম—অম্‌নি গুমোর হ'লো— চল্ লো, আমরা যাই।

নির্ম্মলা। আহা—হা—অত রাগ কেন ?—ব'স—ব'স—কি বা গান শুন্‌বি ?—আচ্ছা—গাচ্চি।

গীত

ওরে আমার হীরেমন!
ছেড়ে নীল আকাশে, কিসের আশে—এলি আমার গৃহ-কোণ ?
মনের কথা মনই জানে, এলি হেথা কিসের টানে,
চাইতে আমার মুখের পানে, কোন্ সুখে তোর ভরে মন ?
বনের পাখী মনের কথা, কেমন ক'রে জান্‌লি তা,
ঘুচাতে কি পরের ব্যথা, সেধে নিলি এ বন্ধন ?
দুটী আঁখি ছল ছল, চাইতে চোখে আসে জল,
কেমন ক'রে বুঝ্‌লি বল—প্রেম সে কেমন ধন ?
ওরে আমার হীরেমন!

ইতিমধ্যে নিতাই ঘরের পিছনের জানালায় মুখ বাড়াইয়া গান শুনিতেছে।

গান থামিয়া গেছে, তবুও সে মুগ্ধ হইয়া আছে

১মা। (হঠাৎ দেখিয়া)—ওমা—এ কে লো!

২য়া। ওমা—ও যে নিতাইদা!

নির্ম্মলা। বল্লুম সেই বনবেড়াল।

নিতাই ইতিমধ্যে সরিয়া গিয়াছে

সকলের প্রস্থান

ক্ষণকাল পরে নিতাইকে ধরিয়া নির্ম্মলার পুনঃ প্রবেশ

বলি, তোমার রকমটা কি বলো তো? লোকের জানালা বেয়ে উঠতে শিখ্‌লে কবে থেকে?

নিতাই। যবে থেকে তুমি আমায় বঞ্চিত ক'রে, পাড়ার পাঁচজনকে গান শোনাতে সুরু ক'রেছ।

নির্ম্মলা। ছিঃ ছিঃ—ওরা কি ব'ল্‌বে বলো তো? ব'ল্‌বে না—"মাগো—এমন বেহায়া পুরুষ!"

নিতাই। ব'ল্লেই বা! কাজটা তো স্বকীয়ার মধ্যেই হ'য়েছে, পরকীয়ার মধ্যে তো নয়। যাই হোক্, মুখ যখন খুলেছে সাম্‌নে, আর তো কেউ নেই, একখানি গুন্‌গুন্ ক'রে হোক্ না।

নির্ম্মলা। না আজ আর নয়, ওরা সব পুকুরঘাটে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। (অগ্রসর হওন; নিতাইএর বাধা দেওন) নাও সরো, বেলা যে গেলো।

নিতাই। বলি, পুকুরঘাটের এত আকর্ষণটা কিসের? বঙ্কিমবাবুর লরেন্স ফষ্টর নাকি?—"I come again fair Lady"—বিবি, হাম ফিন্ আয়া হ্যায়।

নির্ম্মলা। ছিঃ ছিঃ, কি যে বলো, নিজের স্ত্রীকে এই কথা?

নিতাই। নিজের স্ত্রীকে ব'ল্‌বো না তো পরস্ত্রীকে ব'লে শেষটা কি কোঁৎকা খাব?

নির্ম্মলা। ও—তাহ'লে কোঁৎকাই তোমায় পরস্ত্রী হ'তে দূরে রেখেছে ?

নিতাই। তা তো বটেই, তবে তুমি যা ভাবছ, সে কোঁৎকা নয়।

নির্ম্মলা। তবে—কোন কোঁৎকা ?

নিতাই। ঠিক কোঁৎকা নয়, তবে—(নির্ম্মলার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) কুঁৎকীর ভয়ে আমি এ বয়স পর্য্যন্ত টিট্ হ'য়ে আছি।

নির্ম্মলা। বটে ? আচ্ছা বেশ—

চলিয়া যাইবার উপক্রম

নিতাই। আহা-হা—রাগ ক'রো না—রাগ ক'রো না, শোনো—শোনো—

নির্ম্মলা। না, ক'র্‌বো না, তুমি কেন আমায় যা তা ব'লবে ?

নিতাই। যা-তা কি ব'লেছি ?

নির্ম্মলা। ব'ল্লে না ?

নিতাই। কি—ঐ কুঁৎকী ?

নির্ম্মলা। আবার !

রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম

নিতাই। আরে—আরে—কেন রাগ ক'চ্চ ? আমি কি জান্‌তুম ছাই, তোমার ঐ জিনিসটায় এত আপত্তি ? যাক্‌গে, আর কখনো তোমায় ওকথা ব'লবো না। এখন তুমি এই অন্ধকার মুখখানায় একটু আলোর প্রলেপ দিয়ে একখানা গান শোনাও দেখি ?

নির্ম্মলা। না, আমি গাইবো না।

নিতাই। আরে ব'ল্‌ছি তো, আর কখনো ওরকম কথা ব'ল্‌বো না; তবু রাগ গেল না ?

নির্ম্মলা। তাহ'লে কৃত অপরাধের জন্য আগে মাপ চাও।

নিতাই। (যুক্তকরে) "হইয়াছি অপরাধী, দণ্ড দাও যথাবিধি—
ভুজ-পাশে করিয়া বন্ধন।"

বাহু প্রসারণ

নির্ম্মলা। আবার ?

নিতাই। আচ্ছা আচ্ছা, আমি চুপ ক'চ্চি, তুমি রবিবাবুর একখানা গান গাও।

নির্ম্মলা। হ্যাঁ—চুপ ক'রে শোনো—

গীত

আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই, তুমি তাই গো !
তোমা ছাড়া আর এ জগতে, মোর কেহ নাই—কিছু নাই গো !
তুমি সুখ যদি নাহি পাও,
যাও, সুখের সন্ধানে যাও,
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়-মাঝে, আর কিছু নাহি চাই গো !
আমি, তোমার বিরহে রহিব বিলীন, তোমাতে করিব বাস,
দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী দীর্ঘ বরষ মাস,
যদি আর কারে ভালবাসো,
যদি আর ফিরে নাহি আসো,
তবে, তুমি যাহা চাও, তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো।

নেপথ্যে দুর্গাসুন্দরী। হ্যাঁরে নির্ম্মল, নিতাই বাড়ী এসেছে ?

নির্ম্মলা। ওমা খুড়ীমা আস্‌ছেন যে ?

নিতাই। হ্যাঁ খুড়ীমা, আমি এসেছি।

দুর্গাসুন্দরীর প্রবেশ ; নির্ম্মলা প্রস্থানোদ্যতা

দুর্গা। নির্ম্মল, তুই যাস্ নে, তোদের দু'জনের সঙ্গেই আমার কথা আছে।

নির্ম্মলা একখানি আসন আনিয়া দিল, দুর্গাসুন্দরী বসিল

নিতাই। কেন খুড়ীমা, কষ্ট ক'রে এলেন, আমায় তো ডেকে পাঠালেই হ'তো।

দুর্গা। কষ্ট কি বাবা, পরের বাড়ীতে তো আসি নি—শোন্—যা ব'ল্‌তে এসেছি—অজু তো একটা পাশ ক'র্‌লে, জলপানিও পেয়েছে—চল্লিশ টাকা শুন্‌ছি। সে আর বর্দ্ধমানে প'ড়তে চায় না, কোল্‌কাতায় না কি—কি বড় কলেজ আছে—সেখানে গিয়ে প'ড়তে চায়।

নিতাই। মনোরমা কি বলে?

দুর্গা। সে প্রথমে রাজী হয় নাই, তারপর ব'ল্লে,—"বাবা তোমার ভাল তুমি বুঝ্‌ছ, কোল্‌কাতায় গিযে প'ড়লে ভাল হয়, ভাল—কোল্‌কাতায় গিয়েই পড়ো।"

নিতাই। ভালই ব'লেছে।

দুর্গা। সেখানে তার সহায় থাকতেও নেই, বয়স হ'চ্চে, জ্ঞান হ'চ্চে—পাশের খবর তার বাপকে লিখেছিল, সে তার উত্তরও দেয় নাই, উত্তর দিলে কে না—সৎমা! তাতে তার অভিমান আরও বেড়েছে। সে ব'ল্লে—বাপের সম্পর্কে কারও দ্বারস্থ হবে না।

নিতাই। তা তো ব'ল্‌তেই পারে খুড়ীমা—তার বাপের যা ব্যবহার—শুনেছি তো, পিসীর বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়েছিল—সেখানেও দেখা করে নি। মনে হয় খুড়ীমা, বয়েসও হ'য়েছে—জ্ঞানও হ'য়েছে—সংসারের কিছু কিছু বুঝি, কিন্তু এই অরবিন্দ লোকটাকে কিছুই বুঝতে পার্‌লুম না—দেবতা ছিল, দানব হ'লো কি ক'রে?

দুর্গা। আমাদের অদৃষ্টে বাবা—আমাদের অদৃষ্টে! যাক্, ওসব কথায় আর কাজ নেই। এখন যে জন্য তোর কাছে এসেছি শোন্—তুই জানিস্ কিনা জানি না, তোর মা তীর্থে যাবে ব'লে তোর মামার বাড়ী গেছে—সব দেখাশুনা ক'র্‌তে।

নিতাই। হ্যাঁ জানি বই কি খুড়ীম, কথাবার্ত্তা তো সব ঠিক হ'য়ে আছে।

দুর্গা। আমি মনে ক'চ্চি, দিনকতক তোর মার সঙ্গে তীর্থে ঘুরে আসি। চিরকাল সংসারে জ্বালাতন পোড়াতন তো হ'লুম!

নিতাই। তুমি মনোরমার জন্যে ব্যস্ত হ'য়েছ বুঝি—তাকে কোথায় রেখে যাবে?

দুর্গা। না, মনে ক'চ্চি, তাকে নিয়েই যাবো—ঠাকুর দেবতা দর্শন ক'রে মনটা যদি কিছু ঠাণ্ডা হয়।

নিতাই। ওঃ মনুও যাবে? বেশ—তা বাড়ী চৌকী দেবার কিছু অভাব হবে না—তোমরাও যাবে, আমিও বাড়ীতে গিয়ে আড্ডা গাড়বো।

দুর্গা। ওরে বাড়ী দেখবার কিছু অভাব হবে না, সে রাখু আছে। তোকে অজুর ভার নিতে হবে। কোল্‌কাতায় তাকে কলেজে ভর্ত্তি করা, তার থাক্‌বার ব্যবস্থা—

নিতাই। ওঃ এই কথা?

দুর্গা। হ্যাঁ, মনুও আমায় তোর কাছে পাঠিয়ে দিলে।

নিতাই। তোমাদের মাথা খারাপ হ'য়েছে, তোমরা ব'ল্‌বে, তবে আমি অজুর ভার নেব? মনোর মাথা খারাপ হ'যেছে—সেইদিনই বুঝেছিলুম, যেদিন সে আমায় সদর দরজায় আট্‌কায়, নইলে সেইদিনই আমি বোঝাপড়া ক'রে নিতুম।

দুর্গা। সেও আস্‌বে তোকে ব'ল্‌তে, তোকে—বৌমাকে। মাঝে মাঝে অজুকে কোল্‌কাতা থেকে আন্‌বি—

নিতাই। আর তোমাকে কিছু ব'ল্‌তে হবে না, খুড়ীমা! অজু রইলো—আমি রইলেম,তোমরা দিনকতক—নিশ্চিন্ত হ'য়ে তির্থী ক'রে এসো। অজুর সকল ভার তো আমাদেরই, মুখোজ্জ্বল করা ছেলে গো—মুখোজ্জ্বল করা ছেলে! এই বযসে পাশ ক'র্‌লে ডবল্ জলপানি নিয়ে, লেখাপড়ায় ও বাপকেও ছাড়িয়ে যাবে।

দুর্গা। তাহ'লে আসি বাবা! মনে ক'রিস, অজু তোরই—তোদেরই। আর কি আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো বাবা—মনের সুখী হ' বাবা—মনের সুখী হ', এর চেয়ে আশীর্ব্বাদ আর আমি জানি না।

দুর্গাসুন্দরীর প্রস্থান

নিতাই। মার সঙ্গে তুমিও তীর্থে যাবে ঠিক ক'রেছিলে না, লুকিয়ে লুকিয়ে?

নির্ম্মলা। হ্যাঁ, ক'রেছিলুম তো, তা লুকিয়ে ক'র্‌বো কেন? আমি কি চুরি ক'র্‌তে যাচ্ছিলুম?

নিতাই। এখন তীর্থে যাও!

নির্ম্মলা। যাবই তো, তোমায় ভয় ক'র্‌বো না কি?

নিতাই। তারপর অজিতের ভার?

নির্ম্মলা। অজিতের ভার তোমরাই নিতে জানো, আমরা যেন কিছু জানি না? তীর্থে যাচ্ছিলুম, শুধু কি আমার জন্য—মার সেবা করবার জন্যে—বুড়ো মানুষ! তা যখন মনোরমা যাচ্ছে—আমার ভার কেটে গেছে—সে আমার চেয়ে মার সেবা ক'র্‌বে বেশী। মা আসুন, তাঁকে ব'লে আমি তীর্থে যাব না। ওঃ—উনিই ভার নিতে জানেন, আমরা যেন কিছু জানি না! মনে ক'চ্চেন—জিতে যাবেন, তা হবে না, অজিতের ভার তুমিও যেমন নেবে, আমিও তেম্‌নি নেব। নাও, এখন সরো—সন্ধ্যে হ'য়ে এলো, পুকুরঘাট থেকে আসি।

নিতাই। আবার পুকুরঘাট?

নির্ম্মলা। ওমা, তা কাপড় কেচে আস্‌বো না?

নিতাই। বেশ! যাচ্ছ তো এই ভর সন্ধ্যেবেলায় পুকুরঘাটে! যাও সেখানে কি হ'য়েছে তা তো জান না!

নির্ম্মলা। কি হ'য়েছে ?

নিতাই। গেলেই দেখ্‌তে পাবে—আর ফির্‌তে হবে না। একেবারে দাঁতকবাটি !

নির্ম্মলা। ভয় দেখান হ'চ্ছে ?

নিতাই। ভয় দেখান নয়! যাও না, এক পা এ গাছে—আর এক পা ঐ গাছে—ইয়া লম্বা !

নির্ম্মলা। কি ? ভূত ? অত ভূতের ভয় আমার নেই গো! এই এতটা দিন ভূতেশ্বরের সঙ্গে ঘর ক'রে আর কি ভূতের ভয় থাকে ? যাও—সরো।

নিতাই। যেও না ব'ল্‌চি—টের পাবে, ভূতেশ্বরীর বীরত্ব বেরিয়ে যাবে !

নির্ম্মলা। যাবে—যাবে।

নিতাই। তথাপি যাইবে ?—পতি-বাক্য করিয়া হেলন ? যাও যদি, অবশ্য মজিবে।

নির্ম্মলা। বৃথা তুমি দেখাইছ ভয়; ও ভয়ে কম্পিত নয়—আমার হৃদয় ! যাইব নিশ্চয়। বীরাঙ্গনা আমি—ভূতে কিবা ডর ?

প্রস্থানোদ্যতা

নিতাই নির্ম্মলার পিছন হইতে কানের কাছে সাপবাঁশী বাজাইল; নির্ম্মলা ভয়ে চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল

নিতাই। বীরাঙ্গনা আমি—ভূতে কিবা ডর ? তবে কেন বাঁশীতে কাতর ?

নির্ম্মলা। বটে ?

উঠিবার চেষ্টা

নিতাই আবার সাপবাঁশী বাজাইল

নবম দৃশ্য

হিন্দু হোষ্টেল

সজ্জিত সভা

সভাপতিরূপে অরবিন্দ আসীন, পার্শ্বে সহকারী-সম্পাদক আদিত্যবাবু। ডায়েসের উপর বিশিষ্ট সভ্য প্রফেসরগণ ; একপার্শ্বে উপবিষ্ট অজিত ও ছাত্রগণ

প্রভাত। (জনান্তিকে ছাত্রগণের প্রতি) গুরুদাসবাবুকে যেমন সভাপতি মানায়, এমন আর কাউকে মানায় না।

সোমেশ। (জনান্তিকে) শুন্‌লুম, গুরুদাসবাবুর এক প্রিয় শিষ্য।

অজিত। (জনান্তিকে) তাঁর তো অনেক প্রিয় শিষ্য, এ প্রিয় শিষ্য কে ভাই ?

সোমেশ। (জনান্তিকে) আরে সেই তো জান্‌তে গেলুম সুপারিন্‌টেনডেণ্ট-বাবুর কাছে—এম্‌নি খেঁকিয়ে উঠ্‌লেন—ব'ল্লেন—"নাম জেনে কি হবে ? আর দশ মিনিট পরে সভা, দেখতেই তো পাবে।" আমি আর দাঁড়ালুম না—সভায় এসে আসন দখল ক'র্‌লুম।

আদিত্য। আর কেউ পাঠার্থী আছ ?

জনৈক ছাত্র উঠিয়া 'বৃদ্ধের প্রতি' কবিতা পাঠ

ছাত্র

বৃদ্ধের প্রতি

কেন বৃদ্ধ, অকারণ কর তুমি ধন ধন—
উপস্থিত বুঝ না কি নিধন-সময় ?
প্রাণ-প্রদীপে তোমার, নাহি বিন্দু তৈল আর
পুড়ে পুড়ে সলিতার অস্তিত্ব সংশয়।

কোথা রবে গাড়ী জুড়ী, কোথা রবে জমীদারী,
কোথা রবে দারা-পুত্র আত্মীয়-স্বজন ?
ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা, রবে মাত্র প্রাণে আঁকা,
কোম্পানী কাগজ শুধু হইবে স্মরণ !
তোমার বংশের বাতি, কোথা রবে নাতিপুতি
চাহে না তোমায় তারা, চাহে তব অর্থ—
হায় হায় কি করিলে, মোহিনী মায়ার ছলে
সমস্ত জীবন তব হ'য়ে গেল ব্যর্থ !
যে ক'দিন আর আছে, যাইতে দিও না মিছে,
অর্থের সদ্ব্যয়-চিন্তা করো ত্বরাগতি—
লিখ শীঘ্র দানপত্রে বিদ্যাদান দীন ছাত্রে,
অন্নবস্ত্র পাবে—যার নাহিক সঙ্গতি,
রবে ভবে নাম—"কীর্ত্তিযস্য স জীবতি !"

কবিতা পাঠ শেষ হইলে সকলে করতালি দিল

আদিত্য। বেশ কাগজখানি দাও, বাবা !

বালকের কাগজ দিয়া নমস্কার পূর্ব্বক নিজ আসনে গিয়া উপবেশন

অর। আর কেউ পাঠার্থী আছ ?

সুপারিন্‌টেনডেণ্ট্। তোমাদের মধ্যে যদি আর কারো লেখা থাকে, আবৃত্তি করো।

ইনি দাঁড়াইয়া ছিলেন

সোমেশ। (জনান্তিকে) খেঁকুড়ে স্বভাব, একটু রসকস নেই।

অর। লজ্জার কোন কারণ নেই, তোমরা শিক্ষার্থী, বাণী-মন্দিরে এই তোমাদের প্রথম প্রবেশ, এখন কত ভ্রম, কত ত্রুটি হবে। শিশু

একদিনে দাঁড়াতে শেখে না। বিদ্যা-অর্জ্জনও অভ্যাসের ফল—কঠোর সাধনা ভিন্ন, উর্দ্ধগ তপস্যা ভিন্ন—বাণী-মন্দিরে প্রবেশলাভ হয় না, এইটী তোমরা সর্ব্বদা মনে রাখবে। যদি আর কেউ পাঠার্থী থাকো, লজ্জা-সঙ্কোচ পরিত্যাগ ক'রে আবৃত্তি করো।

আদিত্য। কই, বেশী ছেলে হ'লো কই? সবে তো এই দশখানি কাগজ পেয়েছি।

অর। দেখা যাক্, আর কেউ ওঠে কি না?

যোগেশ। (জনান্তিকে প্রভাতের প্রতি) এইবার তুই আরম্ভ কর্।

প্রভাত উঠিল—ছেলেরা হাততালি দিল

প্রভাত। (খুব নিম্নস্বরে আরম্ভ করিল) বুদ্ধদেব।

জরা-ব্যাধি—শোক-তাপ—মৃত্যুর অধীন—

আদিত্য। ভয় কি বাবা, একটু চেঁচিয়ে বলো?

পার্শ্বস্থ ছাত্রগণ। (জনান্তিকে) ভয় কি স্ফূর্ত্তি ক'রে বল্ না। বেশ হবে এখন।

প্রভাত উৎসাহ পাইয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চৈঃস্বরে 'বুদ্ধদেব' কবিতা পাঠ করিল

বুদ্ধদেব

জরা-ব্যাধি—শোক-তাপ—মৃত্যুর অধীন—
হিংসা, অত্যাচারে হেরি ধরণী মলিন—
করুণায় বিগলিত প্রাণ
কে তুমি মহান্!
রাজপুত্র, রাজভোগ দিয়া জলাঞ্জলি—
প্রিয়তমা দারা, পুত্র নয়ন-পুতলী—

ত্যজি সবে নির্ম্মম অন্তরে—
গৃহ ছাড়ি গেলে চলি গহন কান্তারে ?
কেমনে জীবের দুঃখ হবে অবসান
দিবানিশি সদা এই ধ্যান—
অনাহার অনিদ্রায় বসি তরুমূলে
শীত-গ্রীষ্ম সহি অবহেলে—
সাধনায় সিদ্ধিলাভে করি দৃঢ়পণ
ঘোরতর তপস্যা মগন !
কঠোর সাধনলব্ধ তব দিব্য জ্ঞানে—
মুক্তি লভে ধরাবাসী সংসার-বন্ধনে।
যজ্ঞস্থলে শত শত, প্রাণীবধ অবিরত
রক্ত-স্রোতে ধরণী প্লাবিত,
প্রাণ বিনিময়ে প্রাণ করিয়া উদ্ধার
হে অনন্ত দয়া-পরাবার—
"অহিংসা পরম ধর্ম্ম" করিলা প্রচার।
হে মহামানব, তব ধর্ম্ম অনুসরি
অর্দ্ধেক জগৎ ছিল পীতবস্ত্রধারী—
সময়ের প্রবর্ত্তনে, তব মৈত্রী-মন্ত্র-গুণে
দিব্যচক্ষু লভে সবে নব জাগরণে।
ক্রমে যত দিন শেষ, ভোলে নর সে আদেশ,
পুন হায় তম-ঘোরে আবৃত অম্বর—
প্রকটিত হও পুনঃ হে জ্ঞান-ভাস্কর !

ছাত্রগণের করতালি প্রদান

আদিত্য। বাঃ বেশ হ'য়েছে। এসো বাবা, এগিয়ে এসো, তোমার কাগজখানি দিয়ে যাও। (প্রভাতের কাগজখানি দিয়া নমস্কার পূর্ব্বক নিজস্থানে গিয়া উপবেশন) (অরবিন্দের প্রতি) এই দেখ্‌ছি বাজী মার্‌বে।

অর। আর কারো কিছু বল্‌বার আছে?

সোমেশ। (জনান্তিকে অজিতের প্রতি) বোধ হয় আর কারো নেই। এইবার ভাই, তুই আরম্ভ কর্‌।

অজিত উঠিল—ছাত্রগণের করতালি প্রদান

অজিত পাঠ আরম্ভ করিল—'মা' কবিতা

মা

ঋষি-শাপে সিন্ধুতলে আছ নিমজ্জিতা,
দুষ্টজন-অপবাদে পতিত্যক্তা সীতা—
তবু চির-পতিপ্রাণা; কায়মনোপ্রাণ,
পতি দেবতার পদে করিয়াছ দান।

আদিত্য। এগিয়ে এসো বাবা, এগিয়ে এসো—মুখখানা ভাল দেখতে পাচ্চি না। (অজিত অগ্রসর হইল) বাঃ ছেলেটি কি সুশ্রী!

অর। (বিহ্বল চিত্তে অজিতের মুখের পানে চাহিয়া রহিল—তাঁহার কণ্ঠ হইতে অস্পষ্ট বাণী নির্গত হইল)—শুধু সুশ্রী নয়—কি অপূর্ব্ব প্রতিভার দীপ্তি এর চোখে-মুখে!—এর মুখ থেকে চোখ ফেরাতে ইচ্ছে ক'চ্চে না কেন!

অজিত অগ্রসর হইয়া কবিতার যতটুকু পড়িয়াছিল, তাহার পর হইতে পড়িতে লাগিল

অজিত। নদী কভু না'রে, ফিরাতে সে জলধারা
দেছে যা সিন্ধুরে। আজি মাতা তুমি,
পাশরিলে যত ব্যথা সন্তানেরে চুমি।
হেরি পলে পলে—
ধ্যেয়-দেবতার রূপ এ মুখমণ্ডলে।
তাই বুঝি চাও অনিমিষে?
আপনার বক্ষ নীড়ে? তৃপ্ত হাসি হেসে,
ঢেলে দাও অন্তরের সুধা-সিন্ধুসার,
অতুল্য মায়ের স্নেহ, জননী আমার!
সুপবিত্র সতী-প্রেম গলিয়া ক্ষরিয়া
মাতৃস্তন্য সুধা সাথে পড়েছে ঝরিয়া
অবোধ শিশুর পানে। ত্রিদিব-বন্দিতা!
অয়ি, মম স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতা!

পাঠ শেষ হইলে ছাত্রগণ ঘন ঘন করতালি দিল

আদিত্য। বাঃ বাঃ ছোক্‌রা! দেখি বাবা, তোমার কাগজখানা।

অজিত আদিত্যবাবুর হাতে কাগজ দিয়া নমস্কার পূর্ব্বক নিজ স্থানে গিয়া বসিল

(কাগজ লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আর কেউ বল্‌বার আছে?

ছাত্রগণ নীরব

তাহ'লে বুঝলুম—এই কবিতাই শেষ কবিতা! (আসনে বসিয়া) ওহে বোস্‌জা! এই 'মা' শীর্ষক কবিতাটাকেই ফার্ষ্ট প্রাইজ্‌ দিয়ে দাও। ঐ ত একটুখানি ছেলে—ওর পক্ষে ও বেশ লিখেছে ব'ল্‌তে হবে!—আর একটিও ত ওর জোড়া দেখি নে।

অর। (স্বগত) এ ত কাগজে-কলমে কবিতা লেখা নয়, এ যে বুকের রক্ত ঢেলে লেখা ! এ যে ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতায় পূর্ণ—এ সুর এই বালকের প্রাণে পৌঁছিল কি ক'রে ?

আদিত্য। বড্ড অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লে যে ? কবিতা ত শুন্‌লে—কি বলো—একেই ফার্ষ্ট করা যাক্ ?

অর। (একটু সংযত হইয়া) হঁ্যা, আমিও তাই স্থির ক'রেছি। দ্বিতীয় হবার যোগ্য কাকে মনে ক'র্‌ছেন ?

আদিত্য। এই দেখো না, আমি এই পর পর নম্বর দিয়ে যাচ্চি, এখন তুমি নিজে দেখেই যা ভাল মনে হয়, স্থির করো।

কবিতার কাগজগুলি অরবিন্দবাবুর হস্তে প্রদান

অর। (কাগজগুলির উপর চোখ ফিরাইয়া) দ্বিতীয় পুরস্কার 'বুদ্ধদেবে'র কবি প্রভাতমোহনকেই দেওয়া যাক্। অবশ্য আরও দু'চারজনের লেখাও বেশ উল্লেখযোগ্য হ'য়েছে এবং এও আমি অন্তরের সহিত আশা ক'র্‌ছি যে, ভবিষ্যতে এঁদের দ্বারাই একদিন বঙ্গীয় কাব্যকলার শ্রী-সম্পদ বৃদ্ধিই পাবে। এ সম্বন্ধে যা আমার বক্তব্য, তা আমি পরে ব'ল্‌চি। আপাততঃ এই পুরস্কৃত দু'জনকে ন্যায্য সম্মান প্রদান করাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। 'মা' কবিতা লেখকটীর নাম ? (অজিতের প্রতি) এগিয়ে এসো। (অজিত অগ্রসর হইলে) তোমার নাম কি বাবা ? এখন মেডেলে নাম লেখা নেই, পরে লিখে দেওয়া হবে।

অজিত। (অগ্রসর হইয়া) শ্রীঅজিতকুমার বসু।

অর। (চমকিত হইয়া) তোমার বাড়ী ?

অজিত। বৰ্দ্ধমান।

কম্পিত অরবিন্দের হস্ত হইতে মেডেলটী পড়িয়া গেল। আদিত্যবাবু কুড়াইয়া লইয়া অরবিন্দের প্রতি

আদিত্য। ওহে, ছেলেটী বড় ভাল, বুঝেছ অরবিন্দ ? (মূর্চ্ছিত হইয়া অরবিন্দকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া) একি, একি !

অজিত। (চমকিত ও পশ্চাৎ-পদ হইয়া স্বগত) অরবিন্দ বোস ! এই আমার বাবা !

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বালিগঞ্জ

অরবিন্দের একতলার বৈঠকখানা

ঘরটী লাইব্রেরী-রুমও বটে এবং অরবিন্দের বিশ্রাম-ঘরও বটে। একখানি ছোট খাটে অরবিন্দ শায়িত। ডাক্তার পরীক্ষা করিতেছেন; আদিত্যবাবু ফলাফল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। ব্রজরাণী আকস্মিক এই ব্যাপারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া—অরবিন্দের মাথায় পাখার বাতাস করিতেছে। হোষ্টেলের ছাত্র প্রফুল্ল ও পরিতোষ দাঁড়াইয়া আছে।

আদিত্য। (ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হইলে) কি বুঝছেন? কি দেখলেন?

একটু সরিয়া ডাক্তারের নিকট আসিলেন

ডাক্তার। ঠিক বলা বড় শক্ত।

আদিত্য। অ্যাপোপ্লেক্‌সি নয় তো? না হার্টের কোন গোলমাল?

ডাক্তার। না, বুকে কিছু পেলাম না। অ্যাপোপ্লেক্‌সি, প্যারালিসিস্—কি যে দাঁড়ায় বলা যায় না। হঠাৎ কোন 'সক্' থেকেও হ'তে পারে। তা মানসিকই হোক—শারীরিকই হোক। (ব্রজরাণীর প্রতি) ইদানিং এঁর মানসিক উদ্বেগের কি কোন বিশেষ কারণ ছিল? কি শরীর খুব দুর্ব্বল? সময় সময় মাথা ঘুর্‌তো কি?

ব্রজ। কাউকে কিছু বিশেষ ব'ল্‌তেন না ত, বড্ড চাপা। তবে ইদানিং ওঁর শরীর বিশেষ ভাল ছিল না।

ডাক্তার। কোন মর্ম্মান্তিক পীড়া?

ব্রজ। (হঠাৎ কি উত্তর দিবে—বুঝিতে পারিল না, পরে বলিল) কই না, কি হ'তেও পারে। ডাক্তারবাবু, জীবনের আশঙ্কা?

ডাক্তার। এখন অত ব্যস্ত হবেন না ; যদি সামান্য কারণে হ'য়ে থাকে, বিশেষ ভাবনা নেই, তবে সাবধান হ'তে হবে, মাথায় আইসব্যাগটা যেন বন্ধ না হয়। (আদিত্যবাবুর প্রতি) আচ্ছা, আপনি ব'ল্‌তে পারেন, পা পিছলে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর প'ড়ে যান নি ত হঠাৎ ? মাথার আঘাত—প'ড়ে গিয়েও হ'তে পারে।

আদিত্য। ঠিক তো বোঝা গেল না। ঘটনাটা এই—একটী ছেলেকে মেডেল দেবার সময় অরবিন্দ যেমন হাত বাড়িয়েছে, মনে হ'লো—ছেলেটী যেন হাত সরিয়ে নিয়ে দু'পা পেছিয়ে গেলো। অম্‌নি অরবিন্দ চেয়ারের উপর ব'সে প'ড়লো—যেন তাল সাম্‌লাতে না পেরে প'ড়ে গেলে।

প্রফুল্ল। তা হ'তে পারে স্যার্, ছেলেটী বড় shy, সে ও সব মিটিং টিটিং বড় সহ্য ক'র্‌তে পারে না।

আদিত্য। যাই হোক—এখন রক্ষাকর্ত্তা ভগবান, আসুন ডাক্তারবাবু—এই পাশের ঘরে একটু বিশ্রাম ক'র্‌বেন আসুন।

প্রফুল্ল ও পরিতোষ। তা হ'লে স্যার, আমরাও এখন যেতে পারি ?

আদিত্য। হ্যাঁ বাবা, তোমরা যথেষ্ট ক'রেছ, এখন যেতে পারো।

আদিত্যবাবু ও ডাক্তারের কক্ষান্তরে প্রস্থান

প্রফুল্ল ও পরিতোষ যাইতেছিল, ব্রজরাণী বাধা দিয়া

ব্রজ। যেও না বাবা, দাঁড়াও, কি হ'য়েছিল—আমায় একটু ভাল ক'রে বলো—তোমরা ত কাছেই দাঁড়িয়েছিলে।

পরিতোষ। হ্যাঁ মা, আমরা ত কাছেই দাঁড়িয়ে।

প্রফুল্ল। ঘটনাটা কি হ'লো জানেন ?

পরিতোষ। দাঁড়া দাঁড়া, আমি ব'ল্‌ছি :—যেমন উনি মেডেলটী দিতে

গেলেন, অম্‌নি সে কি রকম ঘাব্‌ড়ে গিয়ে পিছিয়ে দাঁড়ালো, আর ইনিও অম্‌নি ধপ্‌ ক'রে ব'সে প'ড়েই, সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হ'য়ে ঢ'লে প'ড়লেন। ডাক্তারবাবু ব'ল্লেন বটে, যে প'ড়ে গিয়ে 'সক্' লেগেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, আগে থাক্‌তেই ওঁর শরীরটা ভাল ছিল না। তুমি দেখ নাই প্রফুল্ল? প্রথমবারই যখন মেডেলটা ওঁর হাত থেকে প'ড়ে যায়, হাতটা তখনই কি রকম কাঁপ্‌ছিল?

ব্রজ। কাঁপ্‌ছিলেন? তুমি ঠিক দেখেছ?

পরিতোষ। হ্যাঁ, তাঁর হাত কাঁপতে লাগলো—স্পষ্ট দেখা গেল—সকলেই ত দেখ্‌লে।

ব্রজ। তারপর—তারপর—

খুব ভীত হইয়া যেন পূর্ব্ব হইতে যে আশঙ্কা করিতেছিল, বুঝি বা তাহাই সত্য হয়

পরি। তারপর ত ব'লেছি—উনি প'ড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'লেন।

ব্রজ। ছেলেটীর নাম কি, বাবা?

প্রফুল্ল। কার? ওঃ, অজিতের কথা জিজ্ঞাসা ক'চ্চেন? অজিত কুমার বোস।

ব্রজ। কি ব'ল্লে? অজিত—অজিতকুমার বোস?

প্রফুল্ল। না না, তার জন্য কিছু না। তার কোনরকম ব্যাভারে—কি তাকে দেখে—ওঃ নাঃ—সে আপনি মনেও ক'র্‌বেন না। সে দেখ্‌তে ভা—রি সুন্দর। আর ছেলেও সে খুব ভাল।

পরিতোষ। ভালমানুষ বেচারি! আমরা আজ যাই, আবার কাল সকালে এসে দেখে যাব।

উভয়ে যখন দোরের নিকট গিয়াছে, ব্রজরাণী নিকটে আসিয়া বলিল

ব্রজ। আর একটী কথা—

উভয়ে ফিরিল

প্রফুল্ল। কি বলুন?

ব্রজ। সেই ছেলেটীকে এখনই একবার পাঠিয়ে দিতে পারো?

প্রফুল্ল। অজিতকে? সে এক রকমের, সে বড় একটা কোথাও যায় না।

ব্রজ। (বিশেষ ব্যগ্রভাবে) এ কাজটী যে তোমাদের ক'র্‌তেই হবে বাবা? দেখ্‌লে তো—ওঁর জীবন সংশয়; এ কথা শুন্‌লে সে না এসে থাকৃতে পার্‌বে না।

পরিতোষ। আপনি কি তাকে চেনেন?

ব্রজ। ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, হয় ত চিনি, তাকে দেখলে ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌বো। না না, চিনি—আমি গাড়ী বা'র ক'রে দিচ্চি—তোমরা গিয়ে তাকে পাঠিয়ে দিও, ছেলেটীকে ব'লো—তারই উপর রোগীর জীবন-মরণ নির্ভর ক'চ্চে।

পরিতোষ। আচ্ছা মা, আমরা প্রাণপণে চেষ্টা ক'রবো।

পরিতোষ ও প্রফুল্লের প্রস্থান

কার্ত্তিক অরবিন্দের মাথায় আইসব্যাগ দিতেছিল

ব্রজ। কার্ত্তিক, তুই যা, আমি মাথায় বরফ দিচ্চি, ছেলেদের এখনি গাড়ী দিতে বল্‌।

কার্ত্তিকের প্রস্থান

(আইসব্যাগ দিতে দিতে) ওগো, একবার চোখ চাও, আমাকে কি দায়ে ফেলেছ—বুঝ্‌তে পাচ্চ না! আমি রাক্ষুসী, তোমার সুখদুঃখের কথা কোন দিনই বুঝি নি, কেবল নিজের

কথাই ভেবেছি, আমার সে পাপের শাস্তি কি আজ থেকে আরম্ভ হ'লো।

ব্রজরাণী কাঁদিয়া ফেলিল

এমন সময়ে অরবিন্দ চক্ষু চাহিয়া কি যেন একটা হারাণ জিনিস খুঁজিতেছে

ডাক্তারবাবু? (উঠিয়া দোরের নিকট গিয়া) দেখুন—দেখুন—কি রকম ক'চ্চেন!

আদিত্যবাবু ও ডাক্তারের দ্রুত প্রবেশ

ডাক্তার। দেখছি রেষ্টলেস হ'য়েছেন, আইসব্যাগটা একটুও বন্ধ ক'র্‌বেন না।

ব্রজ। কেমন আছ? আমায় কিছু কি ব'ল্‌বে? বলো—বলো?—ডাক্তারবাবু, দেখুন দেখুন—কি যেন বল্‌বার চেষ্টা ক'চ্চেন, ব'ল্‌তে পাচ্চেন না! ঐ দেখুন—হাত নাড়ছেন—কাকে যেন খুঁজছেন।

আদিত্য। আপনি অত অধীর হবেন না; ডাক্তারবাবু দেখছেন। (ডাক্তারের প্রতি) আইসব্যাগটা আর কারো হাতে দিলে হয় না? চাকরটা গেল কোথায়?

ইতিমধ্যে কার্ত্তিক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে

ডাক্তার। মন্দ কথা নয়, আবার এর উপর ওঁকে নিয়ে না বিপদে প'ড়তে হয়। (ব্রজরাণীর প্রতি) দেখুন, আপনি ঐ চাকরটার হাতে আইসব্যাগ দিন—আপনি গিয়ে জানালার কাছে একটু দাঁড়ান, আম্‌রা দেখছি!

ব্রজরাণী যন্ত্রচালিতের ন্যায় ডাক্তারের কথা শুনিল

অর। (নিশ্বাস ফেলিয়া আত্মগত ভাবে) এ ত কচি ছেলের কলমের লেখা নয়, এ যে মর্ম্ম-পীড়িতের বুকের রক্ত ঢেলে সে-ই ছবি আঁকা! কে এ ছেলেটা? কে—রে? কে রে তুই?

অরবিন্দের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ব্রজরাণী জানালার কাছ হইতে ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর কথা শুনিতে লাগিল। অরবিন্দের কথা শেষ হইলে ব্রজরাণী ঠোঁট চাপিয়া প্রাণপণে মনোভাব চাপিয়া রাখিলেন

ডাক্তার। এই যে, ডিলিরিয়মও আরম্ভ হ'লো দেখছি! তা একে এখন একরকম মন্দেরও ভাল ব'লতে হবে। আপনি ব্যস্ত হবেন না, উপস্থিত কোন ভয় নাই। যেমন যেমন ব্যবস্থা, ঠিক যেন সেই রকম করা হয়। আমরা ঘণ্টাখানেক পর ঘুরে আস্‌ছি।

আদিত্য। (ব্রজরাণীকে) আপনি অত উতলা হবেন না, আমাদের কথা শুনুন—ইনি ভাল হবেন। (স্বগত) কি কাল সভাই ক'র্‌তে গিয়েছিলুম!

ডাক্তার ও আদিত্যবাবুর প্রস্থান

ব্রজ। (কার্ত্তিকের প্রতি) যা, বাবুদের সঙ্গে যা।

কার্ত্তিকের প্রস্থান

এমন সময় চিঠি লইয়া সোফারের প্রবেশ

সোফার। মা, গাড়ীতে কেউ এলেন না, গাড়ী ফিরিয়ে দিলেন, এ: চিঠি দিয়েছেন।

ব্রজ। (চিঠি লইয়া) আচ্ছা, যাও।

সোফারের প্রস্থান

পত্রপাঠ

"অজিতকে পাঠান সম্ভব নয়, সে বড় এক রোখা। বলে—বড়লোকের বাড়ী তাহার কোনও দরকার নেই। আপনার এই সামান্য অনুরোধটুকু রক্ষা করিতে না পারিয়া বড়ই লজ্জিত হইলাম। মাপ করিবেন।

বিনীত—পরিতোষচন্দ্র নাগ।"

এ'লো না—এ'লো না, আস্‌বে কেন—আস্‌বে কেন? এলে যে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের আশা থাকৃতো! আজ আমি বুঝতে পাচ্ছি, এর জন্য দায়ী কে?—দায়ী আমি, আমার ভাগ্য নয়—আমার যে সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি নন্—কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ক'র্‌বার আমার কিছুই নেই! আহা-হা—শেষ স্বামি! দেবতা—আমিই তোমার মৃত্যুর কারণ হ'লেম?

অরবিন্দের পদতলে লুটাইয়া পড়িল

দ্বিতীয় দৃশ্য

বালিগঞ্জ

অরবিন্দের বাগান বাটীর সম্মুখস্থ রাস্তা

অজিত

অজিত। ক'দিনই ঘুর্‌চি, বিশেষ কোন খবরই পাচ্চি না। এত বড় বাড়ী—লোকজনের মধ্যে দেখি—চাকর বাকর, দরোয়ান, মালী; বাইরের ভদ্রলোক যারা আসে, গাড়ী ক'রে আসে, গাড়ী ক'রে বেরিয়ে যায়, তাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে সাহস হয় না, আর

জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো বা কি ক'রে! যখন ডাক্‌লে—গাড়ী পাঠালে—তখন গেলেম না, বাবা যখন আমাদের ত্যাগ ক'রেছেন, তখন তাঁর বাড়ীতে কিসের জন্য যাব? যখন সেই সভায় বাইরের পাঁচজন শুশ্রূষা ক'র্‌তে লাগ্‌লো আমি এক পাশে দাঁড়িয়ে শুধু দর্শক। পিতৃপরিচয়হীন বালকের পথ রোধ ক'র্‌লে—আমার দুর্জ্জয় অভিমান! তার ফলে যে যন্ত্রণা পাচ্ছি, তা থেকে মুক্তি পাই কিসে? একবার তাঁকে দেখবো—কোন অপমানকেই আমি অপমান ব'লে গ্রাহ্য করি না, একবার তাঁর পাদমূলে অভিমান-আহত অভিশপ্ত সন্তানের চিররুদ্ধ অশ্রুর অঞ্জলি ঢেলে নীরবে বিদায় নেবো—কেউ জান্‌বে না—জান্‌বে শুধু আমার অন্তরাত্মা! মা, মা, তুমি যেখানেই থাকো, আশীর্ব্বাদ করো, যেন একবার তাঁর পা দু'খানি বুকে নিতে পারি। তুমি ত ব'লেছিলে—ইনি আমাদের ত্যাগ করেন নি, বাপের আদেশ পালন কর্‌বার জন্য শুধু দূরে রেখেছেন।

সত্যকিঙ্কর ভৃত্যের সহিত মাগুনী মালির প্রবেশ

মাগুনী মালী। ইয়ে দেখ কিঙ্কর ভাই—ইয়ে ধুবলাপুনী বাবুটী, রুজ রুজ এইঠি কি আসুচি—আউ আপে আপে কোঁড় কউচি। আহা, কার ছুয়াটীরে—পাগলা হই কিড়ি বাটে বাটে বুলুচি, ইয়ে বাপ মা কেহ নাহস্তি, সেই নাগি, পাগলাকু রাস্তা উপুরি ছাড়ি দেউছি।

সত্যকিঙ্কর। কে তোরে বল্লে—পাগল?—ঐ বাবুটী? তুই ক'দিন একে এখানে দেখছিস্?

মাগুনী। ইয়ে দশ পনেরো দিন হ্যালা, মু তাকু দেখুচি। যেইদিন বাবু দেহ অসুখ হইকিড়ি ঘরকু আইলানি, তার দু'চার দিন পচ্ছুকু। বুলি

বুলি কি যাউছি, মু সবজি বাগিচারে কাম করুচি, আউ, তাকু দেখুচি। তুমে এইঠি আসো, আউ তাকু প'ছাড়ো, সেই কাঁই কি এইঠিকি আস্নচি, সে কোঁড় পাগ্‌লা অছি ?

কিঙ্কর। আচ্ছা তুই ওকে ডেকে কথা ক-না—দেখ্‌না—কি বলে ?

মাগুনী। হউ, তুমে রইথ, মু পছাড়ুছি। (উচ্চৈঃস্বরে) এ ধুব্‌লা বাবু, শুনুচ, এইঠি আসো।

অজিতের পুনঃ প্রবেশ

অজিত। (স্বগত) আমাকে ডাক্‌ছ কি এই বাগানের মালী ? ওকে রোজ দেখি, কিন্তু জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে সাহস হয় না, কি জানি কি মনে ক'র্‌বে ! (প্রকাশ্যে) বাপু, আমায় ডাক্‌ছ কি ?

মাগুনী। বাবু, দণ্ডবত, তুমে এইঠি রুজ রুজ কাঁইচি বুলুচ ?

অজিত। হ্যাঁ—হ্যাঁ--রোজ রোজ এখানে ঘুরি বটে, তুমি এই বাড়ীতে কদ্দিন কাজ ক'চ্চ ?

মাগুনী। হ, বর্ষ হ্যালা কাম করুচি।

অজিত। এ বাড়ী ত অরবিন্দবাবুর বাড়ী ?

মাগুনী। কঁড় নাম কইলু ?

অজিত। অরবিন্দবাবু।

মাগুনী। (স্বগত) মু কিছে বুঝু পারু নাই। হউ, মু কেত্তে বেড়ে ঠকিমি নাই। ইয়ে নিশ্চেই বৃন্দাবন মালীকু চিহ্নচি, তার কথা মোতে পছাড়ুছি। (প্রকাশ্যে) হঁ হঁ—বৃন্দাবন মালী এইঠি কাম করিথিলা, ছুটী নেই কি গাঁউকু গলানি। মু তা বদলি কাম করুচি।

অজিত। (স্বগত) এ দেখ্‌ছি, আমার কথা কিছু বুঝ্‌তে পারে নি ; তাহ'লে এর সঙ্গে কথা কবার প্রয়োজন কি, কোন খবরই ত

পাব না! কিন্তু আমি যে আর সহ্য ক'রতে পাচ্ছি নি! (প্রকাশ্যে) বাপু, তুমি যার কাজ করো—তোমার মুনিব—তাঁর নাম জানো?

মাগুনী। মুনিব—ইয়ে মোর প্রভু!

হাতজোড় করিয়া উদ্দেশে প্রণাম

অজিত। তোমার মুনিবের খুব অসুখ, না?

মাগুনী। বাবু তুমে এইঠি ঠিয়া হ—মু কিঙ্কর ভাইকু ডাকুচি। সে তোম কথাকু জবাব দেব। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) ইয়ে কিঙ্কর ভাই—কিঙ্কর ভাই! এইঠি আসো—ইয়ে বঙ্গাড়ি বাবু কোঁড় পছাড়ুছি, তাকু জবাব দিও।

সত্যকিঙ্করের প্রবেশ

কিঙ্কর। আরে রাম! এ পাগল হ'বে কেন—এ যে ভদ্রলোক—রাজপুত্রের মত চেহারা!

মাগুনী। হয়ে কিঙ্কর ভাই, ইয়ে তোমার দেশের মনুষ্য আছি, তোম কথাকু সে বুঝি পারিবু, মোর কথা কিছু বুঝু নাই। তুমে শুন—বাবু কোঁড় কউচি। মু যাই, আপন কাম করিমি।

মাগুনী মালীর প্রস্থান

কিঙ্কর। বাবু, মালীকে কি জিজ্ঞাসা ক'চ্ছিলেন?

অজিত। এ বাড়ীর বাবুর নাম কি অরবিন্দবাবু?

কিঙ্কর। আজ্ঞে হ্যাঁ? সদর ফাটকে যান্ নি বুঝি? সেখানে তাঁর নাম খোদাই করা আছে।

অজিত। তাঁর ত খুব অসুখ।

কিঙ্কর। আর বাবু, ব'ল্‌বেন না, অসুখ ব'লে অসুখ, যমে-মানুষে টানাটানি।

অজিত। বলো কি?

কিঙ্কর। আর বলো কি—বিধাতার দেওয়া প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক্ ক'চ্চে বাবু! সেই যে কি যে ছাই সভা ক'র্‌তে গেলেন—সেখান থেকে ত আর জ্ঞান নিয়ে ফির্‌লেন না! কি ছাই পাশ সভা ক'লকাতায় হয়! বাবুর সঙ্গে দু'চার জায়গায় গিয়ে দেখেছি—একে সব ক্ষীণজীবী বাবুর প্রাণ—সভায় চেঁচাতে চেঁচাতে ব্রেহ্মরন্ধ্রে গিয়ে রক্ত ঠেলে ওঠে—তারপর অজ্ঞান হবে না ত কি?

অজিত। বাঁচ্‌বার আশা আছে কি?

কিঙ্কর। এদ্দিন ত ছিল না, এই কাল ডাক্তারবাবু সবে ব'লেছেন যে, এ যাত্রা রক্ষা পাবেন।

অজিত। এ বাড়ীতে বাবু থাকেন আর কে কে থাকেন?

কিঙ্কর। এ বাড়ীতে আর বড় কেউ থাকেন না। বাবু থাকেন, গিন্নীমা থাকেন, আর এই অসুখ ব'লে কর্ম্মচারী দু'চারজন যা আছে। আর আমরা—দারোয়ানরা—মালারা—এই চাকরেরা—সব আছি।

অজিত। বাবু বুঝি দোতালার ঘরে থাকেন? অন্দর মহলে?

কিঙ্কর। (স্বগত) এ এত কথা জিজ্ঞাসা ক'রে কেন? এ কি বাবুর কেউ হয়? অনেক গরীব-দুঃখীর ছেলেকে বাবু টাকা দিতেন—পড়াবার খরচা দিতেন। এ বুঝি তাদের কেউ হবে। (প্রকাশ্যে) বাবু, আপনি এত খবর নিচ্চেন কেন? তিনি কি আপনার কেউ হন? না মাসে মাসে যে সব ছোক্‌রাবাবুরা বাবুর কাছে পড়ার খরচ নিতে আসেন, আপনি তাদের মধ্যে কেউ?

অজিত। না না, আমি পড়ার খরচ নিতে কখনো আসি নি—তোমাদের বাবু আমার কেউ নন—কেউ নন—তবে শুনেছি—তিনি খুব লোক ভাল, তাই তাঁর খবর নিচ্চি।

কিঙ্কর। তা ফাটকের ভেতরে গিয়ে খবর নেন না, কেরাণীবাবুরা আছেন। গোমস্তাবাবুরা আছেন।

অজিত। না বাপু, বড়লোকের ফাটক ডিঙ্গুতে সাহস হয় না, উমেদার ভেবে কেউ কথা কয় না, দারোয়ানে গলাধাক্কা দেয়—তোমার কাছে খবর জান্‌লেই আমার যথেষ্ট। বাবু কোন্ ঘরে আছেন?

কিঙ্কর। তা আপনি যখন ফাটক ডিঙ্গুলেন না—আপনার তা জেনে কি হবে? বাবু বা'র বাড়ীতেই আছেন। পূবমুখো বারাণ্ডা দিয়ে উঠেই হলঘর, হলঘরের দক্ষিণ ঘরে বাবু। ডাক্তাররা ত আর উপরে উঠ্‌তে দিলেন না, হলঘরে এনে ফেল্‌লেন—ঐ ঘরেই রয়েছেন। বাবু, আপনার সঙ্গে কথা কইতে কইতে যে পশ্চিমের মেঘটা বড্ড উঠ্‌লো, এখনই বৃষ্টি এলো ব'লে। আপনি যদি মালীদের ঘরে বসেন, এই খিড়কি দিয়ে আসুন—ঐ ঝড়ের গোঙানি শুন্‌ছেন?

অজিত। না বাপু, কোথাও আশ্রয় নেবার দরকার নেই, আমি চ'লে যাচ্ছি, তোমায় ধন্যবাদ!

কিঙ্কর। (স্বগত) এই ঝড় মাথায় যাচা-আশ্রয় নিতে চায় না—একটু ছিট আছে। (প্রকাশ্যে) তাহ'লে বাবু, যা হয় করো, আমি আর দাঁড়িয়ে ভিজতে পারি নে।

সত্যকিঙ্করের প্রস্থান

অজিত। ঝড় উঠ্‌ছে—যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এর চারপাশে আর কোথাও আশ্রয় নেই—এই বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়া ভিন্ন। কিন্তু বাড়ীতে প্রবেশের অধিকার আমার নেই! এই যে সামান্য বেতনভোগী চাকর—ওর-ও এ বাড়ীতে আশ্রয় আছে—নিজেদের ঘর আছে—কিন্তু আমি এ বাড়ীতে প্রবেশের সাহস করি না। আমার চেয়ে অভাগা কে? এই বিশাল অট্টালিকার যিনি মালিক—তিনি

আমার পিতা। পিতা পুত্রকে চেনে না—পুত্র পিতাকে চেনে না! বাবা, বাবা—তুমি কোথায়—এ বাড়ীর কোন্ ঘরে মুমূর্ষুর শয্যায় শুয়ে? একবার কি তোমার চরণ-দর্শনের ভাগ্য আমার হ'বে না—সে ভাগ্য হবে না? বাবা! বাবা—

অজিতের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বালিগঞ্জ

অরবিন্দের লাইব্রেরী-ঘর

কাল—রাত্রি

শয্যা-শায়িত অরবিন্দ, ব্রজরাণী ও ডাক্তার

ডাক্তার। শুশ্রূষা সম্বন্ধে বল্‌বার কিছু নেই, আপনার শুশ্রূষার গুণেই এ যাত্রা ইনি রক্ষা পেলেন। যে রকম চ'ল্‌ছে, এই ভাবেই চলুক। আমার বিশ্বাস, আর দিন পনেরোর মধ্যেই উনি গাড়ী ক'রে বেড়াতে পার্‌বেন।

ব্রজরাণী। যে পরিশ্রম আপনারা ক'ল্লেন—দিনরাত, এতে ভগবান সহায় না হ'য়ে পারেন না।

ডাক্তার। আমাদের ত কাজই এই, বিশেষ অরবিন্দবাবুকে আমরা যে কি ভালবাসি, কি শ্রদ্ধা করি, একটা মহৎ জীবন—যাতে রক্ষা পায়, সকলেরই প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। আমরা আর বিশেষ কি ক'রেছি—কতটুকু ক'রেছি!—এ সব অসুখে চিকিৎসা চাইতে শুশ্রূষার উপরেই নির্ভর ক'র্‌তে হয় বেশী। (বাহিরে জানালা দিয়া

দেখিয়া) কি জল ঝড়ই হ'য়ে গেল—এখন একটু নরম দেখ্‌ছি—এইবার আমি আসি।

ব্রজ। রাত্রে আপনার থাক্‌বার প্রয়োজন হবে না ?

ডাক্তার। না, এ কথা ত সকালেই ব'লেছি, আর আমাদের থাক্‌বার দরকার হবে না। (অরবিন্দের খাটের নিকট আসিয়া দেখিয়া) ইনি এখন ঘুমুচ্ছেন। তা হ'লে আমি এখন আসি—নমস্কার।

ব্রজ। নমস্কার।

ডাক্তারের প্রস্থান

(ধীরে ধীরে স্বামীর নিকটে আসিয়া) আবার যে তোমায় ফিরে পাব, সে আশা আমার ছিল না। ভগবান, তোমার অশেষ দয়া! ডাক্তারবাবু ব'ল্লেন, দিন পনেরর মধ্যে বেড়াতে যেতে পার্‌বেন—সেদিন কবে আস্‌বে!

অরবিন্দ। (নিদ্রাভঙ্গে) কে, রাণি ?

ব্রজ। এই যে আমি!

অর। তুমি এখনো জেগে ব'সে ? শোও নি ?—রাত্রি কত ?

ব্রজ। দশটা।

অর। ডাক্তারবাবু ?

ব্রজ। তিনি চ'লে গেছেন, ব'ল্লেন—তুমি ভাল আছ—তাঁর আর রাত্রে থাকবার দরকার নেই।

অর। ভাল আছি—ভাল আছি—সে কেবল তোমার জন্য। তোমার তপস্যাপরায়ণা মূর্ত্তি দেখ্‌লেম—আমার এই অসুখে—এ আমার পরম লাভ।

ব্রজ। ও সব কথা এখন থাক্‌, বেশী কথা ক'য়ো না, দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌বে।

অর। না, আর দুর্ব্বল হব না। রাণি, তুমি যাও—শোও গে—আমি বেশ ভালই আছি।

অরবিন্দ নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন দেখিয়া ব্রজরাণী কক্ষান্তরে যাইলেন

অজিতের প্রবেশ

অজিত। এই ত দক্ষিণদিকের হলঘরের পাশে সেই ঘর। এই ত শয্যায় আমার পিতা! যেন ধ্যানমগ্ন মহাদেব! ইচ্ছা ক'চ্ছে একবার ঐ বুকের ভেতর মুখ রেখে কাঁদি! যদি জাগেন—যদি বলেন—কে?—ব'ল্‌বো—আমি তোমার অভাগা পুত্র অজিত। না না—সে কথা ব'ল্‌তে পার্‌বো না—আর একটু দাঁড়াই—আর একটু দেখি—তোমার বুকখানিতে নয়—তোমার পায়ের তলায় আমার আশ্রয়—তোমার পা দু'খানি একবার বুকে জড়িয়ে ধরি!

অরবিন্দের পায়ের তলে বসিয়া তাঁহার পা দু'খানি বুকে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার মুখ হইতে—কেবল অস্ফুট ধ্বনি উঠিতে লাগিল

—বাবা—বাবা—

অর। (সহসা অরবিন্দের ঘুম ভাঙ্গিল, পা টানিতে গিয়া অজিতের মুখে তাহার পা লাগিল) এ গরম জল পায়ের উপর পড়ে কেন?

পা টানিয়া লইল

অজিত। (উচ্ছ্বসিত হইয়া স্বগত) এখনো যে সাধ মেটে নি!

অর। কে রে—কে রে—কাকে মারলুম—কাকে মারলুম!

অজিত ত্রস্তভাবে দাঁড়াইয়া উঠিল

(অজিতের মুখ দেখিয়া) সেই কি—সেই কি—না আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি!

অজিত ব্যাকুলভাবে চারিদিকে চাহিয়া সুইস্ টিপিয়া ঘর অন্ধকার করিল এবং যেদিক দিয়া আসিয়াছিল, সেইদিক দিয়া পলাইল

অর। আলো নেবালে কে—আলো নেবালে কে?—রাণি—রাণি—

ব্রজরাণী ব্যস্তভাবে বাহির হইল

ব্রজ। কি—কি—ডাক্‌ছ—ডাক্‌ছ? একি—আলো নেবালে কে?

আলো জ্বালিল

নেপথ্যে কলরব। চোর—চোর—ধর্—ধর্—

অর। রাণি, ওদের চুপ ক'রতে বলো, কেন ওরা মিছে চেঁচাচ্চে! সে ত চোর নয়— সে ত চোর নয়!

ব্রজ। চোর নয়? তবে?

অর। সে যে স্বপ্ন—সে যে স্বপ্ন!

ব্রজ। স্বপ্ন?

অর। স্বপ্ন—স্বপ্ন! সেই ছোট মুখখানি—কি কোমল স্পর্শ—কি মর্ম্মস্পর্শী স্পর্শ—আমার পায়ের উপর, আর—তার চোখের উষ্ণ অশ্রু—এখনো তার উত্তাপ শুধু আমার পায়ে নয়—এই বুকে, এই বুকে! রাণি, রাণি, সে উত্তাপ সহ্য ক'রতে না পেরে, পা সরাতে গিয়ে তার মুখে লেগেছে!

ব্রজ। কার মুখে?

অর। স্বপ্ন—স্বপ্ন!

ব্রজ। স্বপ্নই যদি হবে, তা হ'লে আলো নেভালে কে?

অর। ঠিক—ঠিক ব'লেছ—আলো নেবালে কে? রাণি, রাণি, স্বপ্ন বুঝি কখনো কখনো সত্য হয়!

চতুর্থ দৃশ্য

হিন্দু হোষ্টেলের অভ্যন্তর

প্রফুল্ল, পরিতোষ, সোমেশ, প্রভাত প্রভৃতি

হোষ্টেলের ছাত্রগণ

প্রফুল্ল। আগে তবু একটু রাত ক'রে আস্‌তো—কাল রাত্রে ফেরা দূরে থাক্‌, এতখানি বেলা হ'লো—এখন পর্য্যন্ত বাবুর খোঁজ নেই।

পরিতোষ। কাল্‌কের সেই জলঝড়ে কে বাবা তোমার হোষ্টেলে ফেরে দু'খানা শুক্‌নো রুটি খাবার জন্যে?—কোথায় আড্ডা জমিয়েছে, এখনো ঘুম ভাঙ্গে নি।

প্রফুল্ল। এত শিগ্‌গির যে অমন ভাল ছেলে এমন ক'রে ব'য়ে যাবে, এ চোখের উপর না দেখ্‌লে বিশ্বাস হ'ত না, ভাই!

সোমেশ। ঐ জন্যেই ত ভালো ছেলে হই নি বাবা, অ্যাভারেজ মেরিট! যারা বড্ড ভাল, তারা যখন খারাপ হয়, তখন বড্ডই খারাপ হয়। তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

পরিতোষ। এদিকে কমিটির সিদ্ধান্ত কি হ'য়ে গেছে জানো ত? হোষ্টেলে আর জায়গা হ'চ্চে না।

প্রভাত। তোমরা ভাই সব ব'ল্‌ছ বটে কিন্তু তোমাদের এই সব remark আমার ভাল লাগ্‌ছে না। তোমরা যা ঠাওরাচ্ছ, তা নয়, আমার মনে হয়—অজিত কখনো খারাপ হ'তে পারে না।

প্রফুল্ল। আচ্ছা, হঠাৎ তোর এটা মনে হ'লো কেন বল্‌ দেখি? তার ইদানিং ব্যাভারগুলো মনে কর্‌ দেখি? অত বড় একটা বড়লোক—

অরবিন্দ বোস—তার স্ত্রী দু' দু'বার গাড়ী পাঠালে—আমরা এত খোসামোদ ক'র্‌লুম, সে সব গ্রাহ্যই ক'র্‌লে না। আমাদের কথায় খিঁচিয়ে উঠ্‌লো—এসব খুব ভাল ছেলের লক্ষণ নয় প্রভাত ?

প্রভাত। তাতেই ধ'রে নিতে হবে যে উৎসন্ন গেছে ? মানুষের মেজাজ, কি অবস্থায় প'ড়লে কি হয়—তা কি অনুমান করা যায় ? কারো চরিত্র সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌তে গেলে খুব সাবধান হ'য়ে বলা উচিত।

সোমেশ। (ঠাট্টার সুরে) ঠিক ব'লেছিস্ প্রভাত, প্রমাণ চাই, অকাট্য প্রমাণ ocular proof—প্রমাণ করো—ডেস্‌ডিমোনা অসতী।

প্রফুল্ল। (প্রভাতের প্রতি) তোর এতটা টান কিসের বল্ দেখি ? এক ঘরে থাকিস্ ব'লে বুঝি ? স্বীকার ক'র্‌লুম, অজিত খারাপ হয় নি, তবে কলেজ কামাই কেন, রোজ রোজ রাত ক'রে হোষ্টেলে আসা কেন ? গরীবের ছেলে, তিনটে টিউসনি ক'র্‌তো তা ছাড়্‌লে কেন ? তারপর বাবা—কাল্‌কের রাত্রি—ঝড়ের রাত্রি—একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা !

সোমেশ। তা হ'লে ব'ল্‌তে হয়—There is some grand romance in the bottom. অজিতের জাগরণ আরম্ভ হ'য়েছে।

প্রভাত ব্যতীত সকলে। Hear—hear !

প্রফুল্ল। সোমেশ একটা কথার মত কথা ব'লেছে বটে, আমরা হার স্বীকার ক'র্‌লুম। চুপ্ চুপ্—ঐ আমাদের Hero এসে প'ড়েছে।

এমন সময় অজিতের প্রবেশ—রুক্ষকেশ, রক্তচক্ষু, ছিন্ন ও কর্দ্দমাক্ত জামা-কাপড়—তাতে রক্তের দাগ

(প্রভাতের প্রতি) চোখ দু'টো দেখছিস্—গায়ে রক্তের দাগ—পা দু'টো ট'ল্‌ছে—আরও প্রমাণ চাস ?

প্রভাত। থাম্—থাম্, তবু আমি ওকে ভালবাসি। আমি কিছুতে বিশ্বাস ক'র্‌বো না যে, ও মদ খেয়েছে। (অজিতের প্রতি) ছিঃ, এম্‌নি ক'রে মুখ পোড়াতে হয়? অজিত, হোষ্টেলে তুমি ছিলে সকলের চেয়ে ভাল, একটী রত্ন ব'ল্লে হয়—এখনো ভাই সাবধান ক'চ্চি, ফেরো—ফেরো—

অজিত। কে আমায় সাবধান ক'চ্চে—তাকে ধন্যবাদ! কারুকে আমায় সাবধান ক'র্‌তে হবে না। যাও, আমার সাম্‌নে থেকে স'রে যাও। আমি তোমাদের কারো কোন কথা শুন্‌তে চাই না।

প্রফুল্ল। এখনো নেশা আছে রে—এমন ক'রে মাতাল হ'লো!

অজিত। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মাতাল হ'য়েছি—মাতাল হ'য়েছি, তোমরা সব ভাল ছেলে, আমার পথ ছাড়ো, আমি আমার ঘরে যাই।

সোমেশ। ঘরে আর যেতে হবে না। ঐ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্ আস্‌ছে।

ছেলেরা সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্‌কে দেখিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইল

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। অজিত, তুমি দিন দিন যে পরিচয় দিচ্চ, তাতে ভদ্র-সমাজে তোমার স্থান হওয়া উচিত নয়। এর পরে এ হোষ্টেলে তোমার আর থাকা চলে না। তুমি তোমার বিছানা, ট্রাঙ্ক নিয়ে এখনি হোষ্টেল থেকে বেরিয়ে যাও।

অজিত একবার বিস্মিত ভাবে সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের দিকে চাহিল

আমি তোমার কোন কৈফিয়ৎ শুন্‌তে চাই নে।

অজিত। স্যার্, আমি কোন কৈফিয়ৎ দিতেও চাই নে। আমি এখনি চ'লে যাচ্ছি।

সুপারিন্‌। কত ভাল ছেলেকে এম্‌নি খারাপ হ'তে দেখলুম, তোমরা গুল্‌তন্‌ ক'চ্ছ কি, একে দেখে শেখো—ছাত্রজীবনে কত সাবধান হ'য়ে চলা উচিত।

প্রভাত। আহা, বড় গরীব!

সুপারিন্‌। শুনেছি, অনাথা-বিধবার ছেলে।

অজিত। (ক্রুদ্ধভাবে ফিরিয়া) না স্যার্‌, আমি বিধবার ছেলে নই, আমার মা অনাথা—কিন্তু তিনি রাজরাজেশ্বরী চির-সধবা! আমি যাচ্ছি—আমি আর হোষ্টেলকে কলুষিত ক'রবো না।

অজিতের ভিতরে গমন

সুপারিন্‌। তাই না কি? আমি কিন্তু শুনেছিলুম—ও গরীব বিধবার ছেলে।

প্রভাত। কিন্তু স্যার্‌, মাপ ক'র্‌বেন, আমি না ব'লে আর থাকতে পাচ্ছিনে, বোধ হয় অজিতের প্রতি ঠিক ব্যবহার হ'লো না।

সুপারিন্‌। তুমি থামো পণ্ডিত, তোমায় আর বিদ্যে জাহির ক'র্‌তে হবে না। তোমরা যে যার কাজে যাও, এখানে জটলা ক'র্‌তে হবে না।

প্রভাত ব্যতীত সকলের প্রস্থান

প্রভাত। অজিতের দুর্দ্দশা দেখে আমার কাঁদ্‌তে ইচ্ছা ক'চ্চে। আহা, অমন ভাল ছেলে—ওর এমন দুর্দ্দশা হ'লো কেন? কি mystery?

বিছানা ও ট্রাঙ্ক লইয়া অজিতের পুনঃ প্রবেশ

একি ভাই, মুটে ডাক্‌লে না? নিজে অত কেমন ক'রে নিয়ে যাবে দাও দাও আমায় কতক দাও—আমি নাবিয়ে নিচ্চি।

অজিত। (মোটগুলি নামাইয়া) না, আমিই পার্‌বো।

প্রভাত। (অজিতের হাত ধরিয়া) দেখ ভাই অজিত, হোষ্টেলের ছেলেরা যাই বলুক, সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট যাই বলুক, আমি কিন্তু বিশ্বাস করি না যে, তোমার কোনরকম অধঃপতন হ'য়েছে ; কিন্তু তোমার এ অবস্থার কি যে মিষ্ট্রী—কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

অজিত। প্রভাত, তোমার এই সহানুভূতিটুকু থেকেও আমি বঞ্চিত হ'তে চাই, আমি এ সহানুভূতি চাই না—আমি দুনিয়ার সহানুভূতির বাইরে! আমি একটা হতভাগা, আমায় মাতাল বলো, দুশ্চরিত্র বলো, যা ইচ্ছে তাই বলো—আমার তাতে কিছুই যায় আসে না! তুমি স'রে যাও—আমার কাছ থেকে স'রে যাও। এ পৃথিবীতে আমার কোথায় স্থান? এ পৃথিবীতে যেখানে আমার একমাত্র স্থান—আমি সেইখানে ফিরে যাব! আমার মা—আমার অনাথা মা—কিন্তু তিনি বিধবা নন্!

প্রভাত। চলো, আমি তোমায় পৌছে দিয়ে আসি। (হস্ত ধরিয়া) একি! তোমার হাত এত গরম—তোমার গায়ে এত উত্তাপ—তোমার কি জ্বর হ'য়েছে?

অজিত। জানি না, হ'তেও পারে। তোমায় ধন্যবাদ, আমায় একা যেতে দাও, একা আমার পথে চ'ল্‌বো—একা আমার পথে চ'ল্‌বো! আমায় একা যেতে দাও—আমায় একা যেতে দাও!

ট্রাঙ্ক ও বিছানা লইয়া প্রস্থান

প্রভাত বিমূঢ়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চক্ষে জল

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বালিগঞ্জ

অরবিন্দের বাটীর কক্ষ

উষা ও ব্রজরাণী

উষা। সত্যি কথা, তোমায় আর চেন্‌বার জো নেই বউদি, কি হ'য়ে গেছ—যেন বয়সের চেয়ে কত বড়!

ব্রজ। হবে না? কি ক'রেছি বল্‌ দেখি? সতীনের উপর হিংসে ক'রে অষ্টপ্রহর স্বামীকে কেবল চৌকি দিয়ে বেড়িয়েছি। সতী-লক্ষ্মীর দীর্ঘনিশ্বাস—তার ফল পাব না?

উষা। মেয়েমানুষের মন এমনই দুর্ব্বল, তোমার দোষ কি? স্বামীর ভালবাসার ভাগিদার সে সইতে পারে না।

ব্রজ। ছেলেটার মুখের দিকেও চাই নি। কেন পোড়ারমুখী আমি ভাবি নি, সে যে আমার স্বামীর ছেলে, আমি যে তার মা! তার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠেছে—কেবল চাপা দিয়েছি! তোকে ত সবই ব'লেছি, সেই ঝড়-জল দুর্য্যোগের রাত্রি—শ্যালকুকুরও পথে বেরোয় না, সে চোরের মত এসে তার বাপের পায়ে দু'ফোঁটা চোখের জল রেখে চ'লে গেলো—আমাকে জান্‌তেও দিলে না! কেবল যার জন্য তার চোখের জল—কেবল তিনিই বুঝ্‌লেন!

উষা। উঃ কি সাহস—ঐটুকু ছেলের!

ব্রজ। শুধু সাহস নয় উষা, বাপের উপর টান! আর কি তার দুর্জ্জয় অভিমান! প্রথমবারে তাকে ডাক্‌তে পাঠালুম—সে এলো না,

এবার তাকে ডাকতে পাঠালুম—তার কোন খবরই পেলুম না; তাকে হোষ্টেল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—সে যে কোথায় গেলো—কে জানে!

উষা। হয় ত বর্দ্ধমানে তার মার কাছে গিয়ে থাকবে।

ব্রজ। তাও পারে—গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দিতেও পারে!

উষা। যাক্, ওসব কথা ভেবে মন খারাপ ক'রে আর লাভ কি বউদি!

ব্রজ। না, লাভ আর এখন কিছুই নেই। সংসারে আগুন ধরাতে এসেছিলুম, আগুন ধরিযে গেলুম। ওঃ—শেষ পতিঘাতিনী!—কি আর ব'ল্‌বো ভাই, আমার মত অভাগী বুঝি দুনিয়ায় আর কেউ নেই!

কাঁদিতে লাগিল

উষা। চুপ করো বউদি—চুপ করো। দাদা ত সেরে উঠেছেন, আর ত কোনো ভয় নেই। তিনি ত চার পাচ দিন পরেই চেঞ্জে যাচ্চেন, গোছান-গাছান সবই ত হ'য়ে গেছে, তুমিও ত যাচ্চ তাঁর সেবা ক'র্‌তে—তুমি যদি এত কাতর হও, তা হ'লে তাঁর সেবা ক'র্‌বে কি ক'রে?

ব্রজ। তোকে বলি নি, ওঁর সঙ্গে আমার যাওয়া হবে না।

উষা। কেন?

ব্রজরাণী নীরব

উষা। তোমার কিন্তু যাওয়াই উচিত ছিল বউ! দাদাকে দেখ্‌বে কে? তাঁর বড় অসুবিধা হবে।

ব্রজ। অসুবিধা হবে না। আমাকে সঙ্গে নেবার জন্যে কত ব'ল্লুম—কত মিনতি ক'র্‌লুম—তিনি শুন্‌লেন না। ব'ল্লেন—আমার অভাবে তাঁর সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি হবে না। জাহাজের বন্দোবস্ত খুব

ভাল। তারপর সে সাহেবদের জাহাজ—সব সাহেবী বন্দোবস্ত, আমার সেখানে থাকার সুবিধা হবে না—এইরকম সব ওজর তুলে তিনি একা যাওয়াই স্থির ক'রেছেন।

উষা। তুমি কি এখন দাদাকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে?

ব্রজ। কেন পার্‌বো না? বর্দ্ধমানে আমার দিদি যদি আঠারো বৎসর পেরে থাকে, আমি আর একমাস পার্‌বো না! উষা, পার্‌বো—পার্‌বো—এখন আমি সব পার্‌বো। আমি এতদিন পরে আমার স্বামীকে চিনেছি। অজিতের মাকে চিনেছি, আর বোধ হয় বোন, নিজেকেও একটু চিনেছি!

উষা। যাক্, বউদি, ওসব কথার আর আলোচনা ক'রো না। তুমি একটু ব'সো, আমি খোকাকে দুধ খাইয়ে এখনি আস্‌ছি।

উষার প্রস্থান

ব্রজ। আজ আর উষাকে ভালো লাগে না! কিন্তু এক দিন ছিল, উষা না হ'লে আমার একটুও চ'ল্‌তো না, যা কিছু রঙ্গ-রহস্য—যা কিছু মনের কথা—প্রাণের কথা—সবই ছিল তখনকার কিশোরীর সঙ্গী এই উষার সঙ্গে। আজ—কেবল মনে প'ড়্‌ছে শরৎকে! সে হঠাৎ ফাঁকী দিয়ে অসময়ে চ'লে গেল! তার মৃত্যুশয্যায় তার কাছে গিয়ে মাপ চাইবো, সে সাহসও আমার হ'লো না। কি উদার—কি মহৎ তার প্রাণ! বুঝ্‌তে পারি নি—বুঝতে পারি নি—তার উপরও চিরদিন অবিচার ক'রেছি।

অরবিন্দের প্রবেশ

অর। এই উইলখানা ভাল ক'রে আয়রন-চেষ্টের মধ্যে বিশেষ দরকারী দলিল-পত্রের বাক্সে তুলে রেখে এসো দেখি।

ব্রজ। উইলের কি দরকার ?

অর। দরকার আছে—সে কথা তোমার দাদাই ত সেদিন মনে করিয়ে দিলেন। ভুলে গেছ ?

ব্রজ। কে কি কখন বলে না বলে, অত মনে ক'রে রাখ্‌বার দরকার ত আমি কিছু দেখতে পাই নে।

অর। দেখতে সবাই সব পায় ! যাক্, এখন এটা ত তুলে রাখো।

ব্রজ। (উইলখানি সমস্ত পাঠ করিয়া) এইখানাই আসল ?

অর। এইখানাই আসল। এর নকল আছে—রেজিষ্টারের অফিসে।

ব্রজ। সেখানা আমার চাই।

অর। সেখানা ফেরৎ দেওয়া ত তাদের নিয়ম নয়।

ব্রজ। এরকম উইল তুমি কি আমাকে শুধু অপমানিত করার জন্যই করো নি, এ কথা ব'ল্‌তে পারো ? তোমার স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি, নগদ বারো লক্ষ টাকা, বাৎসরিক নব্বুই হাজার টাকা আয়ের জমিদারী—সমস্তই তুমি আমার নামে কেন লিখে দিয়েছ ? আমি চেয়েছিলুম ?

অর। (হাসিয়া) তবে আর কাকে দিয়ে যাব ?

ব্রজ। (তীব্রস্বরে) আমি ছাড়া তোমার কি আর কেউ কোথাও নেই ?

অর। (হাসিয়া) আছে ব'লেই না দানপত্র ক'রে তোমায় দিতে হ'লো। তা না হ'লে ত আইনের বলেই তুমি পেতে। এখন রাগ ক'র্‌ছ—এর পরে বুঝতে পার্‌বে, টাকার তোমার দরকার ছিল কি না। আমি ম'রে গেলে, আইনের হাতে তোমার যে শুধু খোরপোষ ছাড়া আর কিছুই পাওনা নেই, তার খবর রাখো কিছু ?

ব্রজ। (প্রথমে অবমানিত কোপে পরে অত্যন্ত সংযত কণ্ঠে) আমার বাপ-মায়ে তোমার এই টাকার লোভেই তোমার গলায় আমায়

ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, সে আমায় তোমার জুতোর ঠোক্কর মেরে মেরে মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই। মনের ভেতর আগুন হ'য়ে সে আমার রাত-দিনই জ্ব'ল্‌ছে। কিন্তু মা-বাপের সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিও কিছু কম ক'র্‌চি নে। সে যাক্—দুঃখ তোমায় আমরা যা দিয়েছি, তা দিয়েছি, এখন আমার চিন্তায়, নিজের পরলোকের পথে কাঁটা দিয়ে যাবার আর তোমার দরকার নেই। সে পথটা থেকে আমি তোমায় রেহাই দিচ্চি। জীবন থাক্‌তে না পার্‌লে নেই পার্‌লে, মরণের পরেও ওদের সঙ্গে শত্রুতা সেধে যাবার দরকার তোমার নেই। আর আমি তাদের যত বড় শত্রুই হই—আমিও ত তোমায় দিয়ে করাতে পার্‌বো না। দোহাই তোমার—আমার হবিষ্যির বন্দোবস্ত তুমি ক'রো না। আমার যদি সেই কপালই হয়, তা হ'লে আমার বাবার দেওয়া যে ক'টা টাকা আছে, তাতেই আমার কুলিয়ে যাবে।

উইল ছিঁড়িয়া ফেলিল

অর। কি ক'র্‌লে—কি ক'র্‌লে—উইলখানা ছিঁড়ে ফেল্লে?

ব্রজ। (ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর পদতলে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) উঃ, কি নিঠুর তুমি! দয়ামায়া তোমার মনে একেবারে নেই! লোকে একটা পাখী পুষ্‌লে, তার উপর যে মমতা জন্মায়, এক সঙ্গে এই সতের বছর ঘর-কন্না ক'রেও তার সিকিটুকুও কি তোমার হয় নি? না হলে এমন ক'রে তুমি আমায় দুঃখ দিতে কখনই পার্‌তে না—কখনই পার্‌তে না!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—পথ

মাদ্রাজী ভিক্ষুক স্ত্রী-পুরুষের প্রবেশ

উভয়ের গীত

"হরকা নাম হরদম্ লে না—
দোসর ধান্দা কেঁও উঠা না !
দুনিয়াদারি বহুৎ কিয়া ভাই, ফয়দা কেয়া কুছ পায়া,
রোতে রোতে দিন গুজারা, তব্ না ছুটে মায়া ;
কায়া-প্রাণে জুদা যব্ তব্, আপনা কেস্‌কো জানো,
মাল খাজনা লেড়কা জায়া, পেয়ারা কাহে মানো ;
কেৎনা রোজ ইয়ে চল্‌না ফেরনা, ইয়াদ রাখ্‌না ধীর,
কেয়া জানে কব্ গির্ পড়েগা, কমলপাতকা নীর !"

গিরিশচন্দ্র

নিতাইএর প্রবেশ

ভিক্ষুক। একঠো ধেলা পয়সা দে, বাবু !

নিতাই। আজব সহর কোল্‌কাতা, বাবা ভিখিরীও মাদ্রাজী! এ দেশের আর ভাগ্যি নেই। নে বাবা, গরীব কেরাণী, একটা পয়সা নে।

পয়সা লইয়া ভিক্ষুক ও ভিক্ষুক-পত্নীর প্রস্থান

আজ দশ দিন সহর তোলপাড় ক'র্‌চি, কোথাও ত পাত্তাই মিল্‌চে না। হোষ্টেলের ছেলেরা যা ব'ল্লে—তা কি সত্যি ? সত্যিই কি ছেলেটার স্বভাব-চরিত্র খারাপ হ'য়েছে ? তা হ'লে মনোরমার উপায় ?

অজিতের প্রবেশ

অজিত। (স্বগত) কে ও! নিতাইমামা না? (প্রকাশ্যে) নিতাই-মামা—নিতাইমামা!

নিতাই। এই যে—এদ্দিন কোথা ছিলি? হতভাগা ছেলে! আমায় কি তুমি কম ভোগানটা ভুগিয়েছ! এদ্দিন কোথায় লুকিয়েছিলি বল্ ত?

অজিত। হাসপাতালে।

নিতাই। (চমকিত হইয়া) হাসপাতালে? হায় হায় হায়—এটা ত একবারও মনে হয় নি! তাই এত খুঁজেও কোথাও সন্ধান পাই নি। তা আমার কাছে না গিয়ে তুই হাসপাতালে গেলি কি ক'র্‌তে? হ্যাঁরে পাজী ছেলে?

অজিত। আমি যাই নি, মেসের ওরা আমায় ফেলে দিয়ে এসেছিল।

ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল

নিতাই। ওরে থাম্ থাম্—আয়, আমার সঙ্গে আয়। কবে এসেছিস্? কোথায় আছিস্? খাওয়া হ'য়েছে?

অজিত। হ্যাঁ!

নিতাই। আচ্ছা, কি হ'য়েছিল বল্ ত?

অজিত। মামা, আমার মা?

নিতাই। মার সঙ্গে তীর্থে গেছিলেন, আজ সকালে ফিরেছেন।

অজিত। তা হ'লে মা এ-সব জানেন না?

নিতাই। না। হ্যাঁরে, কি হ'য়েছিল বল ত? সেদিন আমার চেনা একজন দোকানদার, কি রকম ক'রে সে তোকেও চেনে, সে ব'ল্লে—ক'দিন ধ'রে সে তোকে যখন তখন সারকিউলার রোড ধ'রে

দক্ষিণ দিক পানে যেতে দেখেছিল। একদিন সন্ধ্যার পর কোথা থেকে আস্‌ছিলো—দেখে যে তুই, বালিগঞ্জের একটা বাগানবাড়ীর পাঁচীলের ধারে চুপটি ক'রে বাড়ীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছিস, তোর চোখ দিয়ে জল প'ড়ছে। হ্যাঁরে, ব্যাপার কি বল দেখি ?

অজিত। (স্বগতঃ) আঃ বাঁচলুম! মা এখনও পর্য্যন্ত কোন কথা জান্‌তে পারেন নি।

নিতাইএর পদতলে ভুমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

নিতাই। (ব্যস্ত হইয়া) এ কি রে ?

অজিত। আমি যে তোমায় প্রণাম ক'রতে ভুলে গিয়েছিলুম, তাই ক'চ্চি। মা কেমন আছেন, নিতাইমামা ?

নিতাই। তাকে তীর্থে যেতে দিয়ে হয় ত ভাল করি নি। বড় দুর্ব্বল, রোগকাতর ব'লেই তাকে মনে হ'লো। অবশ্য ভাল ক'রে আমি দেখতে সময় পাই নি। তা এখন কি ক'র্‌বি ?

অজিত। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) আমি আজই বর্দ্ধমানে যাব, মামা।

নিতাই। (আনন্দের সহিত) বেশ ত, তাই যা। এই টাকা ক'টা রেখে দে। (টাকা প্রদান) আর ছ্যাখ, যতদিন না অন্য কিছু যোগাড় হ'চ্চে, ততদিনের জন্য ওখানকার সাব্‌জজ রসিকবাবুর দু'টি ছেলেকে পড়াবি। মাসে কুড়ি টাকা ক'রে দেবেন, কাল আমায় মাষ্টার খুঁজে দিতে ব'লছিলেন। তা যা পাওয়া যায়, মন্দ কি ? কি বলিস্ ?

অজিত। তাই ক'র্‌বো মামা—তাই ক'র্‌বো। তুমি বাসায় যাও, আমি এখনই যাচ্চি।

নিতাই। দেরী করিস্ নি, আমি একটু কাজ সেরে যাচ্ছি।

নিতাইএর প্রস্থান

অজিত। নিতাইমামার ঋণ এ জীবনে শোধ ক'র্‌তে পার্‌বো না। বর্দ্ধমানে আজ আমায় যেতেই হবে। নিতাইমামা বিশেষ কিছু ব'ল্লেন না, কিন্তু বোধ হ'চ্চে—ব্যারাম কঠিন। যাবার সময় যদি একবার বাবাকে দেখে যেতে পারতেম! অসুস্থ শরীর, শুন্‌লুম—কাল তাঁরা ষ্টীমার ক'রে পণ্ডীচারি না কোথায় বেড়াতে যাবেন। আর কি তাঁবে দেখা হবে না? মার অসুখ—বাড়ী আমায় যেতেই হবে। কিন্তু—কিন্তু একবার তাঁকে না দেখে যেতেও যে পা উঠছে না!

নেপথ্যে শব্দ। এই হটো—হটো—ভাগো ভাগো—গেলো গেলো—সর্ব্বনাশ হ'লো—ভগবান রক্ষা করো—ভগবান রক্ষা করো—

অজিত। (দূরে চাহিয়া) কি সর্ব্বনাশ—জুড়িগাড়ীটার যোৎ ছিঁড়ে ঘোড়াটা লাফাচ্চে, কোচয়ানটা যে গাড়ী থেকে ছিট্‌কে প'ড়লো! —এ কি—এ যে স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ!

বেগে প্রস্থান

পট পরিবর্ত্তন

গলির মধ্যে কোনও গৃহস্থের কক্ষ

ব্রজরাণীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শায়িত অরবিন্দ

জল ও পাখা লইয়া অজিতের দ্রুত প্রবেশ এবং অরবিন্দের মুখে-চোখে জল দিয়া পাখা করিতে লাগিল

ব্রজ। থাক্‌ বাছা, আর তোমায় কষ্ট ক'র্‌তে হবে না, পাখাখানা আমায় দাও।

অজিত। আপনি ব্যস্ত হবেন না—যেমন ওঁকে নিয়ে ব'সে আছেন তেমনি থাকুন। একে দুর্ব্বল শরীর, তার উপর হঠাৎ এই

accident—একটু শুয়ে থাক্‌লে শিগ্‌গির সাম্‌লে উঠ্‌বেন। বরং আর একটু জল ওঁর মুখে-চোখে দেন। এখনো বোধ হয় গলা শুকিয়ে রয়েছে, দেখছেন না—যেন কথা ক'বার চেষ্টা ক'চ্চেন—অথচ পাচ্চেন না।

ব্রজরাণীর তদ্রূপ করণ

ব্রজ। (স্বগত) ভগবান আজ রক্ষা ক'রেছেন। ভাগ্যিস্ তড়িৎকে বাড়ীতে রেখে এসেছিলুম!

অজিত। (স্বগত) অজিত, আজ তোর জন্ম সার্থক, পিতৃসেবার আজ সুযোগ পেলি! মা, মা—একবার যদি তোমাকে এনে বাবাকে দেখাতে পারতুম—না না—এ দৃশ্য তুমি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না! তোমার অধিকার—তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আর একজন তোমার স্থান অধিকার ক'রে ব'সে আছে—এ দৃশ্য ত তোমার চক্ষে তুলে ধরবার নয়—এ ত তুমি সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না—তার চেয়ে কল্পনার স্বর্গে তুমি ভালই আছ—মা, তুমি ভালই আছ!

অরবিন্দ। (চক্ষু মিলিয়া) তড়িৎ—তড়িৎ কোথায়?

ব্রজ। (অরবিন্দের মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া) তড়িৎ ত আমাদের সঙ্গে আসে নি, সে যে বাড়ীতে রইলো। ঈশ্বর রক্ষা ক'রেছেন!

অজিত। (স্বগত) তড়িৎ! তড়িৎ কে? হায় রে হতভাগ্য অজিত, তুই কি ওদের তড়িৎ—যে অচেতন পিতারও বুক জুড়ে থাক্‌বি? তুই যে একজন অপরিচিত নগণ্য ভিখারী মাত্র, কেবল দৈব-প্রেরিত হ'য়ে আজ পিতার এতটুকু কাজে লেগেছিস!

ব্রজ। বাছা, তুমি আমাদের জন্য অনেক কষ্টই স্বীকার ক'রেছ, আরও একটু কষ্ট ক'রে যদি একখানি গাড়ী ডেকে দাও।

অজিত। আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি গাড়ী আন্‌তে পাঠিয়েছি—এলো বলে। (স্বগত) ইচ্ছে ক'চ্চে, আজ এঁদের নিয়ে সারারাত এইখানেই কাটিয়ে দিই। জীবনের একটা রাত্রি ত তবু সফল হোক্! কিন্তু হায়, এ যে বামনের চাঁদ ধরার মত দুরাশা মাত্র! কোথায় আমি পর-অন্নভোজী, নিঃসম্বল, ভিখারী অজিত—আর কোথায় এই বিখ্যাত ধনী মৃত্যুঞ্জয় বসুর পুত্র—বিদ্বান, সম্মানিত অরবিন্দ বোস!

জনৈক দোকানদারের প্রবেশ

দোকানদার। বাবু, গাড়ী এনেছি—এই যে বাবুর জ্ঞান হ'য়েছে! আস্তে আস্তে এঁকে তুলে নিয়ে তবে গাড়ীতে তুলে দিন।

ব্রজ। (স্বগত) ছেলেটীকে যেন কোথায় দেখেছি। কোথায়—তা ত ঠিক স্মরণ হ'চ্চে না। (প্রকাশ্যে) কি ব'লে যে তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো—তোমার কি মা আছেন? তা থাকুন আর নাই থাকুন—আমায়ও তুমি আজ থেকে তোমার মা ব'লেই জেনো। তোমার নাম কি বাবা?

অজিত। (দোকানদারের প্রতি) দাদা, তোমাদের দোকানের আরও দু' একজনকে ডাকো না—সবাই মিলে আস্তে আস্তে ধ'রে নে গিয়ে গাড়ীতে তুলে দিই।

দোকানদার। তা বেশ ত বাবু, আমার ভাগ্‌নে আর ভাইপোকে দোকান থেকে ডেকে আন্‌চি, ভদ্রলোক একটা বিপদে প'ড়েছে—

দোকানদারের প্রস্থান

ব্রজ। (স্বগত) ছেলেটীকে দেখে মনে হয়—গরীব। সঙ্গে ত তেমন টাকাকড়ি কিছু নেই। (প্রকাশ্যে) তোমার নাম—ঠিকানাটা?

অজিত। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) আস্‌ছ দাদা—বাবুর বড় কষ্ট হচ্ছে—

নেপথ্যে দোকানদার। যাচ্চি বাবু—কানাই তামাকের হাতটা ধুয়ে নিচ্চে।

অরবিন্দ। (ধীরে ধীরে উঠিয়া) আমি বোধ হয় হেঁটেই গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌তে পার্‌বো। একটু যেন সুস্থ হ'য়েছি।

অজিত। না না, আপনি এখনও দুর্ব্বল, হাঁটবার চেষ্টা ক'র্‌বেন না। এই যে সব আস্‌ছে—

অরবিন্দ। না না, তুমি ব্যস্ত হয়ো না—আমি হেঁটেই গাড়ীতে উঠ্‌তে পার্‌বো—

অরবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন—অজিত ও ব্রজরাণী ধরিল

ব্রজ। কিছু মনে ক'রো না বাবা—অতি সামান্য—(হাতে আংটি গুঁজিয়া দিল) তোমার নাম—ঠিকানাটা ত বল্লে না।

অজিত। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া) এই যে সব আসছে। (ব্রজরাণীকে আংটি ফিরাইয়া দিয়া) মাপ ক'র্‌বেন—এ আমি নিতে পারবো না—

ব্রজ। কেন বাবা—

অজিত। (উন্মত্তবৎ) না না, নিতে পার্‌বো না—নিতে পার্‌বো না—মাপ ক'র্‌বেন।

অজিতের বেগে প্রস্থান

ব্রজ। ফেরো বাবা—ফেরো—শোনো, কথা শোনো—

অরবিন্দ। বৃথা কেন ওকে ডাক্‌ছ রাণি, ও ত আস্‌বে না!

ব্রজ। তুমি এ কথা বল্লে কেন? তুমি এ কথা বল্লে কেন? তবে—তবে কি তুমি ওকে চেনো?

অরবিন্দ। চিনি।

ব্রজ। চেন? তবে এতক্ষণ আমায় বলো নি কেন? কে ও—কে ও ছেলেটি?

অরবিন্দ নিরুত্তর

ব্রজ। এঁ্যা এঁ্যা—হঁ্যা হঁ্যা—অজিত! অজিত?—ওগো তুমি চিন্‌তে পেরেও চুপ ক'রে রইলে—তুমি মানুষ—না কি?

অরবিন্দ। (দৃঢ়তার সহিত মুখ ফিরাইয়া স্বগত) পাষাণ রাণি—পাষাণ!

ধীরে ধীরে ব্রজরাণীর কাঁধে হাত দিয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

বালিগঞ্জ

অরবিন্দের লাইব্রেরী ঘর

অরবিন্দ ও তাঁহার শ্যালক সত্যপ্রসন্নবাবু প্রবেশ করিল

সত্যপ্রসন্ন। তা'হলে চেঞ্জে কবে যাচ্ছ?

অরবিন্দ। গাড়ীর accidentএর পর শরীর আরও খারাপ হ'য়েছে। changeএ যাবার সঙ্কল্পটা আমায় ত্যাগ ক'র্‌তেই হ'ল বাধ্য হ'য়ে।

সত্য। আমার মতে এটা ভালই হ'লো। ব্রজ এ কথা জানে?

অর। না এইবার তাকে ব'ল্‌বো।

সত্য। ওঃ—তোমার গাড়ীর accident হ'তে রক্ষা পাওয়া একটা miracle! এমন ঠাণ্ডা ঘোড়া তোমার—হঠাৎ bolt ক'র্‌লে?

অর। হ্যাঁ, আমিও কিছু বুঝতে পারলুম না। হাওড়ার বাড়ী থেকে ফিরছি, হাওড়ার পোল পার হ'য়ে হ্যারিসন রোডে প'ড়েই মোড়

নেবার সময় গাড়ীখানা ফুটপাথে ধাক্কা খেলে! তার পরেই নিমেষের মধ্যে কোথা দিয়ে যে কি হ'য়ে গেলো—যখন জ্ঞান হ'লো দেখি একটা গলির মধ্যে একজন গৃহস্থের রকে আমি শুয়ে আছি—ব্রজ আমার মুখে জল দিচ্চে—বাতাস ক'চ্চে—

সত্য। হ্যাঁ, কে একটা ছোটলোকের ছেলে ঘোড়ার রাস ধ'রে ফেলেছিল, আর সেই-ই তোমায় গাড়ী থেকে নামায়।

অর। (ম্লান হাসি হাসিয়া) হাঁ ছোটলোকের ছেলে—ছোটলোকের ছেলে ব'লেই পেরেছিল! যে জীবনকে তুচ্ছ ক'রে—আমার ঐ জুড়ির রাস ধ'রে রাখে—সত্যপ্রসন্নবাবু—ছোটলোকের ছেলে হ'লেও সে দেবতা! নইলে পারতো না—নইলে পার্‌তো না!

নেপথ্যে মাগুনী মালী। বাবু, লেখন দে কিড়ি যাও।

নেপথ্যে নিতাই। ওরে আমাদের মত কেরাণীরা কার্ড দেখিয়ে বড়-লোকের বাড়ী ঢোকে না, সেলাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে ঢোকে—কোথায় তোর বাবু দেখিয়ে দে—

নিতাই ও তৎপশ্চাতে মাগুনী মালীর প্রবেশ

মাগুনী। বাবু লিখন না দে কিড়ি চালি আসুছি। মোর বারণ শুনিলা নাই।

নিতাই। কোথায় অরবিন্দবাবু!

অর। (উঠিয়া) এ কি—নিতাই!

নিতাই। হ্যাঁ নিতাই—তোমার উৎকলকে অভয় দাও।

অরবিন্দের ইঙ্গিতে মাগুনি মালী চলিয়া গেল

ওঃ, তোমায় চেনবার জো নেই! তোমার বাড়ী না হ'লে চিনতেই

পার্‌তুম না। কিন্তু সকল কথার আগে, ভাই অরবিন্দ, তোমায় নমস্কার করি—নমস্কার করি!

হঠাৎ সত্যপ্রসন্নকে দেখিয়া মূঢ়ের ন্যায় স্তম্ভিত হইল

এঃ এই অপরিচিত ভদ্রলোকের সামনে!—(সত্যপ্রসন্নের প্রতি) ম'শায় মাপ ক'র্‌বেন, আমার কিছু emotion এসে প'ড়েছিলো, কোন অপরিচিত ভদ্রলোকের সামনে এ রকম আত্মহারা হওয়া—মাপ ক'র্‌বেন ম'শায়, কিছু মনে ক'র্‌বেন না। এখন দেখছি কার্ড পাঠিয়ে আসাই উচিত ছিলো। আমার কথাগুলো—

অর। তোমার অত কিন্তু হওয়ার দরকার নেই হে! ইনি আমার শ্যালক সত্যপ্রসন্নবাবু, ওঁর সঙ্গে তোমার কি আলাপ হয় নি কখনো?

নিতাই। না—আর যদি হয়েও থাকে, একশোবার আলাপ হ'লেও—আলাপ না হওয়াই উচিত ছিল। (সত্যপ্রসন্নের প্রতি) ম'শায় কিছু মনে করবেন না, আমরা মুখ্যু কেরাণী, রেখে ঢেকে কথা ব'ল্‌তে জানি নি ম'শায়, সরল প্রাণে যা আসে—মুখে ব'লে ফেলি! ম'শায়ের দরকার কি শেষ হয়েছে? না হয় বলুন, আমি একটু বাইরে অপেক্ষা ক'চ্চি। অরবিন্দের সঙ্গে কথাগুলো আমার একটু প্রাইভেট, আর আপনার পক্ষেও কথাগুলো বড় মুখোরোচক হবে না। সেরে নিন, আমি বাইরে অপেক্ষা ক'চ্ছি। আমায়ও আবার পাঁচটার ট্রেণ ধরতে হবে, আমারও আর বেশী সময় নেই।

অর। (নিতাইয়ের কথায় একটু অপ্রস্তুতভাবে) ওহে সত্যপ্রসন্ন, নিতাইয়ের সঙ্গে এর আগে তোমার আলাপ হয় নি, আলাপ হ'লে বুঝতে—

সত্য। না হ'লেও বুঝেচি—ইনি একটী idiot!

নিতাই। (উচ্চ হাসিয়া) ঠিক ধ'রেছেন মশায়—ঠিক ধরেছেন। মাপ ক'র্‌বেন, আমি বাইরে অপেক্ষা ক'চ্চি, আপনারা শালা-ভগ্নিপোতে কথা সেরে নিন।

সত্য। না, আপনাকে আর অপেক্ষা ক'র্‌ত হবে না, আমিও উঠি উঠি ক'চ্ছিলুম। অরবিন্দবাবু, আমি এখন তা হ'লে আসি।

অর। বাড়ীর ভেতর দেখা ক'রে যাবে না?

সত্য। না, এখন না, কাল আস্‌বো।

সত্যপ্রসন্নবাবু প্রস্থানোদ্যত

নিতাই। তা হবে না, যাই বল্লেই কি যাওয়া হয়? যাবার আগে আমায় যে মাপ ক'রে যেতে হবে। নইলে আপনার ভগ্নিপোত ছাড়তে পারেন, কিন্তু তার এই বন্ধুটি ত ছাড়তে পারেন না! কি একটা বেফাঁস ব'লে ফেলেছি, মনটার ভেতর যে খোঁচা হ'য়ে থাক্‌বে ম'শায়, রাত্রে যে ঘুমুতে পার্‌বো না।

অর। সত্যপ্রসন্ন, Open apologyর উপর আর কথা নাই যে ভাই!

সত্য। (হাসি টানিয়া আনিয়া) বড় মজার লোক অরবিন্দ, নিতাইবাবু! (নিতাইয়ের প্রতি) idiot ব'লেছি ম'শায়, আপনিও কিছু মনে ক'র্‌বেন না।

নিতাই। হাতে হাত দিন ম'শায়—হাতে হাত দিন। শুধু—মুখে মুখে ব'ল্লে হবে না।

সত্যপ্রসন্ন হাতে হাত দিল

নিতাই। (হাত টানিয়া) এইবার সত্যই—peace! এইবার ম'শায় স্বচ্ছন্দে আস্‌তে আজ্ঞে ক'রুন, অনুগ্রহ ক'রে আমায় আর ট্রেণ ফেল করাবেন না।

সত্য। না, সে ভয় নেই।

সত্যপ্রসন্নবাবুর প্রস্থান

অর। তারপর নিতাই, এতদিন পরে—হঠাৎ—ব্যাপার কি? ব'সো—ব'সো—

নিতাই। হাঁ ব'স্‌ছি—অনেকদিন পরে দেখা বটে—কিন্তু অরবিন্দ আমার প্রথম কাজ, আগে তোমার কাছে—এই হাঁটু গেড়ে—হাত জোড় করে ক্ষমা চাওয়া, আমি সত্যই একটা ইডিয়ট, তোমার শালা ঠিকই—ব'লেছে। সত্যই ভাই, লোকের বাইরে দেখে ভেতর চেনা যায় না! তুমি ভাই আমাদের মতন মানুষ নও—দেবতা। নইলে তোমার মনোরমার মতন স্ত্রী হয়—অজিতের মত ছেলে হয়?

অর। ও সব কথা ছেড়ে দাও ভাই!

নিতাই। ছেড়ে দিলে তোমার চ'ল্‌তে পারে, আমার চ'লবে না। এখন যে জন্য এসেছি—শোনো—তোমার শাশুড়ীঠাক্‌রুণ আর মনোরমা তীর্থে গিয়েছিলেন। শাশুড়ীর তীর্থে মৃত্যু হয়েছে। মনোরমা বর্দ্ধমানে ফিরে এসেছে, তারও তীর্থ-মৃত্যু হয় ভাই—যদি তার মরণ-কালে তুমি একবার গিয়ে তার শিয়রে—তার মাথায় পা দিয়ে দাঁড়াও। থাকতে পারলুম না, তার মনের অবস্থা বুঝেই আমি ছুটে এলুম, তোমায় বর্দ্ধমানে নিয়ে যেতে। আমার এই অনুরোধটী ভাই অরবিন্দ, তোমায় যে রাখতেই হবে।

নিতাইএর মুখে মনোরমার কথা শুনিয়া অরবিন্দ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল; ধীরে ধীরে নিতাইএর হাত ধরিয়া বলিল

অর। নিতাই, ভাই—এখনও তুমি আমায় বুঝবে কিনা জানি না, কিন্তু—ভাই, একজন যেমন বুঝেছে, সে বোঝা যেন তার না ভাঙ্গে!

তাকে ব'লো—আমি তারই—আর কারু নই, আমি তার কাছেই আছি—তার কাছেই থাকি এবং তার কাছেই থাক্‌বো—সে যে আমার আঠারো বছরের তপস্যার মনোরমা!

নিতাই। তা হ'লে তুমি কি আমার সঙ্গে বর্দ্ধমানে যাবে না?

অর। হয় ত যাবো, তবে তোমার সঙ্গে নয়। হয় ত যাবো, সন্ধিপূজা হ'য়ে গেলে নবমীর পর—বিসর্জ্জন অন্তে!

নিতাই। (স্তম্ভিত হইয়া অরবিন্দের দিকে চাহিলেন) পেরেছি অরবিন্দ, তোমায় বুঝতে পেরেছিও বটে, পার্‌ছিনাও বটে! মনোরমাকে মৃত্যু-শয্যায় রেখে এসেছি—অজিতও সেখানে। আমি আর মিছে ট্রেণ ফেল ক'র্‌বো না। চিন্‌তে পারি আর না পারি অরবিন্দ, তবুও যাবার সময় তোমায় নমস্কার করি। (কাঁদিয়া ফেলিল) আমার মনে হয়, এ সময় তোমার একবার গেলেই ভাল হ'ত!

নিতাইএর প্রস্থান

অর। (উঠিলেন) ধৈর্য্যের সীমা কোথায়—ধৈর্য্যের সীমা কোথায়? ভগবান, আর যে পারি না!

চলিতে গিয়া পড়িয়া গেলেন

সত্যকিঙ্করের প্রবেশ

সত্যকিঙ্কর। কি হ'লো—কি হ'লো? বাবু, বাবু—

ছুটিয়া কার্ত্তিকের প্রবেশ

ওরে শিগগির মাকে খবর দে—মাকে খবর দে—

কার্ত্তিকের বেগে প্রস্থান

বাবু—বাবু—

ব্রজরাণী, কার্ত্তিক প্রভৃতির প্রবেশ

সকলে ধরাধরি করিয়া অরবিন্দকে সোফায় বসাইল

ব্রজ। কি হ'লো—কি হ'লো !—(চোখে-মুখে জল দিয়া পাখার হাওয়া করিতে করিতে) শিগ্‌গির ডাক্তারবাবুকে খবর দে।

কার্ত্তিকের প্রস্থান

অর। উঃ—

ব্রজ। (বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) ভগবান রক্ষা করো—ভগবান রক্ষা করো !

অরবিন্দ ভৃত্যগণকে যাইতে ইঙ্গিত করায় তাহারা চলিয়া গেল

অর। বুকে কি ব্যথা ধ'র্‌লো রাণি !

ব্রজ। কথা ক'য়ো না—কথা ক'য়ো না—এখনি ভাল হবে !

অর। আবার বুঝি সেই রোগ ফিরে এলো—এইতেই আমার শেষ—

ব্রজ। অমন কথা ব'লো না—ওগো—আমার যে আর কিছুই নেই—

অর। রাণি, সময় যদি এসেই থাকে, তবে আজ আমায় ছুটি দিয়েই দাও না !

ব্রজ। ওগো, আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে দাও—ও কথা ব'লে আমায় আর অপরাধী ক'রো না।

অর। রাণু !

ব্রজ। (স্বগত) জীবনে এই প্রথম আজ একি সম্বোধন !

অর। রাণু, বড় যন্ত্রণা হ'চ্চে। আমার বুকের এই খানটায় মাথা রাখো। আজ তোমায় প্রাণভরে আদর ক'রে নি। কোনদিন তোমায় আমি ভালবেসে সুখী ক'রতে পারি নি। চিরদিন আমার

প্রেমে তুমি সন্দেহ ক'রে এসেছ। তা নিয়ে অনেক দুঃখও তুমি পেয়েছ।

ব্রজ। ওগো থাক্—থাক্, আমি আমার অপরাধ বুঝ্‌তে পেরেছি—বুঝ্‌তে পেরেছি।

অর। না, তোমার কি অপরাধ—তোমার কি অপরাধ? যাক্, আজ আমাদের মধ্যে জটিল সম্বন্ধ ভুলে গিয়ে নিজের অন্তরের মধ্যে বিচার ক'রে দেখ—কেন আমার চিত্ত, তোমার মত স্ত্রীকেও তার উপযুক্ত পাওনা দিতে পারে নি। জগতে আমার মত অভাগা বেশী নেই। উঃ—ব্যথাটা যে ক্রমেই বাড়্‌চে!

ব্রজ। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আর কথা ক'য়ো না—একটু চুপ করো, এখনি ডাক্তারবাবু আস্‌বে।

অর। না না—ব্যস্ত হ'য়ো না—ব্যস্ত হ'য়ো না—শীঘ্রই হয় ত সকল কষ্টের অবসান হবে। আরও কি তুমি আমায় সইতে বলো—আরও?—অজিত—আমার নিষ্পাপ পবিত্র সোণার অজিত—তাকে আজ আমি—এই লক্ষপতি অরবিন্দ বোস—তাকে আমি ভিখারীর সাজে দেখেছি! তুমি জানো না রাণি—তুমি জানো না—কি সহ্য আমি ক'রেছি—মৃত্যুঞ্জয় বোসের একমাত্র বংশধর—আজ পিতার পাপে অকলঙ্কে কলঙ্কিত—ঘৃণিত—লাঞ্ছিত—বিতাড়িত! আর সে কেন—তা কি জানো? এই বাড়ীর মধ্যে এক দুর্য্যোগ রাত্রে চোর আসা তোমার মনে পড়ে? সে চোর নয়—সে স্বপ্ন নয়—সে—সে—আমার সর্ব্বস্বধন অজিত!

ব্রজ। কে এ কথা তোমায় জানালে—কে এ কথা তোমায় জানালে? আমি ত তোমায় জান্‌তে দিই নি।

অর। (উঠিয়া) সে আমার পেছনে পেছনে ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তোমরা দেখ নি, কিন্তু আমি যে তার ছায়া দেখে চিন্‌তে পারি। আমি কি তাকে এক দণ্ড—এক পল—এক নিমেষের জন্যও আমার বুক থেকে বিদায় দিতে পেরেছি? আগুন দিয়ে যে তার মুখখানা আমার বুকের মধ্যে আঁকা রয়েছে! এ যে ব্যথা—এ কি জানো—এ যে শুধু সেই আগুনেরই দহন! রাণি রাণি—তবু কি তুমি আমায় আরও বেঁচে থাক্‌তে ব'ল্‌বে?

ব্রজ। তোমার পায়ে পড়ি, একটু স্থির হও—একটু স্থির হও—অন্য সময় ব'লো—আমি সব শুন্‌বো—শুন্‌তে যদি বুক ফেটে যায়—তাও আমি সইবো! তোমার পায়ে পড়ি, এখন একটু ঠাণ্ডা হও—এখন একটু ঠাণ্ডা হও!

অর। না আর নয়—আমার যা বল্‌বার ছিল—হ'য়ে গেছে। শুধু আর একটী কথা—আমার মৃত্যুর পর—আমার শেষকৃত্যটুকু যেন সে করে। তোমার মনে দয়া আছে রাণি—তাই তোমায় ব'লে যাচ্ছি। আমার প্রাণাধিককে—আমার এই পরিত্যক্ত দেহটার অধিকার দিলে—তাতে হয় ত আমার এবং তোমার স্বর্গগত পিতৃদেবেরা অসন্তুষ্ট হবেন না। কি বলো রাণি—এতে ত কারো কোন ক্ষতি নেই।

ব্রজ। ওগো তোমার পায়ে পড়ি—আমি আর শুন্‌তে পারবো না।

অর। না—তোমায় শুন্‌তে হবে, আঠারো বৎসর নীরবে সহ্য ক'রেছি—শুধু পিতৃসত্য পালনের জন্য—রাণি—শুধু পিতৃসত্য পালনের জন্য! —মনোরমার মুখ চাই নি—তোমার মুখ চাই নি, আমার বংশধরের মুখ চাই নি!—আমি জানি—পৃথিবীর লোক আমায় বুঝবে না, আমি কারেও বোঝাতে চাই নি—যিনি অন্তর্য্যামী, তিনি যদি বোঝেন, আমার একমাত্র শান্তি সেই! আর আমার আক্ষেপ নেই।

ব্রজ। ওগো যত আক্ষেপ—যত দুঃখের ভার বহন কর্‌বার জন্য কি আমাকে রেখে যাবে?

অর। কি ক'র্‌বো—এই বুঝি বিধিলিপি!

চতুর্থ দৃশ্য

বর্দ্ধমান

মনোরমার কক্ষ

শয্যাশায়িতা মনোরমা—পার্শ্বে নির্ম্মলা

মনোরমা। অজিত কোথায়?

নির্ম্মলা। সে যে ওষুধ আন্‌তে গেল।

মনো। আর ওষুধ!

নির্ম্মলা। তুমি অত নিরাশ হ'চ্চ কেন?

মনো। নিরাশাই ত আমার জীবন! কিন্তু নির্ম্মল, তুই একটা গান গা, নিরাশার নয়—আশার—আশার—

নির্ম্মলা। গীত

দেখা যদি নাহি দাও নয়নে—
তবু জেনো সদা—তুমি আছ মম—নয়নে নয়নে!
নাহি যদি কহ আর কথা,
প্রাণে তাহে নাহি কোন ব্যথা,
তব মধু ভাষে—সদা হৃদি তোষে—শয়নে স্বপনে।
থাকো না কেন যতই দূরে,
ভুলিবে না জানি কখনো মোরে,
দিবানিশি—সদা আছ মিশি—হৃদয়ে গোপনে।

মনো। নির্ম্মল—নির্ম্মল—

ক্রন্দন

নির্ম্মলা। নে, কাঁদিস্ নি—চুপ কর—এখন ত ছেলে পেয়েছিস; এখন শিগ্‌গির শিগ্‌গির ভাল হ'য়ে ওঠ্।

মনো। আর আমি ভাল হ'য়েছি বউ! তা না হ'লেও কোন দুঃখ ছিল না, যদি অজুর একটা কিনারা দেখে যেতুম!

নির্ম্মলা। ছিঃ, ও কথা কি মুখে আন্‌তে আছে? এত যে কষ্ট ক'রে ছেলে মানুষ ক'র্‌লি, তা ওর একটা বে'থা দিয়ে নাতির মুখটি দেখ, —অজিতের একটী ভাল চাক্‌রী হোক, তবে তোর দুঃখ পাওয়া সার্থক হবে।

মনো। মরণ কি অত সুবিধে দেখে আসে বউ! তার সময় হ'লে সে টেনে নেবেই। তা নিক্—কিছু ক্ষতি নেই। তবে অজিত যে আমার একেবারেই অনাথ হবে, এই ভেবে, মর্‌বার আনন্দেও আমার বাধা পড়ে। তবে নিতাইদাদা আছে, তুমি আছ—

নির্ম্মলা। ঐ অজিত ওষুধ নিয়ে আস্‌চে। ওর কানে যদি এ সব কথা যায—দুধের বাছা—ভেঙ্গে প'ড়বে যে!

অজিতের ঔষধ লইয়া প্রবেশ

ডাক্তার কি ব'ল্‌লে, অজিত?

অজিত। তিনি এই মিক্‌চার্‌টা ব'দ্‌লে দিয়েছেন—দু'ঘণ্টা অন্তর খেতে হবে। আর মালিস যেমন চ'ল্‌চে—তেমনি চ'ল্‌বে।

নির্ম্মলা। আচ্ছা বাবা, তুমি মিক্‌চারটা এক দাগ খাইয়ে দাও। আমি একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। যাব আর আস্‌বো। এসে মালিস ক'র্‌বো। ভেবো না বাবা, শিগ্‌গির সেরে উঠবে।

নির্ম্মলার প্রস্থান

অজিত। (এক দাগ ঔষুধ ঢালিয়া) ওষুধটা খাও মা !

মনো। আর বাবা, ওষুধ খেতে ইচ্ছে করে না ! (ঔষধ সেবন করিয়া) আয়, আমার কাছে ব'স। (অজিতের নিকটে উপবেশন) প্রয়াগে গিয়ে মার মৃত্যু হ'লো, তাঁর সদ্‌গতি ক'রে সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্বরটাও খুব বেড়ে উঠ্‌লো। ডাক্তার এসে ব'ল্লে—"হয় ত কোন সময়ে হার্ট ফেল ক'র্‌বে। ওঁরা তোকে 'তার' কর্‌বার ব্যবস্থা ক'রেছিলেন। আমি বারণ ক'র্‌লুম—জ্বরটা ক'ম্‌লেই একেবারে দেশে গিয়ে তোকে খবর দেবো। তা সেখানে ম'র্‌লে ত খুবই ভাল হ'ত অজিত ! কিন্তু তোকে একটীবার চোখে না দেখে মরণও ত হ'লো না, বাবা ! তাই আবার ম'র্‌তে ম'র্‌তেও এই অগঙ্গার দেশে ফিরে এলুম।

অজিত। (স্বগত) 'তার' না ক'রে ভালই ক'রেছিলে মা! নইলে অজিতের অধঃপতন-কাহিনী—অজিতের নিরুদ্দেশ—তোমাকে অনেক আগেই হত্যা ক'রে ফেল্‌তো !

মনোরমা। (অজিতকে বাহু-বেষ্টন পূর্ব্বক চিবুক ধরিয়া) অমন ক'রে কি ভাব্‌ছিস্ অজুমণি ? তোর ও-রকম মুখ আমি যে সইতে পারি নে ! হ্যাঁরে অজিত, আমি যখন চ'লে যাব, বড্ড কি তুই কাতর হবি ? না বাপ আমার—ধন আমার ! বেশী কান্নাকাটি ক'রে শরীরটাকে মাটি করিস নে গোপাল ! কেই বা তখন দেখ্‌বে তোকে—তাই ভাবি !

অজিত। (মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল) বৃথাই কুসন্তান জন্মেছিলুম মা ! তোমায় শেষ পর্য্যন্ত শুধু ভাবালাম, কিছুই যে তোমার ক'র্‌তে পার্‌লুম না !

মনো। (অজিতের মাথায় পিঠে আঙ্গুল বুলাইয়া দিতে দিতে ধীর কণ্ঠে) আমার জন্য তুই কিছু ক'র্‌তে চাস্, অজিত ?

অজিত। (সোৎসুক হইয়া) কি ক'র্‌বো, ব'লে দাও ?

মনো। (অজিতের দৃষ্টি হইতে নিজের দৃষ্টি প্রত্যাহার করিয়া রুদ্ধস্বর ফুটাইয়া) শেষ সময়ে একবার আমায় তাঁকে এনে তোকে দেখাতে হবে অজিত! আর একদিন তুই আমার কাছে প্রতিশ্রুত হ'য়েছিলি, কিন্তু তখন ঠিক সময় হয় নি—এখন হ'য়েছে। পারবি, অজিত ?

অজিতের নেত্র তারকার মধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল

(অজিতের হস্ত ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে) বল্ অজিত, জন্মের শোধ একবার তাঁকে—আমার ইষ্টদেবকে—আমায় এনে দেখাবি ? আজ আঠারো বৎসর হ'য়ে গেল দেখি নি রে—শেষের দিনটা তাঁর পায়ে মাথা রেখে, মরণটাকে সার্থক ক'রে যাই! একি তুই পার্‌বি নে, বাবা ?

অজিত। পার্‌বো না, মা!

মনো। (আর্ত্তনাদে) অজিত! অজিত!

অজিত। (ক্ষিপ্তবৎ অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া) না মা, সে হবে না। কিসের জন্য তাঁর পায়ে তুমি মাথা রাখ্‌তে যাবে ? যিনি তোমার এই দশা ঘটিয়েছেন—তাঁকে তুমি দেবতা ব'লে পূজো করো ? আমি যে নিজের চোখে তাঁর সমস্তই দেখে এসেছি। তোমায় এম্‌নি ক'রে ডুবিয়ে দিয়ে যিনি সুখৈশ্বর্য্যে অমন ক'রে ডুবে আছেন, কেমন ক'রে তাঁকে দেবতা মনে ক'র্‌বো আমি ?

মনো। ছিঃ ছিঃ অজিত, ও কথা ব'ল্‌তে নেই! দেবতাকে দৈত্য ব'ল্লেই তাঁর দেবত্ব লোপ পায় না! তুই কাছে গিয়ে তাঁর বাইরের সম্পদটাই চোখে দেখ্‌তে পেয়েছিস—অন্তরটা ত আর দেখিস্ নি!

আমি যে দিবারাত্রি ধ'রে তাঁর সেই নিঃশব্দ, নিঃসঙ্গ মর্ম্মব্যথা নিজের মনের মধ্যে অনুভব ক'চ্চি! অজিত, অজিত—ওরে, মরবার সময় তুই এমন ক'রে আমার বুক ভেঙ্গে দিবি, এ যে আমি কোন দিন স্বপ্নেও জান্‌তুম না! বিশ্বনাথ, মা অন্নপূর্ণা—তোমাদের ছেড়ে আমি যে অন্ধ পুত্র-স্নেহে মত্ত হ'য়ে ছেলের কাছে ম'র্‌তে এসেছিলুম—এ তারই উচিত শাস্তি আমায় দিলে!

মূর্চ্ছিত হইয়া পতিতা হওন

অজিত। এঁ্যা—এঁ্যা! মা, মাগো, ওমা—মা!

মনোরমার বুকের উপর আছাড় খাইয়া পড়িল

মেটে রাঙ্গাপেড়ে শাড়ীপরা, বিছানার বোম্বাই-চাদরে সর্ব্বাঙ্গ-আবৃতা ব্রজরাণীর প্রবেশ এবং ইতস্তত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এই করুণ-দৃশ্যের সম্মুখীন হইয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইল। পরে আঁচলে চোখ মুছিয়া অজিতের হাত ধরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—

ব্রজরাণী। অমন ক'রে শুধু বুক ফাটিয়ে ডাক্‌লেই কি নাকে জাগাতে পার্‌বি, বাবা? এ যে মূর্চ্ছা—যা দেখি, একটু দুধ নিয়ে আয় দেখি।

অজিতের দ্রুত প্রস্থান

ব্রজরাণী মনোরমার লুণ্ঠিত মস্তক নিজের কোলে তুলিয়া আঁচলের বাতাস দিতে দিতে মনোরমার কাণের কাছে মুখ নত করিয়া প্রীতি-মধুর কণ্ঠে ডাকিলেন—

দিদি—দিদি!

দুধ লইয়া অজিতের দ্রুত প্রবেশ

(গ্রহণ করিয়া) ভয় কি বাবা, তোর মার মূর্চ্ছা হ'য়েছে বই ত না! ও এক্ষুণি সেরে যাবে।

ব্রজরাণীর শুশ্রূষায় মনোরমার চেতনা ফিরিয়া আসিল

মনোরমা। (ক্ষীণকণ্ঠে) অজিত !

অজিত। মা, মা, আর আমি কখনো তোমার মনে কষ্ট দেবো না— এইবারটী শুধু তুমি আমায় মাপ করো—

কাঁদিয়া মার পা দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যে মুখ লুকাইল

মনোরমা। (ব্রজরাণীকে দেখিয়া) কে ?

ব্রজ। (কাঁদিয়া) দিদি, দিদি—আমি যে আমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে এসেছিলুম—তার জন্যে এতটুকু সময়ও আমায় তুমি দিলে না ভাই !

মনোরমা। ওঃ—রাণি ! তোর ত কোন পাপ নেই, রাণি ! প্রায়শ্চিত্ত তুই কিসের ক'র্‌বি ? না না, অমন ক'রে কাঁদিস নে বোন— আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। তোর উপর—ঈশ্বর জানেন—কোন দিনই আমি এতটুকু রাগ করি নি। আমিও এই অন্তিম আশীর্ব্বাদ অন্তরের সঙ্গেই ক'রে যাচ্চি—তুমি সাবিত্রীর সমান হও।

ব্রজ। (মনোরমার শুষ্ক অধরে জল দিয়া) আমি বড় আশা ক'রেই এসেছিলুম—আমি আর তোমায় কি ব'ল্‌বো দিদি, তোমার পায়ের ধূলো যেন একটুখানি পাই। তাঁকে কি আর আমি এ আঘাতের পর বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বো ? তাঁর অন্তর যে তোমাতেই ভরা।

মনো। রাণি, বোনটী আমার ! নিশ্চয় তাঁর ভালবাসার অর্দ্ধেকটা তোমার ! তিনি ত কারুর সম্বন্ধে অবিচার ক'র্‌তে পারেন না, ভাই !

ব্রজ। দিদি, আজ বুঝলুম—তোমায় আমায় প্রভেদ কোন্‌খানে ? আজ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ব'ল্‌ছি ভাই, যদি ঈশ্বর থাকেন, পরলোক,

সত্য হয়, তা হ'লে জন্মজন্মান্তরে বা লোকলোকান্তরে তোমার স্বামী—একমাত্র তোমারই থাক্‌বেন। শত কোটী ব্রজরাণীর সাধ্য হবে না যে, তাঁকে তোমার কাছ থেকে আর একচুলও সরিয়ে নেয়!

মনো। (কষ্টে শ্বাস গ্রহণ করিয়া) কেন বোন, মনে তুমি কুণ্ঠা রাখছো? এ জন্মে যা হবার সে ত হ'য়েই গেছে। এবার আমরা দু'টী বোনে পাশাপাশি ব'সে যে তাঁর চরণ-সেবা ক'র্‌বো ঠিক ক'রে রেখেছি। এখন এই বাকী দিন ক'টার জন্য এই নে ভাই, তোর ছেলেকে তুই একবার নিয়ে বোস্, দেখে আমি চোখ মুদি। অজিত, তোর ছোটমাকে প্রণাম ক'র্‌লি নে?

পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্ অজিত স্বপ্নমুগ্ধের ন্যায় ব্রজরাণীর নিকট আসিয়া প্রণাম করিতে যাইল

ব্রজ। (অজিতের হস্ত ধরিযা) প্রণাম থাক্—যদি তোমার এই রাক্ষসী মাকে যথার্থই তুমি ক্ষমা ক'র্‌তে পেরে থাকো অজিত! তা হ'লে একবারটী আমায় তুমি 'মা' ব'লে ডাকো। তোমার মুখে ঐ নাম শোন্‌বার জন্যে—সেই তোমায় প্রথম দেখার দিন থেকে—আজ এই সাত বৎসর ধ'রে আমি যে পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছি! ডাক্ বাবা, একটীবার 'মা' ব'লে ডাক্।

অজিত। (ব্রজরাণীকে প্রণাম করিয়া গদগদস্বরে ডাকিল) মা, মা, মা!

ব্রজরাণী অজিতকে বক্ষে টানিয়া লইল

যবনিকা

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

উপন্যাসরাজি

মন্ত্রশক্তি	৪৲
সর্ব্বাণী	২৲
প্রাণের পরশ	২৲
পথের সাথী	২৲
পোষ্যপুত্র	৪৲
ত্রিবেণী	৩৲
উল্কা	১৷৹
বিবর্ত্তন	২৲
চিত্রদীপ	১৲
উত্তরায়ণ	২৷৹
মন্ত্রশক্তি (নাটক)	২৲
মা "	২৲
নাট্যচতুষ্টয় "	১৲
বিদ্যারণ্য "	১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা